ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের ২০২০ সালের ৪র্থ বোর্ডসভার কার্যবিবরণী

তারিখ	:	১৬ জুলাই, ২০২০
সময়	:	সকাল ১১-০০ টা
স্থান	:	সভাকক্ষ, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড।
সভাপতি	:	ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ সেলিম মাহমুদ, এনডিসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি প্রেসিডেন্ট, ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড ও স্টেশন কমান্ডার, ঢাকা সেনানিবাস।
উপস্থিতি	:	সভায় উপস্থিত ও অনুপস্থিত সদস্যদের তালিকা পরিশিষ্ট-'ক' দ্রষ্টব্য।

সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দকে সভাপতি মহোদয় স্বাগত জানান এবং করোনা প্রাদুর্ভাবের সময় ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের কর্মকর্তা কর্মচারীগণ কর্তৃক ঢাকা সেনানিবাসে নিরবচ্ছিন্ন নাগরিক সেবা অব্যাহত রাখার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে এরিয়া কমান্ডার ও স্টেশন কমান্ডার এর পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। ৪র্থ বোর্ডসভার আলোচ্যসূচীর উপর নিম্নবর্ণিত আলোচনা ও সিদ্ধান্তসমূহ সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়ঃ-

আলোচ্যবিষয়-১: ১৯ মে, ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ডসভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা ও দৃঢ়ীকরণ।

আলোচনা: গত ১৯ মে, ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত ২০২০ সালের ৩য় বোর্ডসভার কার্যবিবরণী সভায় উপস্থাপন করা হয়। সিদ্ধান্তসমূহের উপর ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড কর্তৃক যথাযথভাবে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে এবং কয়েকটি সিদ্ধান্তের উপর কার্যক্রম চলমান আছে মর্মে সভায় প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হয়। ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের সম্মানিত সদস্য গ্রুপ ক্যাপ্টেন মাহমুদ মেহেদী হসেইন, পিএসসি, জিডি(পি), অধিনায়ক, বিমানবাহিনী ঘাঁটি বাশার, ঢাকা সেনানিবাস এর প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে সম্মানিত সদস্য (প্রতিনিধি) লেঃ কর্ণেল মোঃ মেজবাহ উদ্দিন খান, এএএন্ডকিউএমজি, সিএমএইচ, ঢাকা সেনানিবাস ২০২০ সালের ৩য় বোর্ডসভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত করার জন্য সমর্থন করেন।

সিদ্ধান্ত: ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের ২০২০ সালের ৩য় বোর্ডসভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত করা হলো। সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করতে হবে।

আলোচ্যবিষয়-২: মার্চ ও এপ্রিল, ২০২০ মাসের রাজস্ব আদায়/বকেয়ার বিবরণী।

আলোচনা: ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডে মার্চ, ২০২০ মাসে বিভিন্ন খাতে ৮৫,০১,৪১৩/- (পঁচাশি লক্ষ এক হাজার চারশত তের) টাকা এবং এপ্রিল, ২০২০ মাসে কোভিড-১৯ (করোনা) প্রাদুর্ভাবের কারণে সরকারী ছুটির সময় কোন রাজস্ব আদায় হয়নি। রাজস্ব আদায়ের পরিসংখ্যান পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের প্রাক্কলিত আয় ১৮,২৬,৭৩,০০০/- (আঠার কোটি ছাব্বিশ লক্ষ তিয়াত্তর হাজার) টাকার বিপরীতে এপ্রিল, ২০২০ পর্যন্ত রিবেটসহ আদায় হয়েছে ২৩,২১,৬৭,৭০৪/- (তেইশ কোটি একুশ লক্ষ সাতষট্টি হাজার সাতশত চার) টাকা, যা মোট দাবীর ১২৭.০৯%।

সিদ্ধান্ত: রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা অতিক্রম করায় সভায় সন্তোষ প্রকাশ করা হয় এবং বকেয়া আদায়ের জন্য যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণ করার তাগিদ প্রদান করা হয়।

আলোচ্যবিষয়-৩: মার্চ ও এপ্রিল, ২০২০ মাসের আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী।

আলোচনা: স্থানীয় আয়ের উৎস হতে মার্চ, ২০২০ মাসে ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের ১,৬১,১৭,৩৮৩/- (এক কোটি একষট্টি লক্ষ সতের হাজার তিনশত তিরাশি) টাকা এবং এপ্রিল, ২০২০ মাসে ১২,৭৯,১৮৪/- (বার লক্ষ উনআশি হাজার একশত চুরাশি) টাকা আয় হয়েছে। মঞ্জুরীকৃত চাঁদা ও দানসমূহ (সাধারণ অনুদান), অনৈমিত্তিক আয় ও প্রারম্ভিক জেরসহ মার্চ, ২০২০ মাসে সর্বমোট আয় ১,৬১,৫৮,৪৯১/- (এক কোটি একষট্টি লক্ষ আটান্ন হাজার চারশত একানব্বই) টাকা এবং এপ্রিল, ২০২০ মাসে ১৩,২৩,০৫২/- (তের লক্ষ তেইশ হাজার বায়ান্ন) টাকা। অপরদিকে মার্চ, ২০২০ মাসে সর্বমোট ব্যয় ৫,১৫,১৭,৪৯৭/- (পাঁচ কোটি পঁনের লক্ষ সতের হাজার চারশত সাতানব্বই) টাকা এবং এপ্রিল, ২০২০ মাসে ৩,৩৩,৮৫,৫০১/- (তিন কোটি তেত্রিশ লক্ষ পঁচাশি হাজার পাঁচশত এক) টাকা।

সিদ্ধান্ত: ফেব্রয়ারি, ২০২০ মাসের আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী অবলোকন করা হলো। আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী পরবর্তী কার্যক্রমের জন্য সামরিক ভূমি ও ক্যান্টনমেন্ট অধিদপ্তরে প্রেরণ করতে হবে।

আলোচ্যবিষয়-৪: ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেট ঘটনোত্তর অনুমোদনের বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত।

আলোচনা: ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের ২০১৯-২০২০ আর্থিক সালের সংশোধিত বাজেটটি ক্যান্টনমেন্টস একাউন্ট কোডের চ্যাপ্টার-৫ এর ধারা ১৬ হতে ১৮ এবং ১৯৬৬ সালের বাজেট রুলে বর্ণিত বিধি বিধানের আলোকে প্রস্তুত করা হয়েছে। সংশোধিত বাজেটে বিভিন্ন খাতসমূহের টাকার পরিমাণ যতটুকু সম্ভব হ্রাস করে বাস্তবভিত্তিকভাবে প্রস্তুত করা হয়েছে। ২০১৯-২০২০ আর্থিক সালের বাজেটে বোর্ডের স্থানীয় আয় হতে ৩৭,০৫,১৪,০০০/- (সাইত্রিশ কোটি পাঁচ লক্ষ চৌদ্দ হাজার) টাকা, সামরিক ভূমি সেনানিবাস অধিদপ্তর হতে প্রাপ্ত অনুদান ৩৬,০০,০০,০০০/- (ছত্রিশ কোটি) টাকা, রজনীগন্ধা সাব-স্টেশন নির্মাণের জন্য দোকানদারদের নিকট হতে প্রাপ্ত ৯,০০,০০০/- (নয় লক্ষ) টাকা এবং প্রারম্ভিক জের ৪,৭৯,২৪,০০০/- (চার কোটি উনআশি লক্ষ চব্বিশ হাজার) টাকা ও সংশোধিত বাজেটে ঘাটতি বাবদ ১৫,৪৩,৬২,০০০/- (পঁনের কোটি তেতাল্লিশ লক্ষ বাষট্টি হাজার) টাকা (যা অনুদান হিসাবে চাওয়া হয়েছে) অর্থাৎ সর্বমোট (৩৭,০৫,১৪,০০০/- + ৩৬,০০,০০,০০০/- + ৯,০০,০০০/- + ৪,৭৯,২৪,০০০/- + ১৫,৪৩,৬২,০০০/-) = ৯৩,৩৭,০০,০০০/- (তিরানব্বই কোটি সাইত্রিশ লক্ষ) টাকা সংশোধিত বাজেটে আয়ের প্রস্তাব করা হয়েছে। অপরদিকে বোর্ডের কর্মকর্তা/কর্মচারী/ডাক্তার/নার্স/শিক্ষক/শিক্ষিকাদের বেতন ভাতা বাবদ ৩৬,২৫,৫৮,০০০/- (ছত্রিশ কোটি পঁচিশ লক্ষ আটান্ন হাজার) টাকা, নৈমিত্তিক ব্যয় বাবদ ৮,৪০,৩০,০০০/- (আট কোটি চল্লিশ লক্ষ ত্রিশ হাজার) টাকা, সংস্কার মেরামত বাবদ ২,৫৩,০০,০০০/- (দুই কোটি তিপ্পান্ন লক্ষ) টাকা, রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটের পার্কিং ইজারার টাকাসহ বিবিধ ফেরত বাবদ ১২,০০,০০০/- (বার লক্ষ) টাকা, পেনশন অনুদান স্থানান্তর বাবদ ২,২৩,৯৪,০০০/- (দুই কোটি তেইশ লক্ষ চুরানব্বই হাজার) টাকা, সামরিক ভূমি ও ক্যান্টনমেন্ট অধিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদিত প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ৩৫,৬৪,৬৯,০০০/- (পঁয়ত্রিশ কোটি চৌষট্টি লক্ষ উনসত্তর হাজার) টাকা, বোর্ডের স্থানীয় আয়ের ১০% পেনশন ফান্ডে স্থানান্তর বাবদ ৩,৮০,০০,০০০/- (তিন কোটি আশি লক্ষ) টাকা, সমাপণী জের বাবদ ৪,৩৭,৪৯,০০০/- (চার কোটি সাইত্রিশ লক্ষ উনপঞ্চাশ হাজার) টাকা অর্থাৎ সর্বমোট (৩৬,২৫,৫৮,০০০/- + ৮,৪০,৩০,০০০/- + ২,৫৩,০০,০০০/- + ১২,০০,০০০/- + ২,২৩,৯৪,০০০/- + ৩৫,৬৪,৬৯,০০০/- + ৩,৮০,০০,০০০/- + ৪,৩৭,৪৯,০০০/-) = ৯৩,৩৭,০০,০০০/- (তিরানব্বই কোটি সাইত্রিশ লক্ষ) টাকা সংশোধিত বাজেটে ব্যয়ের প্রস্তাব রাখা হয়েছে। বাজেটে প্রদর্শিত বেতন ভাতা, নৈমিত্তিক, সংস্কার মেরামত, পেনশন ও উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ১৫,৪৩,৬২,০০০/- (পঁনের কোটি তেতাল্লিশ লক্ষ বাষট্টি) টাকা ঘাটতি দেখানো হয়েছে। ঘাটতির অর্থ সহায়ক অনুদান হিসাবে বরাদ্দসহ ২০১৯-২০২০ আর্থিক সালের সংশোধিত বাজেট চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য সামরিক ভূমি ও ক্যান্টনমেন্ট অধিদপ্তরে প্রেরণের নিমিত্ত বিগত ২৮ জুন, ২০২০ তারিখে সভাপতি, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের অনুমোদন গ্রহণ করা হয়েছে। উল্লেখিত বাজেটটি ঘটনাত্তোর অনুমোদনের জন্য সভায় উপস্থাপন করা হলো।

সিদ্ধান্ত: ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের ২০১৯-২০২০ আর্থিক সালের ৯৩,৩৭,০০,০০০/- (তিরানব্বই কোটি সাইত্রিশ লক্ষ) টাকার সংশোধিত বাজেট পর্যালোচনায় সর্বসম্মতিক্রমে ঘটনাত্তোর অনুমোদনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। চূড়ান্ত অনুমোদনসহ প্রয়োজনীয় অনুদান বরাদ্দের জন্য সামরিক ভূমি ও ক্যান্টনমেন্ট অধিদপ্তরে প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে।

আলোচ্যবিষয়-৫: ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত বাজেট অনুমোদনের বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত।

আলোচনা: ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের ২০২০-২০২১ আর্থিক সালের প্রস্তাবিত বাজেটটি ক্যান্টনমেন্টস একাউন্ট কোডের চ্যাপ্টার-৫ এর ধারা ১৬ হতে ১৮ এবং ১৯৬৬ সালের বাজেট রুলে বর্ণিত বিধি বিধানের আলোকে প্রস্তুত করা হয়েছে। প্রস্তাবিত বাজেটে বোর্ডের ব্যয়ের তুলনায় আয় সীমিত বিধায় ব্যয়ের খাতসমূহের টাকার পরিমাণ যতটুকু সম্ভব হ্রাস করে বাস্তবভিত্তিকভাবে ২০২০-২০২১ আর্থিক সালের ব্যয়ের বাজেটে প্রস্তাব রাখা হয়েছে। ২০২০-২০২১ আর্থিক সালের বাজেটে বোর্ডের স্থানীয় আয় হতে সম্ভাব্য আয় ধরা হয়েছে ৩৩,১২,৬৯,০০০/- (তেত্রিশ কোটি বার লক্ষ উনসত্তর হাজার) টাকা, প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য অনুদান চাওয়া হয়েছে ৬৫,৬৪,৫০,০০০/- (পঁয়ষট্টি কোটি চৌষট্টি লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা এবং বেতন ভাতা, নৈমিত্তিক, সংস্কার মেরামত ও পেনশন বাবদ ঘাটতি ৪২,৩৪,৫০,০০০/- (বিয়াল্লিশ কোটি চৌত্রিশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা, এবং প্রারম্ভিক জের মোট ৪,৩৭,৪৯,০০০/- (চার কোটি সাইত্রিশ লক্ষ উনপঞ্চাশ হাজার) টাকাসহ সর্বমোট (৩৩,১২,৬৯,০০০/- + ৬৫,৬৪,৫০,০০০/- + ৪২,৩৪,৫০,০০০/- + ৪,৩৭,৪৯,০০০/-) =১৪৫,৪৯,১৮,০০০/- (একশত পঁয়তাল্লিশ কোটি উনপঞ্চাশ লক্ষ আঠার হাজার) টাকা আয়ের প্রস্তাব রাখা হয়েছে। অপরদিকে বোর্ডের কর্মকর্তা/কর্মচারী/ডাক্তার/নার্স/শিক্ষক/শিক্ষিকাদের বেতন ভাতা বাবদ ৪১,৩৭,২৪,০০০/- (একচল্লিশ কোটি সাইত্রিশ লক্ষ চব্বিশ হাজার) টাকা, নৈমিত্তিক ব্যয় বাবদ ১৬,৯৯,১৫,০০০/- (ষোল কোটি নিরানব্বই লক্ষ পঁনের হাজার) টাকা, সংস্কার মেরামত বাবদ ৫,৩০,০০,০০০/- (পাঁচ

কোটি ত্রিশ লক্ষ) টাকা, উন্নয়ন প্রকল্প বাবদ ৬৫,৬৪,৫০,০০০/- (পঁয়ষট্টি কোটি চৌষট্টি লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা, রজনীগন্ধা সাবস্টেশন নির্মাণের জন্য দোকানদারদের নিকট হতে ১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ) টাকা, বাই-সাইকেল/গৃহ নির্মাণ ঋণ বাবদ ১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ) টাকা ও পেনশন বাবদ ১০,৬১,৭২,০০০/- (দশ কোটি একষট্টি লক্ষ বাহাত্তর হাজার) টাকা এবং সমাপণী জের ৫,৩৬,৫৭,০০০/- (পাঁচ কেটি ছত্রিশ লক্ষ সাতান্ন হাজার) টাকাসহ সর্বমোট (৪১,৩৭,২৪,০০০+ ১৬,৯৯,১৫,০০০/- + ৫,৩০,০০,০০০/- + ৬৫,৬৪,৫০,০০০/- + ১০,০০,০০০/- + ১০,০০,০০০/- + ১০,৬১,৭২,০০০/- + ৫,৩৬,৫৭,০০০/-) = ১৪৫,৪৯,১৮,০০০/- (একশত পঁয়তাল্লিশ কোটি উনপঞ্চাশ লক্ষ আঠার হাজার) টাকা ব্যয়ের প্রস্তাব রাখা হয়েছে। বাজেটে প্রদর্শিত বেতন ভাতা, নৈমিত্তিক, সংস্কার মেরামত, পেনশন বাবদ ঘাটতি ৪২,৩৪,৫০,০০০/- (বিয়াল্লিশ কোটি চৌত্রিশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা এবং উন্নয়ন প্রকল্প বাবদ ৬৫,৬৪,৫০,০০০/- (পঁয়ষট্টি কোটি চৌষট্টি লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা আর্থিক আনুকূল্য ও প্রশাসনিক সহায়তার জন্য ও উল্লেখিত বাজেট অনুমোদনের জন্য সামরিক ভূমি ও ক্যান্টনমেন্ট অধিদপ্তরে প্রস্তাব প্রেরণ করা যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত: বিস্তারিত আলোচনান্তে ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের ২০২০-২০২১ আর্থিক সালে ৬৫,৬৪,৫০,০০০/- (পঁয়ষট্টি কোটি চৌষট্টি লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকার উন্নয়ন প্রকল্পসহ ১৪৫,৪৯,১৮,০০০/- (একশত পঁয়তাল্লিশ কোটি উনপঞ্চাশ লক্ষ আঠার হাজার) টাকার প্রস্তাবিত বাজেট এবং ডিওএইচএস সমূহের প্রকল্প বাবদ ৩,১৬,০০,০০০/- (তিন কোটি ষোল লক্ষ) টাকার বাজেট অনুমোদন করা হলো। প্রতিষ্ঠানিক ব্যয় নির্বাহের লক্ষ্যে সাধারণ অনুদান বাবদ ৪২,৩৪,৫০,০০০/- (বিয়াল্লিশ কোটি চৌত্রিশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা এবং উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ৬৫,৬৪,৫০,০০০/- (পঁয়ষট্টি কোটি চৌষট্টি লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকাসহ সর্বমোট ১০৭,৯৯,০০,০০০/- (একশত সাত কোটি নিরানব্বই লক্ষ) টাকার অনুদান বরাদ্দসহ প্রস্তাবিত বাজেট চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য সামরিক ভূমি ও ক্যান্টনমেন্ট অধিদপ্তরে প্রেরণ করতে হবে।

আলোচ্যবিষয়-৬: জুন, ২০২০ মাসের স্বাস্থ্য প্রতিবেদন অবলোকন।

আলোচনা: স্টেশন হেলথ্ অর্গানাইজেশন, ঢাকা সেনানিবাস কর্তৃক প্রস্তুতকৃত স্বাস্থ্য প্রতিবেদন পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ঢাকা সেনানিবাস এলাকায় স্বাস্থ্যগত পরিবেশ-সন্তোষজনক। সঠিক স্বাস্থ্যগত পরিবেশ ও পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার জন্য ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড কর্তৃক প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। সকলকে বাংলাদেশ আর্মি আদেশ ০৩/৯৬ কঠোরভাবে পালন করার জন্য উক্ত প্রতিবেদনে পরামর্শ দেয়া হয়। স্টেশন সদর দপ্তর, ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড ও ষ্টেশন হেলথ অর্গানাইজেশন, ঢাকা কর্তৃক দৈনিক, মাসিক ও বিশেষ কর্মসূচীর মাধ্যমে ঢাকা সেনানিবাসের সকল এলাকায় নিয়মিত ভাবে মশা, মাছি ও কীটপতঙ্গ নিধনকারী ঔষধ ছিটানো হচ্ছে। এসবিএও ০৩/৯৬ অনুযায়ী ইউনিট/সংস্থান নিজস্ব এলাকায় এ্যন্টি ম্যালেরিয়া কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য উক্ত প্রতিবেদনে পরামর্শ দেয়া হয়। অতিমারী করোনার (কোভিড-১৯) কারণে ঢাকা সেনানিবাসে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, উন্মুক্ত রাস্তায় নিয়মিত ব্লিচিং পাউডার ছিটানো ও স্বাস্থ্য সম্মত পরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডসহ সেনানিবাসে অন্যান্য সংস্থা নিরবচ্ছিন্নভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এছাড়াও ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড, স্টেশন সদর দপ্তর ও স্টেশন হেলথ অর্গানাইজেশন এডিস মশার লার্ভা নিধনে নিয়মিত কার্যক্রম পরিচালনা করছে বলে সভায় অবহিত করা হয়।

সিদ্ধান্ত: সেনানিবাসের সার্বিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা নিয়মিত তদারকি করতে হবে এবং মশা-মাছি ও কীট পতঙ্গ দমন কার্যক্রম নিয়মিত পরিচালনা করতে হবে।

আলোচ্যবিষয়-৭: ঢাকা সেনানিবাসস্থ নিম্নবর্ণিত ফ্ল্যাটসমূহ বিক্রয়/হস্তান্তরের অনুমতি বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্তঃ

ক্র নং	প্লট/ফ্ল্যাট নম্বর ও এলাকার নাম	বিক্রেতা/দাতা/ আবেদনকারীর নাম ও ঠিকানা এবং আবেদনের তারিখ	ক্রেতা/গ্রহীতার নাম ও ঠিকানা	ডিজিএফআইএর ছাড়পত্র নম্বর ও তারিখ/ ডিক্লারেশন অব হেবা	সেনাসদরের ছাড়পত্র	মন্তব্য
১.	প্লট নং-১৫/সি, ফ্ল্যাট নং-২/বি (২য় তলা দক্ষিণ-পশ্চিম),রোড নং-২, ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকা, ঢাকা সেনানিবাস।	জনাব মুহাম্মদ ফারুক খান স্বয়ং এবং কানতারা খালেদা খান ও কারীনা খালেদা খান এর পক্ষে নিযুক্তীয় আম-মোক্তার, বাড়ী নং-১৫/সি, ফ্ল্যাট নং-২বি, রোড নং-০২, ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকা, ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা-১২০৬। তারিখ-১৭/২/২০২০	মিসেস আসিফা বেগম চৌধুরী স্বামী- মেজর জেনারেল মিয়া মোহাম্মদ জয়নুল আবেদীন, বিবি, ওএসপি, পিএসসি (অবঃ) বর্তমান ঠিকানা-বাসা নং-৬এ,নক্ষত্র, শহীদ বাশার রোড, ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা-১২০৬। স্থায়ী ঠিকানা-বাসা নং-৪৮৫/বি, রোড নং-৮/বি (পূর্ব) ডিওএইচএস বারিধারা, ঢাকা সেনানিবাস ঢাকা-১২০৬।	২৫/০৬/২০২০ তারিখের ২৩.০১.৯০১.৮০০.০২.১২১.০১.১৯৬৭.২৫.০৬.২০ নং পত্র।	তাং-৭/৪/২০২০ নং-৩৯১৭/১/ক্যান্টবোর্ড-ঢাকা/এম কিউ-২/ফ্ল্যাট ক্রয়/ বিক্রয়	ফ্ল্যাটের আয়তন ৩৪২৫ বঃফুঃ ০১ টি ফ্ল্যাট, নিচতলায় ০২টি কার পার্কিং এবং আনুপাতিক হারে অবিভক্ত/ অচিহ্নিত জমিসহ। উক্ত প্লটে অননুমোদিত নির্মান ও বরাদ্দের অতিরিক্ত জমি দখলে নেই।

২.	প্লট নং-৬৬/এ, ফ্ল্যাট নং-বি/২ (৩য় তলা পশ্চিম), রোড নং-৭ (নাজির রোড) ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকা, ঢাকা সেনানিবাস।	রোকসানা আমজাদ, স্বামী-ব্রিগেঃ জেনাঃ মোঃ আমজাদ হোসেন ফকির (অবঃ), বাড়ী নং-৫৬, ফ্ল্যাট নং-এ৩, এ৪, রোড নং-৭, ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকা, ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা-১২০৬ তারিখ-০৭/৭/২০১৯	সার্জেন্ট (অবঃ) মোঃ শরিফ উদ্দীন, পিতা-মোঃ আব্দুল গণি মন্ডল, বর্তমান ঠিকানাঃ বাড়ী নং-৬৬/এ, ফ্ল্যাট নং-বি/২ (৩য় তলা পশ্চিম) রোড নং-৭ (নাজির রোড), ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকা, ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা-১২০৬।	১৬/০৩/২০২০ তারিখের ২৩.০১.৯০১.৮০০.০২.০২২.০৪.১৫.০৩.২০ নং পত্র।	তাং-৪/৯/২০১৯ নং-৩৯১৭/১/ক্যান্টবোর্ড-ঢাকা/এমকিউ-২/ফ্ল্যাট ক্রয়/বিক্রয়	ফ্ল্যাটের আয়তন ১৯৩০ বঃফুঃ ০১ টি ফ্ল্যাট, নিচতলায় ০১টি কার পার্কিং এবং আনুপাতিক হারে অবিভক্ত/অচিহ্নিত জমিসহ। উক্ত প্লটের সম্মুখে ৪৬১ বর্গফুট বরাদ্দের অতিরিক্ত জায়গায় ফুলের বাগান তৈরী করা হয়েছে।
৩	প্লট নং-২৬ ফ্ল্যাট নং-৪/সি (৪র্থ তলা দক্ষিণ), রোড নং-৪, ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকা, ঢাকা সেনানিবাস।	লেঃ কর্নেল লুৎফর রহমান মোল্লা (অবঃ), পিতা-মরহুম ইসমাইল, বাড়ী নং-২৬, ফ্ল্যাট নং-৪/সি, রোড নং-৪, ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকা, ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা-১২০৬ তারিখ-১৮/১০/২০১৮	তাসনিয়া রহমান স্বামী-আহমেদ এডি হাউজ নং-২৪৮, রোড নং-১৮, মহাখালী ডিওএইচএস, ঢাকা সেনানিবাস	ডিক্লারেশন অব হেবা		ফ্ল্যাটের আয়তন ১৯২৫ বঃ ফুঃ ০১ টি ফ্ল্যাট, নিচতলায় ০১টি কার পার্কিং এবং আনুপাতিক হারে অবিভক্ত/অচিহ্নিত জমিসহ)। উক্ত প্লটে বরাদ্দের অতিরিক্ত জমি নেই।

আলোচনা:

৭(১) **প্লট# ১৫/সি, রোড #২, ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকা, ঢাকা সেনানিবাস, জমির পরিমাণঃ ৮৭৬০ বর্গফুট, (১২.১৬ কাঠা), ০৭ (সাত) তলা ভবন, ফ্ল্যাট সংখ্যাঃ ১২ টি।**

৩৪২৫ বঃফুঃ বিশিষ্ট ২/বি(২য় তলা দক্ষিণ-পশ্চিম) নং ফ্ল্যাট, ০২টি কার পার্কিং ও আনুপাতিকহারে অবিভক্ত/অচিহ্নিত জমিসহ বিক্রয়/হস্তান্তরের অনুমতি।

ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার ২ নং রোডে ১৫/সি নং প্লটে নির্মিত ০৭(সাত) তলা বাড়ীর ২য় তলার দক্ষিণ-পশ্চিম পার্শ্বের ৩৪২৫ বর্গফুট আয়তন বিশিষ্ট ২/বি নং ফ্ল্যাট, নিচতলায় ২টি কারপার্কিং এবং আনুপাতিকহারে অবিভক্ত/অচিহ্নিত জমি ও বিদ্যমান অন্যান্য সকল সুবিধাদিসহ মালিক (১) জনাব মুহাম্মদ ফারুক খান, পিতা- মৃত সিরাজুল করিম খান, (২) কানতারা খালেদা খান ও (৩) কারীনা খালেদা খান, উভয়ের পিতা-জনাব মুহাম্মদ ফারুক খান। উক্ত ফ্ল্যাটটি মিসেস আসিফা বেগম চৌধুরী, স্বামী-মেজর জেনারেল মিয়া মোহাম্মদ জয়নুল আবেদীন, বিবি, ওএসপি, পিএসসি (অবঃ) এর নিকট বিক্রয়/হস্তান্তরের অনুমতি চেয়ে জনাব মুহাম্মদ ফারুক খান স্বয়ং এবং কানতারা খালেদা খান ও কারীনা খালেদা খান এর পক্ষে নিযুক্তীয় আম-মোক্তার ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে অত্র দপ্তরে আবেদন করেন। উক্ত আবেদনের প্রেক্ষিতে অত্র দপ্তরের ১০ মার্চ ২০২০ তারিখের ২৩.২২.৭০০১.০১৬.০৫.০০৫.২০২০.প্ল.১৫সি.ফ্ল্যা.২বি-৩২.৪১৫ নং পত্রে সেনাসদর, কিউএমজি'র শাখা, এমএন্ডকিউ পরিদপ্তর, ঢাকা সেনানিবাসের অনাপত্তি ছাড়পত্রের জন্য প্রেরণ করা হলে সেনাসদর, কিউএমজি'র শাখা, এমএন্ডকিউ পরিদপ্তর, ঢাকা সেনানিবাস ৭ এপ্রিল ২০২০ তারিখের ৩৯১৭/১/কান্টবোর্ড-ঢাকা/এমকিউ-২/ফ্ল্যাটক্রয়/বিক্রয় নং পত্রে ফ্ল্যাটটি বিক্রয়/হস্তান্তরের অনাপত্তি ছড়পত্র প্রদান করে। পরবর্তীতে প্রস্তাবিত ক্রেতার অনুকুলে নিরাপত্তা ছাড়পত্র প্রদানের অত্র দপ্তরের ০৩ জুন ২০২০ তারিখের ২৩.২২.৭০০১.০১৬.০৫.০০৫.২০২০.প্ল.১৫সি. ফ্ল্যা.২বি-৫২১ নং পত্রে সদরদপ্তর, প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তর, ঢাকা সেনানিবাস কে অনুরোধ করা হলে ডিজিএফআই, ঢাকা সেনানিবাস কর্তৃক ২৫ জুন ২০২০ তারিখে ২৩.০১.৯০১.৮০০.০২.১২১.০১.১৯৬৭.২৫০৬. ২০ নং পত্রে প্রস্তাবিত ক্রেতার অনুকূলে নিরাপত্তা ছাড়পত্র প্রদান করা হয়েছে। উক্ত প্লটে বরাদ্দের অতিরিক্ত জমি নেই।

৭(২) **প্লট# ৬৬/এ, রোড #৭(নাজির রোড), ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকা, ঢাকা সেনানিবাস, জমির পরিমাণঃ ৫৪৪৫ বর্গফুট, (৭.৫৬ কাঠা), ০৬ (ছয়) তলা ভবন, ফ্ল্যাট সংখ্যাঃ ১০ টি।**

১৯৩০ বঃফুঃ বিশিষ্ট বি/২ (৩য় তলা পশ্চিম) নং ফ্ল্যাট, নিচতলায় ০২টি কার পার্কিং ও আনুপাতিকহারে অবিভক্ত/অচিহ্নিত জমিসহ বিক্রয়/হস্তান্তরের অনুমতি।

ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার ৫৪৪৫ বর্গফুট বা ৭.৫৬ কাঠা জমি বিশিষ্ট ৬৬/এ নং প্লটে নির্মিত ০৬(ছয়) তলা বাড়ীর ৩য় তলার পশ্চিম পার্শ্বের ১৯৩০ বর্গফুট আয়তন বিশিষ্ট বি/২ নং ফ্ল্যাট, নিচতলায় ১টি কারপার্কিং এবং আনুপাতিকহারে অবিভক্ত/অচিহ্নিত জমি ও বিদ্যমান অন্যান্য সকল সুবিধাদিসহ মালিক মিসেস রোকসানা আমজাদ, স্বামী-ব্রিগেঃ জেনাঃ মোঃ আমজাদ হোসেন ফকির (অবঃ)। উক্ত ফ্ল্যাটটি জনাব মোঃ শরিফ উদ্দীন, পিতা-মোঃ আব্দুল গণি মন্ডল , স্থায়ী ঠিকানা- গ্রাম-কমলাকান্তপুর, পোঃ-রাণীহাটি, থানা-শিবগঞ্জ, জেলা-চাপাইনবাবগঞ্জ এর নিকট বিক্রয়/হস্তান্তরের অনুমতি চেয়ে মিসেস রোকসানা আমজাদ, স্বামী-ব্রিগেঃ জেনাঃ মোঃ

আমজাদ হোসেন ফকির (অবঃ) ৭ জুলাই ২০১৯ তারিখে অত্র দপ্তরে আবেদন করেন। উক্ত আবেদনের প্রেক্ষিতে সেনাসদর, কিউএমজি'র শাখা, এমএন্ডকিউ পরিদপ্তর, ঢাকা সেনানিবাসের অনাপত্তি ছাড়পত্র গ্রহনের নিমিত্ত অত্র দপ্তরের ০৬ আগস্ট ২০১৯ তারিখের ঢাক্যাবো/ক্যাঃবাঃএঃ/প্লট নং-৬৬/এ/ফ্ল্যাট নং-বি/২/(৩য় তলার পশ্চিম)/৬৬ নং পত্র প্রেরণ করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে সেনাসদর, কিউএমজি'র শাখা, এমএন্ডকিউ পরিদপ্তর, ঢাকা সেনানিবাস কর্তৃক ০৪ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখের ৩৯১৭/১/ক্যান্টবোর্ড-ঢাকা/এমকিউ-২/ফ্ল্যাট ক্রয়/বিক্রয় নং পত্রে অনাপত্তি ছাড়পত্র প্রদান করে। পরবর্তীতে প্রস্তাবিত ক্রেতার অনুকুলে নিরাপত্তা ছাড়পত্র প্রদানের জন্য অত্র দপ্তরের ০৯ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখের ২৩.২২.৭০০১.০১৬.০৫.০০৫.০৭.প্ল.৬৬এ.ফ্ল্যা.বি২-১১০ নং পত্রে সদরদপ্তর, প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তর, ঢাকা সেনানিবাস কে অনুরোধ করা হলে ডিজিএফআই, ঢাকা সেনানিবাস কর্তৃক ১৫ মার্চ ২০২০ তারিখের ২৩.০১.৯০১.৮০০.০২.০২২.০৪.১৫.০৩.২০ নং পত্রে প্রস্তাবিত ক্রেতার অনুকূলে নিরাপত্তা ছাড়পত্র প্রদান করা হয়েছে। নথি দৃষ্টে দেখা যায়, উক্ত প্লটের সম্মুখে ৪৬১ বর্গফুট বরাদ্দের অতিরিক্ত জায়গায় ফুলের বাগান তৈরী করে রেখেছে। এমতাবস্থায় উক্ত ফ্ল্যাটটি বিক্রয়/হস্তান্তরের অনুমতির বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত।

৭(৩) **প্লট# ২৬, রোড #৪, ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকা, ঢাকা সেনানিবাস, জমির পরিমাণঃ ৫৪৪৫ বর্গফুট, (৭.৫৬ কাঠা), ০৬ (ছয়) তলা ভবন, ফ্ল্যাট সংখ্যাঃ ১৫ টি।**

১৯২৫ বঃফুঃ বিশিষ্ট ৪/সি (৪র্থ তলা দক্ষিণ) নং ফ্ল্যাট, নিচ তলায় ০১টি কার পার্কিং(পার্কিং নং-১৪) ও আনুপাতিকহারে অবিভক্ত/অচিহ্নিত জমিসহ হেবা/দানের অনুমতি।

ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার ৪ নং রোডে ২৬ নং প্লটে নির্মিত ০৬(ছয়) তলা বাড়ীর ৪র্থ তলার দক্ষিণ পার্শ্বের ১৯২৫ বর্গফুট আয়তন বিশিষ্ট ৪/সি/এ নং ফ্ল্যাট, নিচতলায় ১টি কারপার্কিং এবং আনুপাতিকহারে অবিভক্ত/অচিহ্নিত জমি ও বিদ্যমান অন্যান্য সকল সুবিধাদিসহ ক্রয়সূত্রে মালিক লেঃ কর্ণেল লুৎফর রহমান মোল্লা (অবঃ), পিতা-মরহুম মোঃ ইসমাইল। তিনি উক্ত ফ্ল্যাটটি তাঁর মেয়ে তাসনিয়া রহমান, স্বামী-আহমেদ এডি, হাউজ নং-২৪৮, রোড নং-১৮, মহাখালী ডিওএইচএস, ঢাকা সেনানিবাস কে হেবা/দান করার অনুমতি চেয়ে ১৮ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে অত্র দপ্তরে আবেদন করেছেন। আবেদনের প্রেক্ষিতে ০৭ জানুয়ারি, ২০১৯ তারিখে ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডে দাতা এবং গ্রহীতার শুনানী গ্রহণ করা হয়। অত্র দপ্তরের ৩০ জানুয়ারি ২০১৯ তারিখের ঢাক্যাবো/ক্যাঃবাঃএঃ/প্লট নং-২৬/ফ্ল্যাট নং-সি/৭১ নং পত্রে প্রস্তাবিত হেবা গ্রহীতার নিরাপত্তা ছাড়পত্র প্রদানের জন্য সদরদপ্তর, প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তর, ঢাকা সেনানিবাসে প্রেরণ করা হয়। উক্ত পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে সদরদপ্তর, প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তর কর্তৃক হেবা/দানের বিষয়ে অদ্যাবধি কোন মতামত প্রদান করেননি। উল্লেখ্য ইতোপূর্বে হেবা/দানের ক্ষেত্রে সদরদপ্তর, প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তর, ঢাকা সেনানিবাসে পত্র প্রেরণ করা হয়নি। উক্ত প্লটে বরাদ্দের অতিরিক্ত জমি নেই। এমতাবস্থায় উক্ত ফ্ল্যাটটি হেবা/দান করার অনুমতির বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত।

সিদ্ধান্ত: বিস্তারিত আলোচনান্তে ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার প্রস্তাবিত ফ্ল্যাটগুলো নিম্নবর্ণিতভাবে বিক্রয়/হস্তান্তরের অনুমতি প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলোঃ-

ক্রনং	ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকা প্লট/ফ্ল্যাট নম্বর	বিক্রেতা/দাতা/ আবেদনকারীর নাম	ক্রেতা/গ্রহীতার নাম	সিদ্ধান্ত
১.	প্লট নং-১৫/সি, ফ্ল্যাট নং-২/বি (২য় তলা দক্ষিণ-পশ্চিম),রোড নং-২,	জনাব মুহাম্মদ ফারুক খান স্বয়ং এবং কানতারা খালেদা খান ও কারীনা খালেদা খান এর পক্ষে নিযুক্তীয় আম-মোক্তার।	মিসেস আসিফা বেগম চৌধুরী স্বামী- মেজর জেনারেল মিয়া মোহাম্মদ জয়নুল আবেদীন, বিবি, ওএসপি, পিএসসি (অবঃ)	প্রস্তাবিত ক্রেতার অনুকূলে বিক্রয়/ হস্তান্তরের অনুমতি প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।
২.	প্লট নং-৬৬/এ, ফ্ল্যাট নং-বি/২ (৩য় তলা পশ্চিম), রোড নং-৭ (নাজির রোড)	রোকসানা আমজাদ, স্বামী-ব্রিগেঃ জেনাঃ মোঃ আমজাদ হোসেন ফকির (অবঃ)	সার্জেন্ট (অবঃ) মোঃ শরিফ উদ্দীন পিতা-মোঃ আব্দুল গণি মন্ডল	উক্ত প্লটের সম্মুখে ৪৬১ বর্গফুট জায়গায় নির্মিত ফুলের বাগানের স্থান ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের প্রয়োজনে ছেড়ে দিতে বাধ্য থাকবেন মর্মে ফ্ল্যাট বিক্রেতা/ক্রেতা কর্তৃক হলফনামা দাখিল সাপেক্ষে বিক্রয়/ হস্তান্তরের অনুমতি প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।
৩.	প্লট নং-২৬ ফ্ল্যাট নং-৪/সি (৪র্থ তলা দক্ষিণ), রোড নং-৪	লেঃ কর্ণেল লুৎফর রহমান মোল্লা (অবঃ), পিতা-মরহুম ইসমাইল	তাসনিয়া রহমান স্বামী-আহমেদ এডি	বিধি মোতাবেক আইন উপদেষ্টার মতামত গ্রহণ সাপেক্ষে হেবা/দানের অনুমতি প্রদান করা হলো।

আলোচ্যবিষয়-৮: ঢাকা সেনানিবাসস্থ নিম্নবর্ণিত ফ্ল্যাটসমূহ নামজারীর অনুমতির বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্তঃ

ক্র নং	প্লট/ফ্ল্যাট নম্বর ও এলাকার নাম	বিক্রেতা/দাতার নাম ও ঠিকানা	গ্রহীতা/ক্রেতার নাম, ঠিকানা ও আবেদনের তারিখ	ডিজিএফআইএর ছাড়পত্র/রেজিস্ট্রিকৃত হেবাদলিলমূলে	বিক্রয়/হস্তান্তর অনুমতি পত্রের নং ও তারিখ	মন্তব্য
১.	প্লট নং-০৯, ফ্ল্যাট নং-ডি/৪ (৫ম তলা)), রোড নং-০৪, ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকা, ঢাকা সেনানিবাস।	শেখ শামীমা বেগম শেলী, স্বামী-শেখ মনিরুল ইসলাম, বর্তমান ঠিকানা-বাসা নং-৯, রোড নং-০১, ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকা, ঢাকা সেনানিবাস	জনাব তানভির আহমেদ তানজীল, পিতা- সোলায়মান সরকার (২) শামিম আরা খান স্বামী-তানভির আহমেদ তানজীল বাড়ী নং-৯, ফ্ল্যাট নং-ডি/৪, ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকা, ঢাকা সেনানিবাস। তারিখ-১০/৩/২০২০ ইং।	০৫/০৮/২০১৯ তারিখের ২৩.০১.৯০১.৮০০.০৩.০২৮.০১.০৫.০৮.১৯. নং পত্র।	০৭/০৮/২০১৯ তারিখের ঢাক্যাবো/ক্যাঃবাঃএঃ/প্লট নং-৯/ফ্ল্যাট নং-ডি/৪(৫ম তলা)/৭৬ নং পত্র।	ফ্ল্যাটের আয়তন ২১০২ বঃফুঃ ০১টি ফ্ল্যাট, নিচতলায় ০১ (এক) টি কারপার্কিং এবং আনুপাতিকহারে অবিভক্ত/ অচিহ্নিত জমিসহ। উক্ত প্লটে অননুমোদিত নির্মান নেই এবং বরাদ্দের অতিরিক্ত জমি দখল নেই।

আলোচনা: **প্লট# ৯, রোড #১, ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকা, ঢাকা সেনানিবাস, জমির পরিমাণঃ ১০৮৯০ বর্গফুট, (১৫.১২৫ কাঠা), ০৬ (ছয়) তলা ভবন, ফ্ল্যাট সংখ্যাঃ ২০ টি।**
২১০২ বঃফুঃ বিশিষ্ট ডি/৪ (৫ম তলার উত্তর-পশ্চিম) নং ফ্ল্যাট, নিচতলায় ০১টি কার পার্কিং ও আনুপাতিকহারে অবিভক্ত/অচিহ্নিত জমিসহ নামজারীর অনুমতি।

ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার ১০৮৯০ বর্গফুট বা ১৫.১২৫ কাঠা জমি বিশিষ্ট ০৯ নং প্লটে নির্মিত ০৬(ছয়) তলার বাড়ীর ৫ম তলার উত্তর-পশ্চিম পার্শ্বের ২১০২ বর্গফুট আয়তন বিশিষ্ট ডি/৪ নং ফ্ল্যাট, নীচতলায় ০১(এক)টি কারপার্কিং স্থান, আনুপাতিকহারে অবিভক্ত/অচিহ্নিত জমি এবং অন্যান্য সাধারণ সুবিধাদিসহ (১) জনাব তানভির আহমেদ তানজীল, পিতা-সোলায়মান সরকার ও (২) শামিম আরা খান, পিতা-শাহীন খান এর নিকট বিক্রয়/হস্তান্তরের নিমিত্ত অত্র দপ্তরের ০৭ আগস্ট ২০১৯ তারিখের ঢাক্যাবো/ক্যাঃবাঃএঃ/প্লট নং-৯/ফ্ল্যাট নং-ডি/৪(৫ম তলা)/৭৬ নং পত্রে হস্তান্তর অনুমতি এবং একই তারিখের ঢাক্যাবো/ক্যাঃবাঃএঃ/প্লট নং-৯/ফ্ল্যাট নং-ডি/৪(৫ম তলা)/৯০ নং পত্রে রেজিস্ট্রি দলিল সম্পাদন করার অনুমতি প্রদান করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে (১) জনাব তানভির আহমেদ তানজীল, পিতা-সোলায়মান সরকার ও (২) শামিম আরা খান, পিতা-শাহীন খান উক্ত ফ্ল্যাটটির রেজিস্ট্রি দলিল সম্পাদন করে তাঁদের নামে নামজারী করার জন্য ১০ মার্চ ২০২০ তারিখে অত্র দপ্তরে আবেদন করেছেন। উক্ত প্লট বরাদ্দের অতিরিক্ত জমি নেই।

সিদ্ধান্ত: বিস্তারিত আলোচনান্তে ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার ৯ নং প্লটে নির্মিত বাড়ীর ৫ম তলার উত্তর-পশ্চিম পার্শ্বের ২১০২ বর্গফুট আয়তন বিশিষ্ট ডি/৪ নং ফ্ল্যাট, নীচতলায় ০১(এক)টি কারপার্কিং স্থান, আনুপাতিকহারে অবিভক্ত/অচিহ্নিত জমি এবং অন্যান্য সাধারন সুবিধাদিসহ রজিস্ট্রি দলিলমূলে ক্রেতা (১) জনাব তানভির আহমেদ তানজীল, পিতা-সোলায়মান সরকার ও (২) শামিম আরা খান, পিতা-শাহীন খান এর যৌথনামে অবিভক্ত ও অচিহ্নিত অবস্থায় নামজারীর সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

আলোচ্যবিষয়-৯: ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার ৩৮০০ বর্গফুট বা ৫.২৭ কাঠা জমি বিশিষ্ট ১০/এ নং প্লট ও প্লটে নির্মিত বাড়ীর ইজারা বাতিল প্রসংগে।

আলোচনা: ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার 'সি' শ্রেণীভুক্ত ৩৮০০ বর্গফুট বা ৫.২৭ কাঠা জমি বিশিষ্ট ১০/এ নং প্লট ও প্লটে নির্মিত বাড়ীর ইজারা বাতিলের বিষয়টি ৩১ জুলাই ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ডসভার আলোচ্যবিষয়-৭ এর মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলে বোর্ড নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত করেঃ

৭.১: ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার ৩৮০০ বর্গফুট বা ৫.২৭ কাঠা আয়তন বিশিষ্ট ১০/এ প্লট বিধি বর্হিভুতভাবে ইজারা প্রদান করায় ইজারা বাতিলসহ ডাঃ সালেহা বেগম, স্বামী-ক্যাপ্টেন আঃ মাজেদ এর নামে নামজারী বাতিল করায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

৭.২: ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার ১০/এ নং প্লটটির ইজারা প্রক্রিয়ার চুক্তি সম্পাদন, পরবর্তীতে নাবালক দেখিয়ে হস্তান্তরসহ ইজারা প্রক্রিয়া বিধি বহির্ভুত হওয়ায় লীজ বাতিলের কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

উক্ত বোর্ডসভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ৯ মার্চ ১৯৯৩ তারিখের ঢাক্যাবো/ক্যাঃআঃএঃ/১০-এ/৫০ নং পত্রে ডাঃ মিসেস সালেহা বেগম, স্বামী-ক্যাপ্টেন আঃ মাজেদ এর নামে নামজারি আদেশ অত্র দপ্তরের ২৫ মার্চ ২০২০ তারিখের ২৩.২২.৭০০১.০১৬.০৫. ০০৫.৮৭.প্ল.১০এ-১৬১-৪৬৩ নং পত্রে বাতিল করা হয়। পরবর্তীতে প্লটটির ইজারা প্রক্রিয়ার চুক্তি সম্পাদন, পরবর্তীতে নাবালক দেখিয়ে হস্তান্তরসহ ইজারা প্রক্রিয়া বিধি বহির্ভূত হওয়ায় লীজ বাতিলপূর্বক ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের অধীনে প্রত্যাবর্তনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য মহাপরিচালক, সামরিক ভূমি ও ক্যান্টনমেন্ট অধিদপ্তর, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা সেনানিবাসে অত্র দপ্তরের ০৩ মে ২০২০ তারিখের ২৩.২২.৭০০১.০১৬.০৫.০০৫.৮৭. প্ল.১০এ-৪৭৩ নং পত্র প্রেরণ করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে সামরিক ভূমি ও ক্যান্টনমেন্ট অধিদপ্তর, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা সেনানিবাস কর্তৃক ১০ মে ২০২০ তারিখের ২৩.২২.০০০০.০১৪.৩৬.৬৮৯.২০-৪২১ নং পত্রে ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার ১০/এ নং প্লট ও প্লটে নির্মিত বাড়ির ইজারা অনিয়মতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সম্পন্নের প্রেক্ষিতে তা বাতিলের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য সচিব, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, গণভবন কমপ্লেক্স, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-কে অনুরোধ করেন। এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সামরিক ভূমি ও ক্যান্টনমেন্ট অধিদপ্তর, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা সেনানিবাস ১৮ জুন ২০২০ তারিখের ২৩.২২.০০০০.০১৪.৩৬.৬৮৯.২০-৫১২(সং) নং পত্রের সাথে প্রাপ্ত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, গণভবন কমপ্লেক্স, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা কর্তৃক ১৪ জুন ২০২০ তারিখের ২৩.০০.০০০০.০৯০.৪১.০৩২.২০-১২৬ নং পত্রে ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার ৩৮০০ বর্গফুট বা ৫.২৭ কাঠা জমি বিশিষ্ট ১০/এ নম্বর প্লট ও প্লটে নির্মিত বাড়ির ইজারা বাতিলকরণে সরকার সদয় সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন। এমতাবস্থায় উক্ত প্লট ও প্লটে নির্মিত বাড়ী ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের দখলে আনাসহ ব্যবহারের বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত।

সিদ্ধান্ত: বিস্তারিত আলোচনান্তে ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার ৩৮০০ বর্গফুট বা ৫.২৭ কাঠা জমি বিশিষ্ট ১০/এ নং প্লট ও প্লটে নির্মিত বাড়ীর ইজারা সরকার কর্তৃক বাতিল করায় উক্ত প্লট ও প্লটে নির্মিত বাড়ী ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের দখলে আনার প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

আলোচ্যবিষয়-১০: ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার ৫৪৪৫ বর্গফুট বা ৭.৫৬ কাঠা জমি বিশিষ্ট ৪৯/সি-১ নং প্লট ও প্লটে নির্মিত বাড়ীর প্লট মালিকের অংশের ০৮(আট) টি ফ্ল্যাট, ০৯(নয়) টি কারপার্কিং স্থান এবং আনুপাতিকহারে অবিভক্ত/অচিহ্নিত জমিসহ বেচা/বিক্রি/হস্তান্তর এবং অন্যান্য কার্যালী সম্পাদনের নিমিত্ত তাঁর ভাতিজাকে ব্যাপক ক্ষমতাসম্পন্ন আম-মোক্তার নিয়োগের অনুমতির বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত।

আলোচনা: ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার ১০ নং সড়কে ৪৪৮৮.৫০ বর্গফুট বা ৬.২৩ কাঠা আয়তন বিশিষ্ট ৪৯/সি-১ নং প্লটের ক্রয়সূত্রে মালিক জনাব নাজমুল ইসলাম চৌধুরী, পিতা-মৃত জামাল উদ্দিন চৌধুরী। উক্ত প্লটে ডেভেলপার কোম্পানী রুফ ডেভেলপার কোম্পানীর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মেজর (অবঃ) মোহাম্মদ শফিউল আলম, পিতা-মৃত মোঃ সাফায়েত আলী কর্তৃক ১২(বার)টি ফ্ল্যাট বিশিষ্ট ৭(সাত) তলা ভবন নির্মাণ করা হয়। নির্মিত বাড়ীর ১২(বার)টি ফ্ল্যাটের মধ্যে প্লট মালিক জনাব নাজমুল ইসলাম চৌধুরী, পিতা-মৃত জামাল উদ্দিন চৌধুরী এর মালিকানার অংশে নিম্নোক্ত ০৮(আট)টি ফ্ল্যাট ও ০৯(নয়) টি কারপার্কিং এবং আনুপাতিকহারে অবিভক্ত/অচিহ্নিত জমি রয়েছেঃ

ক্রমিক নং	তলা	ফ্ল্যাট সংখ্যা	অন্যান্য
১.	ফার্স্ট ফ্লোর	০২ টি	মোট ০৯ (নয়) টি কারপার্কিং স্থান ও আনুপাতিকহারে অবিভক্ত/ অচিহ্নিত জমি ও অন্যান্য সাধারণ সুবিধাসহ
২.	সেকেন্ড ফ্লোর	০২ টি	
৩.	থার্ড ফ্লোর	০২ টি	
৪.	ফোর্থ ফ্লোর	০২ টি	

জনাব নাজমুল ইসলাম চৌধুরী, পিতা-মৃত জামাল উদ্দিন চৌধুরী উপরোক্ত ০৮(আট) ফ্ল্যাট ও ০৯(নয়) টি কারপার্কিং স্থান এবং আনুপাতিকহারে অবিভক্ত/অচিহ্নিত জমি ও অন্যান্য সুবিধদিসহ বেচা-বিক্রি, হস্তান্তর, মর্টগেজ, সরকারী-বেসরকারী সকল প্রকার কর প্রদান, এবং অন্যান্য সকল কার্যাবলী সম্পাদনের নিমিত্ত তাঁর ভাতিজা জনাব জাহিদ আহমেদ চৌধুরী, পিতা-জিয়াউল ইসলাম চৌধুরী, মাতা-নুরুন নাহার চৌধুরীকে ব্যাপক ক্ষমতা সম্পন্ন আম-মোক্তারনামা প্রদান করেন। উক্ত আম-মোক্তারনামা দলিলটি বিদেশে সম্পাদিত বিধায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে কর্তৃক ২৭/০১/২০২০ তারিখে ৩৬৫/২০ নং ক্রমিকে সত্যায়নপূর্বক জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ঢাকা, ট্রেজারি শাখা এর বিশেষ আঠালো স্ট্যাম্প সংযুক্তকৃত পরবর্তী কার্যক্রমের জন্য

সাব-রেজিষ্ট্রার, পল্লবী, ঢাকা কর্তৃক রেজিষ্ট্রিকৃত আম-মোক্তারনামা দলিল স্বীকার/গ্রহণের জন্য জনাব জাহিদ আহমেদ চৌধুরী, পিতা-জিয়াউল ইসলাম চৌধুরী ১৮ মার্চ ২০২০ তারিখে অত্র দপ্তরে আবেদন করেছেন। উক্ত আবেদনের সাথে প্রদত্ত আম-মোক্তারনামার বিষয়ে অত্র দপ্তরের বিজ্ঞ আইন উপদেষ্টার মতামত চাওয়া হলে নথির সহিত সংযুক্ত আম-মোক্তারনামা আইনানুগ সঠিক আছে মর্মে মতামত প্রদান করেন। এমতাবস্থায় উক্ত আম-মোক্তারনামা স্বীকার/গ্রহণের বিষয়ে সভায় উপস্থাপন করা হলো।

সিদ্ধান্ত: বিস্তারিত আলোচনান্তে ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার ৫৪৪৫ বর্গফুট বা ৭.৫৬ কাঠা জমি বিশিষ্ট ৪৯/সি-১ নং প্লট ও প্লটে নির্মিত বাড়ীর প্লট মালিকের অংশের ০৮(আট) টি ফ্ল্যাট, ০৯(নয়) টি কারপার্কিং স্থান এবং আনুপাতিকহারে অবিভক্ত/অচিহ্নিত জমিসহ বেচা/বিক্রি/হস্তান্তর এবং অন্যান্য কার্যালী সম্পাদনের নিমিত্ত জনাব জাহিদ আহমেদ চৌধুরী, পিতা-জিয়াউল ইসলাম চৌধুরী, মাতা-নুরুন নাহার চৌধুরীকে প্রদত্ত ব্যাপক ক্ষমতা সম্পন্ন আম-মোক্তারনামা স্বীকার/গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

আলোচ্যবিষয়-১১: ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার ৫৪৪৫ বর্গফুট বা ৭.৫৬ কাঠা জমি বিশিষ্ট ৪৩ নং প্লট ও প্লটে নির্মিত বাড়ীর মালিক জনাব এস এম আরিফ মৃত্যুবরণ করায় তাঁর ০৪(চার) জন ওয়ারিশের নামে উত্তরাধিকারীসূত্রে নামজারীর বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত।

আলোচনা: ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার ৫৪৪৫ বর্গফুট বা ৭.৫৬ কাঠা জমি বিশিষ্ট ৪৩ নং প্লট ও প্লটে নির্মিত বাড়ীর মালিক জনাব এস এম আরিফ। তিনি ০২ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখে মৃত্যুবরণ করেছেন। মৃত্যুকালে তিনি এক স্ত্রী মিসেস জেসিমন সুলতানা,স্বামী-মরহুম এস এম আরিফ, দুই কন্যা যথাক্রমে (১) সাবা সুমাইয়া হুদা (২) আনতিকা বুশরা ও এক ছেলে আবরার আহনাফ আবিদ, সর্বপিতা- মরহুম এস এম আরিফ সহ মোট ০৪(চার) জন ওয়ারিশ রেখে গেছেন। উক্ত প্লটটি এমইও এবং ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের সমন্বয়ে পরিমাপ করে ৫৩৭.৬০৯ বর্গফুট বরাদ্দের অতিরিক্ত জমি পাওয়া যায়। উক্ত অতিরিক্ত জমি ছেড়ে দেয়ার জন্য অত্র দপ্তরের ০৫ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে ২৩.২২.৭০০১.০১৬.০৫. ০০৫.৮৭.প্ল.৪৩-১৭০-৩০৬ নং পত্র প্রদান করা হলে মিসেস জেসমিন সুলতানা ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখের আবেদনে জানান যে, আগামী এক বছরের মধ্যে প্রয়োজনীয় অনুমতি নিয়ে বাড়ীটি ভেঙ্গে নতুন ভবন নির্মাণ করার সময় বরাদ্দকৃত ৫৪৪৫ বর্গফুট জায়গা রেখে উক্ত প্লটে বরাদ্দের অতিরিক্ত জায়গা ছেড়ে দিতে বাধ্য থাকিবো মর্মে আবেদনে জানিয়েছেন। তিনি আরও জানিয়েছেন তবে বর্তমানে প্রয়োজনে উক্ত অতিরিক্ত জায়গা কোন ধরণের চিহ্ন দিয়ে সনাক্ত করার জন্য বলেছেন। এমতাবস্থায় তাদের ১২/২/২০২০ তারিখের আবেদনে উত্তরাধিকারসূত্রে ০৪(চার) জন ওয়ারিশের নামে উক্ত প্লট ও প্লটে নির্মিত বাড়ীটি নামে নামজারী অনুমতির বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত।

সিদ্ধান্ত: বিস্তারিত আলোচনান্তে ৪৩ নং প্লট ও প্লটে নির্মিত বাড়ীর মালিক মালিক জনাব এস এম আরিফ মৃত্যুবরণ করায় তাঁর ০৪(চার) জন ওয়ারিশের নামে উত্তরাধিকারীসূত্রে নামজারীর সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। তবে নামজারীর পূর্বে উত্তরাধিকারীগণের শুনানী গ্রহণ করতে হবে।

আলোচ্যবিষয়-১২: ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার ৫২০০ বর্গফুট বা ৭.২২ কাঠা জমি বিশিষ্ট ২৭/বি নং প্লট ও প্লটে নির্মিত বাড়ীর বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত।

আলোচনা: ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার ৫২০০ বর্গফুট বা ৭.২২ কাঠা জমি বিশিষ্ট ২৭/বি নং প্লট ও প্লটে নির্মিত ০৩(তিন) তলা বাড়ীটির যৌথ মালিক (১) উইং কমান্ডার (অবঃ) এম হামিদুল্লাহ খান, (২) এম শফিকুল্লাহ খান, (৩) এম রফিকুল্লাহ খান, (৪) এম আতিকুল্লাহ খান, (৫) সুরাইয়া কাদের, (৬) রওশন আরা আলম ও (৭) নিলুফার খান, সর্বপিতা- এম দবির উদ্দিন খান এর নামে নামজারী করা হয়। পরবর্তীতে উইং কমান্ডার (অবঃ) এম হামিদুল্লাহ খান মৃত্যুবরণ করায় উক্ত প্লটে নির্মিত বাড়ীর তাঁর অংশটুকু অত্র দপ্তরের ০২ জুলাই, ২০১৩ তারিখের ঢাক্যাবো/ক্যাঃবাঃএঃ/প্লট নং-২৭/বি/২০১ নং পত্রে তদীয় উত্তরাধিকারী এক স্ত্রী-(১) মিসেস রাবেয়া সুলতানা খান ও ০২ পুত্র যথাক্রমে (২) তারেক হামিদ খান (৩) মুরাদ হামিদ খান এর নামে নামজারী করা হয় এবং সুরাইয়া কাদের, স্বামী-এস এম এ কাদের মৃত্যুবরণ করায় তাঁর অংশ টুকু ২১ জানুয়ারি ২০১৮ তারিখের ঢাক্যাবো/ক্যাঃবাঃএঃ/প্লট নং-২৭/বি/২৮১ নং পত্রে তদীয় উত্তরাধিকারী (১) ফারাহ্ নাজ মাহমুদ ও (২) নওশাদ আওরঙ্গজেব, সর্বপিতা-মৃত এস এম এ কাদের ও সর্বমাতা-মরহুমা সুরাইয়া কাদের এর নামে নামজারী করা হয়। উক্ত প্লট ও প্লটে নির্মিত বাড়ীর মালিকগণের মধ্যে (১) জনাব এম রফিকুল্লাহ খান (২) রওশন আরা আলম (৩) ফারাহ্ নাজ মাহমুদ ও (৪) নওশাদ আওরঙ্গজেব কর্তৃক জনাব মোহাম্মদ আতিকউল্লাহ খান মাসুদকে আম-মোক্তারনামা প্রদান করা হয়েছে। উক্ত প্লট ও প্লটে নির্মিত বাড়ীটি আফরা আনজুম, স্বামী-তৌসিফ বারী, পিতা-আমিন আহমেদ বর্তমান ঠিকানা-৬৮/বি, নাজির রোড, ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা-১২০৬ এর নিকট বিক্রয়/হস্তান্তরের অনুমতি চেয়ে বাড়ীর মালিকগণ ০৫ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখে অত্র দপ্তরে আবেদন করেন। উক্ত প্লটটি ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড ও এমইও এবং প্লট মালিকের প্রতিনিধির যৌথ পরিমাপ করে ৮৮৮ বর্গফুট এর স্থলে ১৪৯০ বর্গফুট অতিরিক্ত জমি পাওয়া যায়। প্লট মালিক এবং প্রস্তাবিত ক্রেতা উক্ত জমি প্লটের পূর্ব পার্শ্ব হতে ছেড়ে দেয়ার ইচ্ছা পোষণ করে প্লটটি বিক্রয়/হস্তান্তরের অনুমতি প্রদানের জন্য আবেদন করেন। বিষয়টি ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ডসভার আলোচ্যবিষয়-১৮ এর মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলে ১৪৯০ বর্গফুট জমির বিষয়ে প্রেসিডেন্ট, ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড ও স্টেশন কমান্ডার, ঢাকা সেনানিবাস সরেজমিন পরিদর্শন করত: পরবর্তী বোর্ডসভায় উপস্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উক্ত সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে উক্ত

১৪৯০ বর্গফুট জমি প্লটের পূর্ব পার্শ্ব হতে ছেড়ে দেয়ার বিষয়টি ২০ জুন ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ডসভার আলোচ্যবিষয়-১০ এর মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলে প্লটের পূর্ব পার্শ্ব হতে বরাদ্দের অতিরিক্ত ১৪৯০ বর্গফুট জমি ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের নিকট বুঝিয়ে দেয়ার নিমিত্ত সীমানা চহ্নিত করায় উক্ত প্লটটি আফরা আনজুম, স্বামী-তৌসিফ বারী, পিতা-আমিন আহমেদ এর নিকট বিক্রয়/হস্তান্তরের কার্যক্রম গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তৎপ্রেক্ষিতে অত্র দপ্তরের ২১ জুলাই ২০১৯ তারিখের ঢাক্যাবো/ক্যাঃবাঃএঃ/প্লট নং-২৭/বি/৩৩১ নং পত্রে সেনাসদরে অনাপত্তি প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হয়। উক্ত পত্রের প্রেক্ষিতে সেনাসদর, কিউএমজি'র শাখা, এমএন্ডকিউ পরিদপ্তর, ঢাকা সেনানিবাসের ৩০ জুলাই ২০১৯ তারিখের ৩৯১৭/১/ক্যান্টবোর্ড-ঢাকা/এমকিউ-২ নং পত্রের মাধ্যমে নিম্নোক্ত তথ্যাদি চাওয়া হয়:-

১. ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড কর্তৃক ১৯৭২ সালে প্রস্তুতকৃত পরিত্যক্ত বাড়ীর তালিকায় ২৭/বি বাড়ীটি রয়েছে। তবে ১৯৮৬ সালে প্রকাশিত পরিত্যক্ত সম্পত্তির গেজেটে বা তৎপরবর্তীতে প্রকাশিত কোন Extraodinary Gazette-এ বা প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিত্যক্ত সম্পত্তির তালিকায় বর্ণিত বাড়ীটি নাই।

২. বাড়ীটি নিয়ে কোন আইনগত জটিলতা আছে কিনা, মামলা-মোকদ্দমা বিচারাধীন রয়েছে কিনা এবং বাড়ীটি হস্তান্তর/বিক্রয়ে কোন আইনগত বাধা আছে কিনা তা জানা নেই। সেনাসদর হতে বাড়ীটি বিক্রয়/হস্তান্তরের অনাপত্তি প্রদানের নিমিত্ত উক্ত তথ্যাদি জানা প্রয়োজন।

৩. উপরোক্ত বক্তব্যের প্রেক্ষিতে উক্ত বিষয়গুলির উপর আলোকপাতসহ বাড়ীটি সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ (সার-সংক্ষেপ) অত্র পরিদপ্তরে প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

উক্ত পত্রের ২নং অনুচ্ছেদের বিষয়ে উক্ত প্লট ও প্লটে নির্মিত বাড়ীসহ বিক্রয়/হস্তান্তরের কোন আইনগত বাধা আছে কিনা সে বিষয়ে ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের আইন উপদেষ্টার আইনী মতামত চাওয়া হলে তিনি ১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে নিম্নোক্ত মতামত প্রদান করেছেনঃ

"নথি পর্যালোচনা করা হইল। ক্যান্টনমেন্ট বা/এ ২৭/বি নং প্লট সংক্রান্ত বিষয়ে নথির সহিত সংশ্লিষ্ট রীট পিটিশন নং-৫৯৬৮/২০০৪-তে বাদী এম শফিকুল্লাহ খান কর্তৃক গত ২২/৪/২০১৩ ইং তারিখে মহামান্য হাইকোর্ট হইতে মামলা প্রত্যাহারের আদেশ ভিন্ন অপর কোন মামলা সংক্রান্ত কাগজাদি নথি দেখা যায়না। এমতাবস্থায় উক্ত সম্পত্তি বিক্রয়/হস্তান্তরে কোন আইনগত বাঁধা নাই।"

অত্র দপ্তরের ১৩ অক্টোবর ২০১৯ তারিখের ঢাক্যাবো/ক্যাঃবাঃএঃ/প্লট নং-২৭/বি/৩৩৪ নং পত্রে আইন উপদেষ্টার মতামত এবং নির্মিত বাড়ীর সার-সংক্ষেপসহ সেনাসদর, কিউএমজি'র শাখা, এমএন্ডকিউ পরিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে সেনাসদর, কিউএমজি'শাখা, এমএন্ডকিউ পরিদপ্তর, ঢাকা সেনানিবাসের ০৩ নভেম্বর ২০১৯ তারিখের ৩৯১৭/১/ক্যান্টবোড-ঢাকা/এমকিউ-২ নং পত্রে নিম্নোক্ত তথ্যাদি চাওয়া হয়:-

১. ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার ২৭/বি নং প্লটে নির্মিত ৩ তলা বাড়ীসহ জমিটি (৭.২২ কাঠা) বিক্রয়/হস্তান্তরের প্রস্তাব করা হয়েছে। বাড়ীটি ১৯৮৬ সালের পরিত্যক্ত সম্পত্তি গেজেটে, ১৯৮৬ সালের অতিরিক্ত সংখ্যা গেজেটে, ১৯৮৩ সালের সামরিক ভূমি ও ক্যান্টনমেন্ট অধিদপ্তর হতে সেনাসদরকে দেওয়া তালিকায়, ১৯৮৪ সালের সামরিক ভূমি ও ক্যান্টনমেন্ট অধিদপ্তর হতে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রেরিত তালিকায় বা ১৯৭৩ সালে সেনানিবাস সমূহে পরিত্যক্ত সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা বোর্ড এর সদস্য সচিব (সিইও, ঢাকা সেনানিবাস) এর অফিস হতে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রেরিত তালিকায় নেই। তবে ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড, ঢাকা সেনানিবাসের নথিতে বিছিন্নভাবে রক্ষিত পরিত্যক্ত সম্পত্তির একটি তালিকায় বাড়ীটি দেখা যায়। তালিকাটি দেশ স্বাধীনের অব্যবহিত পরই করা হয়েছে মর্মে ধারনা করা যায়।

২. ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড, ঢাকা হতে প্রেরিত বাড়ীটির সার-সংক্ষেপ হতে দেখা যায়, জনৈক মোহাঃ মুছা প্লটটির মুল ইজারা গ্রহীতা (১৯৬৩ সাল)। ১৪ এপ্রিল ১৯৭৪ সালে জনাব মোহাঃ মুছার এক আবেদনের প্রেক্ষিতে বর্তমান মালিকদের পূর্ব পুরুষগণের নামে নামজারী করা হয়। তৎপরবর্তীতে উত্তরাধিকার সূত্রে বর্তমান মালিকগণ পর্যন্ত কয়েকবার নামজারী হয়েছে। ১৯৭৪ সালে জনাব মোহাঃ মুছার আবেদনের প্রেক্ষিতে করা নামজারী যদি বৈধ, আইননুগ ও দলিল দস্তাবেজ সমর্থিত হয়ে থাকে তাহলে পরবর্তীতে উত্তরাধিকার সূত্রে নামজারী সমূহ সঠিক আছে মর্মে ধরিয়া লওয়া যায়।

৩. উপরোক্ত বক্তব্যের প্রেক্ষিতে ১৯৭৪/১৯৭৫ সালের নামজারীর সমর্থনে কাগজপত্র অত্র পরিদপ্তরে প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

উক্ত পত্রের চাহিত তথ্যাদি অত্র দপ্তরের ২ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখের ২৩.২২.৭০০১.০১৬.০৫.০০৫. ৮৭.ক্যাঃবাঃ.প্ল.২৭বি-১০১ নং পত্রের মাধ্যমে ১৯৭৪/১৯৭৫ সালের নামজারীর কাগজাদি সেনাসদর, কিউএমজি'র শাখা, এমএন্ডকিউ পরিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়। সেনাসদর, কিউএমজি'র শাখা, এমএন্ডকিউ পরিদপ্তর, ঢাকা সেনানিবাস পুনরায় ২০ জানুয়ারি ২০২০ তারিখের ৩৯১৭/১/ক্যান্টবোর্ড-ঢাকা/এমকিউ-২ নং পত্রে ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড, ঢাকা সেনানিবাস কর্তৃক প্রস্তুতকৃত/সত্যায়িত পরিত্যক্ত সম্পত্তির তালিকায় বাড়ীটি রয়েছে। এবিষয়ে মতামত/ব্যাখ্যা জরুরী ভিত্তিতে জানানোর জন্য অনুরোধ করেন।

সিদ্ধান্ত: বিস্তারিত আলোচনান্তে ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার ২৭/বি নং প্লট ও প্লটে নির্মিত বাড়ীর বিষয়ে বিস্তারিত তথ্যাদি সেনাসদর, কিউএমজি'র শাখা, এমএন্ডকিউ পরিদপ্তর, ঢাকা সেনানিবাসে প্রেরণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

আলোচ্যবিষয়-১৩: মিরপুর ডিওএইচএস এলাকায় ৩০(ত্রিশ) টি বাড়ীর গৃহকর নির্ধারণের নিমিত্ত ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ড সভার আলোচ্যবিষয়-৮ এর সিদ্ধান্ত পুনঃবিবেচনা বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত।

আলোচনা: ঢাকা সেনানিবাসস্থ বিভিন্ন ডিওএইচএস এলাকার বাড়ীর মালিকগণ গৃহকর নির্ধারনের জন্য বিভিন্ন তারিখে অত্র দপ্তরে আবেদন করেন। উক্ত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ডসভায়-৮ নং আলোচ্যবিষয়ে উপস্থাপন করা হলে বিধি মোতাবেক দাবীকৃত গৃহকর আদায়ের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উক্ত সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে বাড়ীর মালিকগণকে বিষয়টি অবহিত করা হলে উক্ত মালিকগন তাদের আবেদনে উল্লেখিত তারিখ হতে গৃহকর নির্ধারন করার জন্য পুনরায় আবেদন করেন। উক্ত বিষয়ে সরেজমিনে পরিদর্শণের প্রতিবেদনসহ বাড়ীর মালিকদের আবেদনপত্রসমুহ নিম্নোক্তভাবে উপস্থাপন করা হলোঃ-

ক্রঃ নং	আবেদন কারীরর নাম	প্লট নং	নকশা অনুমোদনের তারিখ	প্রার্থীত তারিখ	বাড়ীর মালিকের মন্তব্য	সরেজমিনে তদন্ত রিপোর্ট
০১.	কর্ণেল জেড আর এন আশরাফ উদ্দিন	৬৪৮	১২/০৮/১২	জুন/১৭	বাড়ীর মালিক আবেদনে জানিয়েছেন যে, বাড়ীটি ইরেক্টরস প্রপার্টিজ লিঃ ডেভেলপমেন্টস কোঃ কর্তৃক সম্পন্ন হয়েছে। উক্ত প্লটটি ডেভেলপার কর্তৃক ১৫/০৮/২০১৭ তারিখে মালিকের নিকট হস্তান্তরের প্রত্যায়নসহ ২০১৭ হইতে গৃহকর নেয়ার জন্য আবেদন করেছেন।	সরেজমিনে তদন্ত করে বাড়ীতে বসবাসরত ব্যাক্তিগণের এবং কেয়ারটেকারের সাথে কথা বলে উক্ত বিষয়ে সত্যতা পাওয়া গিয়েছে বিধায় জুন ২০১৭ তারিখ হতে গৃহকর নেয়া যেতে পারে।
০২.	গ্রুপ ক্যাঃ মোহাম্মদ আলমগীর	৭৭৭	১৩/০৮/০৮	১৯-২০	বাড়ীটি তিনি নিজ অর্থায়নে নির্মান করেছেন বিধায় বাড়ী তৈরী করতে অনেক সময় লেগেছে মর্মে উক্ত আবেদনে উল্লেখ করে ২০১৯-২০২০ আর্থিক সন হতে গৃহকর নির্ধারনের জন্য অনুরোধ করেছেন। উক্ত আবেদনে তিনি আরো উল্লেখ করেছেন যে, তিনি বাড়ীটি তৈরী করতে গিয়ে ব্যাংক থেকেও লোন গ্রহণ করেছেন। উক্ত লোন তিনি অদ্যবধি পরিশোধ করে যাচ্ছেন।	সরেজমিনে বাড়ীর মালিকের আবেদনের বিষয়ে সত্যতা পাওয়ায় ২০১৯-২০২০ আর্থিক সন হতে গৃহকর গ্রহণ করা যেতে পারে (বিদ্যুত বিলের কপি সংযুক্ত)।
০৩	কমান্ডার মোঃ হাসান জামান	৯৪৫	১৩/১০/১৩	২০১৬-২০১৭	তিনি আবেদনে জানিয়েছেন যে, তিনি বাড়ীটি নিজে নির্মান করেছেন এবং আগষ্ট ২০১৬ মাস হতে উক্ত বাড়ীতে বসবাস শুরু করেছেন।	সরেজমিনে উক্ত বাড়ীতে গেলে বাড়ীর মালিকের সাথে কথা বলে জানতে পারি যে, তিনি বাড়ীটি নিজে নির্মাণ করেছেন এবং আগষ্ট ২০১৬ মাস হতে বসবাস শুরু করেছেন। তিনি বিদ্যুতের মিটার বসানোর ১২/০৫/১৬ তারিখের একটি কপি দাখিল করেছেন (কপি সংযুক্ত)।
০৪.	মিসেস রোকসানা আযাজাদ	৯৫৮	২৫/০৩/১৩	১৯-২০	বাড়ীর মালিক ২০১৯-২০২০ আর্থিক সন হতে গৃহকর নির্ধারনের জন্য অত্র দপ্তরে আবেদন করেছেন। তিনি উক্ত আবেদনে উল্লেখ করেছেন যে, বাড়ীটি তিনি ডেভেলপারের মাধ্যমে নির্মাণ করার জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলেন। পরবর্তীতে ডেভেলপার কোম্পানী বাড়ী নির্মান কাজ সম্পন্ন না করে চলে যাওয়ায় বাড়ীর নির্মান কাজ সম্পন্ন করতে প্রায় ০৫-০৬ বছর সময় লেগে যায়।	সরেজমিনে বাড়ীর মালিকের আবেদনের বিষয়ে সত্যতা যাচাইয়ে বাড়ীর ভাড়াটিয়া, কেয়ার টেকার এবং আশে-পাশের বাড়ীর লোক জন হতে খোজ- খবর নিয়ে উক্ত আবেদনের বিষয়ে সত্যতা পাওয়ায় ২০১৯-২০২০ আর্থিক সন হতে গৃহকর গ্রহণ করা যেতে পারে।

০৫.	মোঃ আব্দুল জলিল	৯৬০	২৪/১২/১৩	১৯-২০	বাড়ীর মালিক ২০১৯-২০২০ আর্থিক সন হতে গৃহকর নির্ধারনের জন্য অত্র দপ্তরে আবেদন করেছেন। তিনি উক্ত আবেদনে উল্লেখ করেছেন যে, বাড়ীটি তিনি নিজ অর্থায়নে নির্মাণ কাজ শুরু করেন। নির্মাণ কাজ শুরুর পরে আর্থিক সংকটের কারণে থেমে থেমে কাজ করতে হয়। পরবর্তীতে পুনরায় আর্থিক সংকট দেখা দিলে ব্যাংক লোন এবং একটি ফ্ল্যাট বিক্রি করে বাড়ীর নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করেন।	সরেজমিনে বাড়ীর মালিকের আবেদনের বিষয়ে সত্যতা যাচাইয়ে বাড়ীর ভাড়াটিয়া, কেয়ার টেকার এবং আশে-পাশের বাড়ীর লোক জন হতে খোজ- খবর নিয়ে উক্ত আবেদনের বিষয়ে সত্যতা পাওয়ায় ২০১৯-২০২০ আর্থিক সন হতে গৃহকর গ্রহণ করা যেতে পারে।
০৬.	লেঃ কর্ণেল মোঃ সাইফুদ্দৌলাহ	৯৬৬	০৯/১২/১৩	ডিসেঃ/১৯	বাড়ীর মালিক আবেদনে জানিয়েছেন যে, বাড়ীটি তিনি নিজে করেছেন। ২০১৫ সালে তার স্ত্রী ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান তখন তিনি বাড়ীর কাজ বন্দ রাখেন। তাছারা তিনি তার স্ত্রীর চিকিৎসার ব্যয়ভার বহন করতে বিভিন্ন জায়গা থেকে ধার-দেনা করেন। সেই অবস্থায় আর বাড়ীর কাজ আরম্ভ করতে পারেননি। পরবর্তীতে তিনি ০৪ তলা পর্যন্ত বাড়ীর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করে ডিসেম্বর/২০১৯ হইতে উক্ত প্লটে বসবাস আরম্ভ করেন এবং ডিসেম্বর/১৯ হইতে গৃহকর ধার্য করার জন্য অনুরোধ করেন।	সরেজমিনে বাড়ীর মালিকের আবেদনের বিষয়ে সত্যতা যাচাইয়ে বাড়ীর ভাড়াটিয়া, কেয়ার টেকার এবং আশে-পাশের বাড়ীর লোক জন হতে খোজ- খবর নিয়ে উক্ত আবেদনের বিষয়ে সত্যতা পাওয়ায় ডিসেম্বর ২০১৯ মাস হইতে গৃহকর গ্রহণ করা যেতে পারে।
০৭.	কর্ণেল মোঃ হাফিজুর রহমান	৯৭৯	১২/০১/১৪	জানুঃ/১৯	বাড়ীর মালিক জানুয়ারি/২০১৯ আর্থিক সন হতে গৃহকর নির্ধারনের জন্য অত্র দপ্তরে আবেদন করেছেন। উক্ত আবেদনে তিনি জানিয়েছেন যে, বাড়ীটি তিনি নীজ অর্থায়নে নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করেছেন এবং আর্থিক সমস্যার কারনে বাড়ীর নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করতে অনেক সময় লেগেছে মর্মে উক্ত আবেদনে উল্লেখ করেছেন।	সরেজমিনে বাড়ীর মালিকের আবেদনের বিষয়ে সত্যতা যাচাইয়ে বাড়ীর ভাড়াটিয়া, কেয়ার টেকার এবং আশে-পাশের বাড়ীর লোক জন হতে খোজ- খবর নিয়ে উক্ত আবেদনের বিষয়ে সত্যতা পাওয়ায় জানুয়ারি/২০১৯ আর্থিক সন হতে গৃহকর গ্রহণ করা যেতে পারে।
০৮.	ব্রিঃ জেনাঃ মোঃ মাহাবুবুল আলম মোল্লা	১০০৫	১৯/১২/১৩	জানুঃ/১৯	বাড়ীর মালিক আবেদনে জানিয়েছেন যে, বাড়ীটি তিনি নিজে করেছেন। তিনি আর্থিক সমস্যার কারনে বিভিন্ন জায়গা থেকে ধারদেনা করে বাড়ী নির্মাণ কাজ আরম্ভ করেন বিধায় সময়মত বাড়ি নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করতে পারেননি। সংশ্লিষ্ট বাড়ীর মালিক, ভাড়াটিয়া এবং কেয়ার টেকারের সাথে কথা বলি ও বিদ্যুৎ বিলের কপি যাচাই করি এতে দেখা যায় উক্ত প্লটের নির্মাণ কাজ ডিসেম্বর/২০১৮ মাসে সম্পন্ন হয় এবং জানুঃ/১৯ হইতে বসবাস আরম্ভ হয়।	বাড়ীর মালিকের আবেদনের বিষয়ে সত্যাতা পাওয়ায় জানুয়ারি ২০১৯ মাস হতে গৃহকর গ্রহণ করা যেতে পারে।

০৯.	ব্রিঃজেনাঃ স ম গোলাম আমবিয়া	১০০৭	১৯/১২/১৩	জানুঃ/ ১৯	বাড়ীর মালিক আবেদনে জানিয়েছেন যে, বাড়ীটি তিনি নিজে করেছেন। তিনি আর্থিক সমস্যার কারণে বিভিন্ন জায়গা থেকে ধারদেনা করে বাড়ী নির্মাণ কাজ আরম্ভ করেন বিধায় সময়মত বাড়ি নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করতে পারেননি। সংশ্লিষ্ট বাড়ীর মালিক, ভাড়াটিয়া এবং কেয়ার টেকারের সাথে কথা বলি ও বিদ্যুৎ বিলের কপি যাচাই করি এতে দেখা যায় উক্ত প্লটের নির্মাণ কাজ ডিসেম্বর/২০১৮ মাসে সম্পন্ন হয় এবং জানুঃ/১৯ হইতে বসবাস আরম্ভ হয়।	সরেজমিনে বাড়ীর মালিকের আবেদনের বিষয়ে সত্যাতা পাওয়ায় জুলাই/২০১৯ মাস হতে গৃহকর গ্রহণ করা যেতে পারে।
১০.	মেজর জেনাঃ আব্দুস সালাম খান	১০২১	৩০/০৬/১৬	১৯-২০	বাড়ীর মালিক তাঁর আবেদনে জানিয়েছেন যে, তিনি বাড়ীটি নিজ অর্থায়নে নির্মাণ কাজ করেছেন। আর্থিক সংকুলান না হওয়ায় বাড়ীটি নির্মাণকাজ শেষ করতে প্রায় ০৬ বছর সময় লেগে যায় এবং বাড়ীটি এখনও পুরোপুরি বসবাসের উপযোগী হয়ে উঠেনি তবে তিনি জুলাই/ ২০১৯ তারিখ হতে গৃহকর দিতে ইচ্ছুক।	সরেজমিনে বাড়ীর মালিকের আবেদনের বিষয়ে সত্যাতা পাওয়ায় জানুয়ারি ২০১৯ মাস হতে গৃহকর গ্রহণ করা যেতে পারে।
১১.	ব্রিগেঃ জেনাঃ শাহাদাত হোসেন চৌধুরী	১০৪৩	১১/০৯/১২	জানুঃ/ ১৮	বাড়ীর মালিক জানুয়ারি/২০১৮ আর্থিক সন হতে গৃহকর নির্ধারনের জন্য অত্র দপ্তরে আবেদন করেছেন। উক্ত আবেদনে উল্লেখ করেছেন যে, বাড়ীটি তিনি নিজ অর্থায়নে নির্মাণ করায় নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করে সময় লেগেছে।	সরেজমিনে বাড়ীর মালিকের আবেদনের বিষয়ে সত্যাতা পাওয়ায় জানুয়ারি/১৮ মাস হতে গৃহকর গ্রহণ করা যেতে পারে।
১২.	ব্রিঃজেনাঃ মোঃ আব্দুল হালিম	১০৫৪	২৯/০৫/১২	জানুঃ/ ১৯	বাড়ীর মালিক আবেদনে জানিয়েছেন যে, বাড়ীটি তিনি নিজে করেছেন। তিনি আর্থিক সমস্যার কারণে বিভিন্ন জায়গা থেকে ধারদেনা করে বাড়ী নির্মাণ কাজ আরম্ভ করেন বিধায় সময়মত বাড়ি নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করতে পারেননি। সংশ্লিষ্ট বাড়ীর মালিক, ভাড়াটিয়া এবং কেয়ার টেকারের সাথে কথা বলি ও বিদ্যুৎ বিলের কপি যাচাই করি এতে দেখা যায় উক্ত প্লটের নির্মাণ কাজ ডিসেম্বর/২০১৮ মাসে সম্পন্ন হয়। তারপর জানুয়ারি/২০১৯ হইতে উক্ত প্লটে বসবাস আরম্ভ হয় বিধায় জানুয়ারি/২০১৯ হইতে গৃহকর নেয়া যেতে পারে।	সরেজমিনে বাড়ীর মালিকের আবেদনের বিষয়ে সত্যাতা পাওয়ায় জানুয়ারি/২০১৯ মাস হতে গৃহকর গ্রহণ করা যেতে পারে।
১৩.	ব্রিগেঃ জেনাঃ শাহ আতিকুর রহমান	১০৬৮	৮/০১/১৩	আগষ্ট/ ১৭	বাড়ীর মালিক আগষ্ট/২০১৭ মাস হতে গৃহকর নির্ধারনের জন্য অত্র দপ্তরে আবেদন করেছেন। তিনি আবেদনে উল্লেখ করেছেন যে, বাড়ীটি তিনি নিজে নির্মাণ করায় নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করতে অনেক সময় লেগেছে বিধায় গৃহকর সময় মত নির্ধারন করতে পারেনি।	সরেজমিনে বাড়ীর মালিকের আবেদনের বিষয়ে সত্যাতা পাওয়ায় আগষ্ট ২০১৭ মাস হতে গৃহকর গ্রহণ করা যেতে পারে।
১৪.	মিসেস হাসিনা আক্তার বানু	১০৭০	১৫/০১/১৩	১৯-২০	বাড়ীর মালিক ২০১৯-২০২০ আর্থিক সন হতে গৃহকর নির্ধারনের জন্য অত্র দপ্তরে আবেদন করেছেন। উক্ত আবেদনে তিনি উল্লেখ করেছেন যে, বাড়ীটি তিনি নিজে নির্মাণ করেছেন বিধায় আর্থিক সমস্যার জন্য নির্মাণকাজ শেষ করতে সময় লেগেছে।	সরেজমিনে বাড়ীর মালিকের আবেদনের বিষয়ে সত্যাতা পাওয়ায় ২০১৯-২০২০ আর্থিক সন হতে গৃহকর গ্রহণ করা যেতে পারে।

১৫.	লেঃ কর্ণেল মোঃ কামরুল হোসেন (অবঃ)	১০৮০	১৯/১০/১৬	জানুঃ/২০২০	বাড়ীর মালিক তাঁর আবেদনে জানিয়েছেন যে, বাড়ীটি ডেভেলপার কোম্পানী কর্তৃক নির্মানকাজ এখনও সম্পূর্ণ হয়নি তবে একটি ফ্ল্যাট বিক্রয় করার জন্য ছাড়পত্রের প্রয়োজন বিধায় গৃহকর জানুয়ারি/২০২০ মাস হতে গৃহকর নির্ধারনের জন্য অনুরোধ করেছেন।	সরেজমিনে বাড়ীর মালিকের আবেদনের বিষয়ে সত্যাতা পাওয়ায় জানুয়ারি/২০২০ মাস হতে গৃহকর গ্রহণ করা যেতে পারে।
১৬.	আমিনা মোরসেদ	১০৯৩	০১/০২/১২	ফেব্রু/১৭	ডেভেলপার কর্তৃক বাড়ী/ফ্ল্যাট হস্তান্তরের তারিখ অর্থাৎ ০১ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ মাস হতে গৃহকর নির্ধারনের জন্য অত্র দপ্তরে আবেদন করেছেন। উক্ত বাড়ীটি তিনি নিজে নির্মান করার কারনে বাড়ীর নির্মাণ কাজ শেষ করতে সময় লেগেছে মর্মে তিনি তাঁর আবেদনে জানান।	সরেজমিনে বাড়ীর মালিকের আবেদনের বিষয়ে সত্যাতা এবং ডেভেলপার কর্তৃক ফ্ল্যাট হস্তান্তরের প্রমাণপত্র পাওয়ায় ফেব্রুয়ারি/২০১৭ মাস হতে গৃহকর গ্রহণ করা যেতে পারে।
১৭.	লেঃ কর্ণেল কিউ এম মাহবুব উল্লাহ	১১০৪	২১/০৯/১৪	মার্চ/১৯	বাড়ীর মালিক আবেদনে জানিয়েছেন যে, বাড়ীটি এসেট ডেভেলপমেন্টস এ্যান্ড হোল্ডিংস লিঃ কোঃ সম্পন্ন করে ২৬/১২/২০১৮ তারিখে মালিকের নিকট হস্তান্তর করেন। কিন্তু প্লট মালিক ও ভাড়াটিয়াগণ উক্ত প্লটে মার্চ/২০১৯ হইতে বসবাস শুরু করেছেন মর্মে উক্ত আবেদনে জানিয়েছেন। তারপর আমি সংশ্লিষ্ট বাড়ীর মালিক, ভাড়াটিয়া এবং কেয়ার টেকারের সাথে কথা বলি ও বিদ্যুৎ বিলের কপি যাচাই করি এতে দেখা যায় উক্ত প্লটে। তারপর মার্চ/২০১৯ হইতে উক্ত প্লটে বসবাস আরম্ভ হয় বিধায় র্চ/২০১৯ হইতে গৃহকর নেয়া যেতে পারে।	সরেজমিনে বাড়ীর মালিকের আবেদনের বিষয়ে সত্যাতা পাওয়ায় মার্চ/২০১৯ মাস হতে গৃহকর গ্রহণ করা যেতে পারে।
১৮.	ব্রিঃজেঃ মোঃ আব্দুস সালাম	১১৪০	১৩/১১/১২	জানুঃ/২০২০	বাড়ীর মালিক আবেদনে জানিয়েছেন যে, বাড়ীটি তিনি নিজে করেছেন। তিনি আর্থিক সমস্যার কারণে বিভিন্ন জায়গা থেকে ধারদেনা করে বাড়ী নির্মাণ কাজ আরম্ভ করেন বিধায় সময়মত বাড়ি নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করতে পারেননি। সংশ্লিষ্ট বাড়ীর মালিক, ভাড়াটিয়া এবং কেয়ার টেকারের সাথে কথা বলি ও বিদ্যুৎ বিলের কপি যাচাই করি এতে দেখা যায় উক্ত প্লটের নির্মাণ কাজ নভেম্বর/২০১৯ মাসে সম্পন্ন হয় এবং ডিসেম্বরে বরবাস শুরু হয়েছে।	সরেজমিনে বাড়ীর মালিকের আবেদনের বিষয়ে সত্যাতা পাওয়ায় জানুয়ারি/২০২০ মাস হতে গৃহকর গ্রহণ করা যেতে পারে।
১৯.	কর্ণেল মোঃ মাহবুবুর রহমান	১২৫২	০৮/০১/১৩	জানুঃ/২০২০	বাড়ীর মালিক আবেদনে জানিয়েছেন যে, বাড়ীটি তিনি নিজে করেছেন। তিনি আর্থিক সমস্যার কারণে বিভিন্ন জায়গা থেকে ধারদেনা করে বাড়ী নির্মাণ কাজ আরম্ভ করেন বিধায় সময়মত বাড়ি নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করতে পারেননি। সংশ্লিষ্ট বাড়ীর মালিক, ভাড়াটিয়া এবং কেয়ার টেকারের সাথে কথা বলি ও বিদ্যুৎ বিলের কপি যাচাই করি এতে দেখা যায় উক্ত প্লটের নির্মাণ কাজ ডিসেম্বর/২০১৯ মাসে সম্পন্ন হয় এবং জানুঃ/২০ হইতে উক্ত প্লটে বসবাস আরম্ভ হয়।	সরেজমিনে বাড়ীর মালিকের আবেদনের বিষয়ে সত্যাতা পাওয়ায় জানুয়ারি/২০২০ মাস হতে গৃহকর গ্রহণ করা যেতে পারে।

২০.	জনাব এম রাফি আল বাশার	১২৬১	১৪/০৫/১৫	জানুঃ/ ২০২০	বাড়ীর মালিক কর্তৃক নিযুক্ত আম-মোক্তার ব্যবস্থাপনা পরিচালক লুসিড ডেভেলপারস লিঃ আবেদনে জানিয়েছেন যে, বাড়ীটি তিনি ডিসেম্বর/২০১৯ মাসে সম্পন্ন করে জানুয়ারি/ ২০২০ তারিখে মালিকের নিকট হস্তান্তর করেন। তরপর আমি সংশ্লিষ্ট বাড়ীর মালিক, ভাড়াটিয়া এবং কেয়ার টেকারের সাথে কথা বলি এবং ডেভেলপারস লিঃ কোঃ কর্তৃক প্লট হস্তান্তরের দলিল যাচাই করি এতে দেখা যায় উক্ত প্লটে জানুয়ারি/২০২০ হইতে বসবাস আরম্ভ হয়।	সরেজমিনে বাড়ীর মালিকের আবেদনের বিষয়ে সত্যাতা পাওয়ায় জানুয়ারি/২০২০ মাস হতে গৃহকর গ্রহণ করা যেতে পারে।
২১.	কমান্ডার মোঃ রেজাউল করিম	১৩০০	২৫/০১/১৫	জানুঃ/ ২০২০	বাড়ীর মালিক আবেদনে জানিয়েছেন যে, বাড়ীটি তিনি নিজে করেছেন এবং বাড়ীর নির্মাণ কাজ ডিসেম্বর ২০১৯ মাসে সম্পন্ন হয়েছে। তিনি জানুয়ারি/২০২০ হইতে বাড়ীতে বসবাস শুরু করেছেন বিধায় তিনি উক্ত মাস হতে গৃহকর নির্ধারন করার জন্য অনুরোধ করেছেন।	সরেজমিনে বাড়ীর মালিকের আবেদনের বিষয়ে সত্যাতা পাওয়ায় জানুয়ারি/২০২০ মাস হতে গৃহকর গ্রহণ করা যেতে পারে।
২২.	লেঃ কর্নেল মোঃ শামছুল হক	১৩০৭	২৪/০৭/১৪	জানুঃ/ ২০২০	বাড়ীর মালিক আবেদনে জানিয়েছেন যে, বাড়ীটি তিনি নিজে করেছেন। সংশ্লিষ্ট বাড়ীর মালিক, ভাড়াটিয়া এবং কেয়ার টেকারের সাথে কথা বলি ও বিদ্যুৎ বিলের কপি যাচাই করি এতে দেখা যায় উক্ত প্লটের নির্মাণ কাজ ডিসেম্বর/২০১৯ মাসে সম্পন্ন হয়। তারপর জানুয়ারি/২০২০ হইতে উক্ত প্লটে বসবাস আরম্ভ হয়।	সরেজমিনে বাড়ীর মালিকের আবেদনের বিষয়ে সত্যাতা পাওয়ায় জানুয়ারি/২০২০ মাস হতে গৃহকর গ্রহণ করা যেতে পারে।
২৩.	কমান্ডার এ আহসানুল্লাহ	১৩৫০	১৭/০৪/১৬	ডিসেঃ/ ১৯	বাড়ীর মালিক আবেদনে জানিয়েছেন যে, বাড়ীটি তিনি নিজে করেছেন। তিনি আর্থিক সমস্যার কারণে বিভিন্ন জায়গা থেকে ধারদেনা করে বাড়ী নির্মাণ কাজ আরম্ভ করেন বিধায় সময়মত বাড়ি নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করতে পারেননি। সংশ্লিষ্ট বাড়ীর মালিক, ভাড়াটিয়া এবং কেয়ার টেকারের সাথে কথা বলি ও বিদ্যুৎ বিলের কপি যাচাই করি এতে দেখা যায় উক্ত প্লটের নির্মাণ কাজ নভেম্বর/২০১৯ মাসে সম্পন্ন হয়।	সরেজমিনে বাড়ীর মালিকের আবেদনের বিষয়ে সত্যাতা পাওয়ায় ডিসেম্বর/২০১৯ মাস হতে গৃহকর গ্রহণ করা যেতে পারে।
২৪.	মিসেস শাহীনুর রহমান গং	৫৫/এ বনানী ডিওএইচএস	২১/০৮১৩	জানুঃ/ ২০২০	বাড়ীর মালিক আবেদনে জানিয়েছেন যে, বাড়ীটি ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের নকশা অনুযায়ী নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণ করেছেন।উক্ত বাড়ীতে কোন বসবাস নেই তবে ছাড়পত্রের প্রয়োজন বিধায় সংযুক্ত স্ব-নির্ধারনী ফরমের হিসাব অনুযায়ী তিনি গৃহকর নির্ধারনের জন্য অনুরোধ করেছেন।	সরেজমিন ২৩/০৬/২০২০ তারিখে সরেজমিনে দেখা গিয়েছে যে, বাড়ী বসবাসের উপযোগী কিন্তু উক্ত বাড়ীতে কোন বসবাস নেই। কেয়ার টেকারের নিকট এবং বাড়ীর মালিকের নিকট থেকে এর সত্যতা পাওয়া যায়।
২৫.	মেজর জেনারেল মোহাম্মদ মাহবুব হায়দান খান, এনডিসি, পিএসসি (অবঃ)	১৪৫ মিরপুর ডিওএইচএস	১৫ অক্টোবর ২০০৮	০১ অক্টোবর -২০১৭	০৭ তলা বাড়ী নির্মাণের জন্য ভিলা কেয়ার লিমিটেটেড ডেভেলপার কোম্পানীর কর্তৃক চুক্তিপত্র হয়। তিনি ০৬ জুলাই ২০২০ তারিখে আবেদনে জানান ডেভেলপার নির্মান কাজ নির্ধারিত সময়ে শেষ না করায় নয় বৎসর অতিবাহিত হওয়ার পর ০১ অক্টোবর ২০১৭ তারিখে সেনাসদর, কিউএমজি'র শাখা, এমএন্ডকিউ পরিদপ্তর, ঢাকা সেনানিবাসের নির্দেশে এবং ফ্ল্যাট	অত্র দপ্তর হতে ১৫/১০/২০০৮ তারিখে নকশা অনুমোদন করা হয়। ০৭ তলা বাড়ী নির্মাণের জন্য ভিলা কেয়ার লিমিটেটেড ডেভেলপার কোম্পানীর কর্তৃক চুক্তিপত্র হয়। ডেভেলপার নির্মান কাজ নির্ধারিত সময়ে শেষ না করায় নয় বৎসর অতিবাহিত হওয়ার পর ০১ অক্টোবর ২০১৭ তারিখে সেনাসদর, কিউএমজি'র শাখা, এমএন্ডকিউ পরিদপ্তর, ঢাকা সেনানিবাসের নির্দেশে এবং

					মালিকদের চাপের মুখে অসম্পূর্ণ অবস্থায় ফ্ল্যাট হস্তান্তর করে। তাই অক্টোবর ২০১৭ হতে গৃহকর নির্ধারন করার জন্য অনুরোধ করেন।	ফ্ল্যাট মালিকদের চাপের মুখে অসম্পূর্ণ অবস্থায় ফ্ল্যাট হস্তান্তর করে। ০১/১০/২০১৭ তারিখে হতে বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করে আসছে। (বিদ্যুতের সংযোগ কাগজ সংযুক্ত)।
২৬.	কমান্ডার মোঃ আব্দুল গাফ্ফার (অবঃ)	৩১২ মিরপুর ডিওএইচএস	০৯ সেপ্টেম্বর ২০০৭	২০১৯-২০২০ সন	বাড়ীটি ০৬ তলা বিশিষ্ট। বাড়ীর মালিক ২১ জুন ২০২০ তারিখের আবেদনে জানান তাঁর আর্থিক অবস্থা খারাপ ও অসুস্থার কারনে ০৩ তলা পর্যন্ত সম্পূর্ণ করে বাকী তলাগুলো সম্পূর্ণ করতে পারিনি। বাড়ীর মালিক ২ তলায় বসবাস করে ৩য় তলা ভাড়া দিয়েছে। তাই ২০১৯-২০২০ সন ৩য় তলা পর্যন্ত গৃহকর নির্ধারনের জন্য অনুরোধ জানান।	অত্র দপ্তর হতে ০৯ সেপ্টেম্বর ২০০৭ তারিখে নকশা অনুমোদন করা হয়। বাড়ীটি ০৬ তলা বিশিষ্ট। বাড়ীর মালিক আর্থিক অবস্থা খারাপ ও অসুস্থার কারনে ০৩ তলা পর্যন্ত সম্পূর্ণ করে বাকী তলাগুলো সম্পূর্ণ করতে পারিনি (বাড়ীর ছবি ও ডাক্তারী সনদ সংযুক্ত)। বাড়ীর মালিক ২ তলায় বসবাস করে ৩য় তলা ভাড়া দিয়েছে।
২৭.	শিরিন আক্তার গং	৮৩৪ মিরপুর ডিওএইচএস	১১ আগষ্ট ২০১৫	১৫ এপ্রিল-২০১৯	০৭ তলা বাড়ী নির্মাণের জন্য হোম ৭১ ডেভেলপার কোম্পানীর কর্তৃক চুক্তিপত্র হয়। বাড়ীর মালিকের ০২ মার্চ ২০২০ তারিখে আবেদনে জানান ডেভেলপার নির্মান কাজ চুক্তি অনুযায়ি নির্ধারিত সময়ে শেষ হওয়ার ১৫/৪/২০১৯ তারিখে ফ্ল্যাট হস্তান্তর করে। হস্তান্তরের তারিখ হতে গৃহকর নির্ধারনের জন্য অনুরোধ জানান।	অত্র দপ্তর হতে ১১ আগষ্ট ২০১৫ তারিখে নকশা অনুমোদান করা হয়। ০৭ তলা বাড়ী নির্মাণের জন্য হোম ৭১ ডেভেলপার কোম্পানীর কর্তৃক চুক্তিপত্র হয়। ডেভেলপার নির্মান কাজ চুক্তি অনুযায়ি নির্ধারিত সময়ে শেষ হওয়ার ১৫/৪/২০১৯ তারিখে ফ্ল্যাট হস্তান্তর করে (হস্তান্তরের সনদ সংযুক্ত)।
২৮.	মোঃ মোতালেব হোসেম	২৩০ বারিধারা	২৩/০১/১৪	জুলাই/ ১৯	বাড়ীর মালিক আবেদনে জানিয়েছেন যে, বাড়ীটি তিনি নিজে করেছেন। তিনি আর্থিক সমস্যার কারণে বিভিন্ন জায়গা থেকে ধারদেনা করে বাড়ী নির্মাণ কাজ আরম্ভ করেন বিধায় সময়মত বাড়ি নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করতে পারেননি। সংশ্লিষ্ট বাড়ীর মালিক, ভাড়াটিয়া এবং কেয়ার টেকারের সাথে কথা বলি ও বিদ্যুৎ বিলের কপি যাচাই করি এতে দেখা যায় উক্ত প্লটের নির্মাণ কাজ জুন/২০১৯ মাসে সম্পন্ন হয়।	উক্ত প্লটে অত্র দপ্তর হতে গত ২৩/০১/২০১৪ তারিখে ০৭(সাত) তলা বাড়ির নকশা অনুমোদন করা হয় এবং উক্ত প্লট মালিক নিজ অর্থায়নে বাড়ির কাজ সম্পন্ন করেছেন। সরেজমিনে পরিদর্শন কালে বাড়ীর মালিক, ভাড়াটিয়া, কেয়ারটেকার এবং আশে-পাশের বাড়ীর লোক জনের সাথে কথা বলে জানা যায় মালিক পক্ষ জুলাই/২০১৯ মাস হইতে উক্ত প্লটে বসবাস আরম্ভ করে। এবং প্লট মালিক অত্র দপ্তরে বিদ্যুৎ বিলের যে কপি দাখিল করেছেন তা যাচাই করে দেখা যায় উক্ত বিদ্যুৎ বিল প্লট মালিক হতে পরিশোধিত পারম্ভিক বিদ্যুৎ বিল যা জুলাই/২০১৯ হইতে পরিশোধ করা হয়েছে। এতে প্রতীয়মান হয় যে, উক্ত প্লটে জুলাই/২০১৯ হইতে বসবাস শুরু হয়েছে বিধায় জুলাই/২০১৯ হইতে গৃহকর পরিশোধ করা যেতে পারে।
২৯.	মোঃ বিল্লাল হোসেন	২৩৬ বারিধারা	২৩/০১/১৪	জুলাই/ ১৯	বাড়ীর মালিক আবেদনে জানিয়েছেন যে, বাড়ীটি তিনি নিজে করেছেন। তিনি আর্থিক সমস্যার কারণে বিভিন্ন জায়গা থেকে ধারদেনা করে বাড়ী নির্মাণ কাজ আরম্ভ করেন বিধায় সময়মত বাড়ি নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করতে পারেননি। সংশ্লিষ্ট বাড়ীর মালিক, ভাড়াটিয়া এবং কেয়ার টেকারের সাথে কথা বলি ও বিদ্যুৎ বিলের কপি যাচাই করি এতে দেখা যায় উক্ত প্লটের নির্মাণ কাজ জুন/২০১৯ মাসে সম্পন্ন হয়।	উক্ত প্লটে অত্র দপ্তর হতে গত ২৩/০১/২০১৪ তারিখে ০৭(সাত) তলা বাড়ির নকশা অনুমোদন করা হয় এবং উক্ত প্লট মালিক নিজ অর্থায়নে বাড়ির কাজ সম্পন্ন করেছেন। সরেজমিনে পরিদর্শন কালে বাড়ীর মালিক, ভাড়াটিয়া, কেয়ারটেকার এবং আশে-পাশের বাড়ীর লোক জনের সাথে কথা বলে জানা যায় মালিক পক্ষ জুলাই/২০১৯ মাস হইতে উক্ত প্লটে বসবাস আরম্ভ করে। এবং প্লট মালিক অত্র দপ্তরে বিদ্যুৎ বিলের যে কপি দাখিল করেছেন তা যাচাই করে দেখা যায় উক্ত বিদ্যুৎ বিল প্লট মালিক হতে পরিশোধিত পারম্ভিক বিদ্যুৎ বিল যা জুলাই/২০১৯ হইতে পরিশোধ করা হয়েছে। এতে প্রতীয়মান হয় যে, উক্ত প্লটে জুলাই/২০১৯ হইতে বসবাস শুরু হয়েছে বিধায় জুলাই/২০১৯ হইতে গৃহকর পরিশোধ করা যেতে পারে।

৩০.	মেজর এ কে এম হাফিজুর রহমান (অবঃ)	৩৩৪ মিরপুর ডিওএইচএস	০১/০১/১৩	মে/১৯	বাড়ীটি ০৭ তলা বিশিষ্ট। বাড়ীর মালিক ০৭/০৭/২০২০ তারিখের আবেদনে জানান মার্চ ২০১৪ সালে শারীরিক ভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং পরবর্তীতে চিকিৎসার জন্য সিংগাপুর গমন করে। ১৮ জুন ২০১৪ সালে ওপেন হার্ট সার্জারী করা হয় বিধায় বাড়ীর নির্মান কাজ বিলম্ব হয়। তাই মে/১৯ হতে গৃহকর নির্ধারনের জন্য অনুরোধ জানান।	অত্র দপ্তর হতে ১/০১/২০১৩ তারিখে নকশা অনুমোদন করা হয়। বাড়ীটি ০৭ তলা বিশিষ্ট। বাড়ীর মালিক ০৭/০৭/২০২০ তারিখের আবেদনে জানান মার্চ ২০১৪ সালে শারীরিক ভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং পরবর্তীতে চিকিৎসার জন্য সিংগাপুর গমন করে। ১৮ জুন ২০১৪ সালে ওপেন হার্ট সার্জারী করা হয় বিধায় বাড়ীর নির্মান কাজ বিলম্ব হয় (কপিসংযুক্ত)। মে/২০১৯ তারিখ হতে বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করে আসছে। (বিদ্যুতের সংযোগ কাগজ সংযুক্ত)।

এমতাবস্থায়, উপরিউক্ত আবেদপত্রসমূহের প্রেক্ষিতে সরেজমিনে প্রতিবেদনের মতামত অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট বাড়ীর গৃহকর ৫ম কলামে দাবীকৃত সময় হতে নির্ধারণ করার বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত।

সিদ্ধান্ত:

১৩.১: ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের রাজস্ব শাখা কর্তৃক বোর্ডের আওতাধীন সকল নির্মাণাধীন বাড়ীর নকশা অনুমোদনের দুই বছর পর হতে সংশ্লিষ্ট ভবনের নির্মাণ বিষয়ে সরেজমিন তদন্ত করে প্রস্তুতকৃত প্রতিবেদন ষান্মাসিক ভিত্তিতে বোর্ডসভায় উপস্থাপন করতে হবে।

১৩.২: আবেদিত ভবনসমূহের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিতভাবে গৃহকর ধার্যকরার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো:-

ক্রঃ নং	আবেদন কারীরর নাম	প্লট নং ও এলাকার নাম	গৃহকর ধার্য করার তারিখ
১.	কর্ণেল জেড আর এন আশরাফ উদ্দিন	৬৪৮ মিরপুর ডিওএইচএস	জুলাই, ২০১৭ হতে
২.	গ্রপ ক্যাঃ মোহাম্মদ আলমগীর	৭৭৭ মিরপুর ডিওএইচএস	জুলাই, ২০১৯ হতে
৩.	কমান্ডার মোঃ হাসান জামান	৯৪৫ মিরপুর ডিওএইচএস	জুলাই, ২০১৬ হতে
৪.	মিসেস রোকসানা আমাজাদ	৯৫৮ মিরপুর ডিওএইচএস	জুলাই, ২০১৯ হতে
৫.	মোঃ আব্দুল জলিল	৯৬০ মিরপুর ডিওএইচএস	জুলাই, ২০১৯ হতে
৬.	লেঃ কর্ণেল মোঃ সাইফুদ্দৌলাহ	৯৬৬ মিরপুর ডিওএইচএস	ডিসেম্বর, ২০১৯ হতে
৭.	কর্ণেল মোঃ হাফিজুর রহমান	৯৭৯ মিরপুর ডিওএইচএস	জানুয়ারি, ২০১৯ হতে
৮.	ব্রিঃ জেনাঃ মোঃ মাহাবুবুল আলম মোল্লা	১০০৫ মিরপুর ডিওএইচএস	জানুয়ারি, ২০১৯ হতে
৯.	ব্রিঃজেনাঃ স ম গোলাম আমবিয়া	১০০৭ মিরপুর ডিওএইচএস	জানুয়ারি, ২০১৯ হতে
১০.	মেজর জেনাঃ আব্দুস সালাম খান	১০২১ মিরপুর ডিওএইচএস	জুন, ২০১৯ হতে
১১.	ব্রিগেঃ জেনাঃ শাহাদাত হোসেন চৌধুরী	১০৪৩ মিরপুর ডিওএইচএস	জানুয়ারি, ২০১৮ হতে
১২.	ব্রিঃজেনাঃ মোঃ আব্দুল হালিম	১০৫৪ মিরপুর ডিওএইচএস	জানুয়ারি, ২০১৯ হতে
১৩.	ব্রিগেঃ জেনাঃ শাহ আতিকুর রহমান	১০৬৮ মিরপুর ডিওএইচএস	আগস্ট, ২০১৭ হতে
১৪.	মিসেস হাসিনা আক্তার বানু	১০৭০ মিরপুর ডিওএইচএস	জুলাই, ২০১৯ হতে
১৫.	লেঃ কর্ণেল মোঃ কামরুল হোসেন (অবঃ)	১০৮০ মিরপুর ডিওএইচএস	জানুয়ারি, ২০২০ হতে
১৬.	আমিনা মোরসেদ	১০৯৩ মিরপুর ডিওএইচএস	ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ হতে
১৭.	লেঃ কর্ণেল কিউ এম মাহবুব উল্লাহ	১১০৪ মিরপুর ডিওএইচএস	মার্চ, ২০১৯ হতে
১৮.	ব্রিঃজেঃ মোঃ আব্দুস সালাম	১১৪০ মিরপুর ডিওএইচএস	জানুয়ারি, ২০২০ হতে
১৯.	কর্ণেল মোঃ মাহবুবুর রহমান	১২৫২ মিরপুর ডিওএইচএস	জানুয়ারি, ২০২০ হতে
২০.	জনাব এম রাফি আল বাশার	১২৬১ মিরপুর ডিওএইচএস	জানুয়ারি, ২০২০ হতে
২১.	কমান্ডার মোঃ রেজাউল করিম	১৩০০ মিরপুর ডিওএইচএস	জানুয়ারি, ২০২০ হতে
২২.	লেঃ কর্ণেল মোঃ শামছুল হক	১৩০৭ মিরপুর ডিওএইচএস	জানুয়ারি, ২০২০ হতে
২৩.	কমান্ডার এ আহসানুল্লাহ	১৩৫০ মিরপুর ডিওএইচএস	ডিসেম্বর, ২০১৯ হতে
২৪.	মেজর এ কে এম হাফিজুর রহমান (অবঃ)	৩৩৪ মিরপুর ডিওএইচএস	মে, ২০১৯ হতে
২৫.	মেজর জেনারেল মোহাম্মদ মাহবুব হায়দান খান, এনডিসি, পিএসসি (অবঃ)	১৪৫ মিরপুর ডিওএইচএস	অক্টোবর, ২০১৭ হতে
২৬.	কমাঃ মোঃ আব্দুল গাফ্ফার (অবঃ)	৩১২ মিরপুর ওএইচএস	জুলাই, ২০১৯ হতে
২৭.	শিরিন আক্তার গং	৮৩৪ মিরপুর ডিওএইচএস	এপ্রিল, ২০১৯ হতে
২৮.	মিসেস শাহীনুর রহমান গং	৫৫/এ বনানী ডিওএইচএস	জানুয়ারি, ২০২০ হতে
২৯.	মোঃ মোতালেব হোসেম	২৩০ বারিধারা ডিওএইচএস	জুলাই, ২০১৯ হতে
৩০.	মোঃ বিল্লাল হোসেন	২৩৬ বারিধারা ডিওএইচএস	জুলাই, ২০১৯ হতে

আলোচ্যবিষয়-১৪: ঢাকা সেনানিবাসে চলাচলের জন্য ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড কর্তৃক প্রদানকৃত রিকশা লাইসেন্স এর মেয়াদ নবায়নের বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত।

আলোচনা: ঢাকা সেনানিবাসে চলাচলের জন্য ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড কর্তৃক টেন্ডার এবং লটারীর মাধ্যমে প্রতিটি রিকশা লাইসেন্স বার্ষিক ৭,২০০/-(সাত হাজার দুইশত) টাকা হারে মোট ১১০৮ টি রিকশা লাইসেন্স এর সমুদয় টাকা গ্রহণপূর্বক ৩০ জুন ২০২০ তারিখ পর্যন্ত ইজারা প্রদান করা হয়েছে। যার মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছে। করোনা কালিনসময়ে রিকশা চলাচল বন্ধ থাকার রিকশা লাইসেন্স ইজারা গ্রহীতাগণ উক্ত সময়ের ভাড়া মওকুফ করাসহ পুনরায় মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য আবেদন করেছেন।

সিদ্ধান্ত: বিস্তারিত আলোচনান্তে ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড হতে ইস্যুকৃত ১১০৮ (এক হাজার একশত আট)টি রিকশা লাইসেন্স ০১ জুলাই, ২০২০ তারিখ হতে ৩০ জুন, ২০২১ তারিখ পর্যন্ত ১(এক) বছরের জন্য বার্ষিক লাইসেন্স ফি ৭,২০০/- (সাত হাজার দুইশত) টাকা পরিশোধ সাপেক্ষে নবায়ন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। করোনার (কোভিড-১৯) কারণে এপ্রিল ও মে, ২০২০ দুই মাসের লাইসেন্স ফি মওকুফের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

আলোচ্যবিষয়-১৫: ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার ০৪ নং রোডে (ক্যান্টঃ জেনাঃ হাসপাতাল পুরাতন ভবনের পিছনে) নির্মিত স্থাপনা এর ভাড়া মওকুফ এর বিষয়ে সদর দপ্তর লজিষ্টিক্স এরিয়া, ঢাকা সেনানিবাসের ৭ জুন ২০২০ তারিখের ৪০১৪/৭/এ-৩ নং পত্রের বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত।

আলোচনা: ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার ০৪ নং রোডে (ক্যান্টঃ জেনাঃ হাসপাতাল পুরাতন ভবনের পিছনে) নির্মিত স্থাপনা মাসিক ৪০,০০০/-(চল্লিশ হাজার) টাকায় রয়্যালটি হিসেবে এরিয়া কমান্ডার, সদর দপ্তর লজিস্টিকস এরিয়া, ঢাকা সেনানিবাসকে আগস্ট ২০১৭ তারিখ হতে ০৫(পাঁচ) বছর মেয়াদে ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের সাথে চুক্তি সম্পাদন করা হয়। উক্ত স্থাপনাটি সদর দপ্তর লজিষ্টিক এরিয়া সিএসডি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের নিকট মাসিক ২,০০,০০০/-(দুই লক্ষ) টাকা ভাড়া প্রদান করেছেন। সিএসডি কর্তৃপক্ষ করোনা কালিন সময় আর্থাৎ মার্চ ২০২০ তারি হতে পোস্ট অফিস এর টেসের বিক্রয় কার্যক্রম বন্ধা থাকায় কোভিড-১৯ স্বাভাবিক হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ভাড়া মওকুফ করার জন্য অনুরোধ করেছেন। উক্ত অবস্থার প্রেক্ষিতে সদর দপ্তর লজিষ্টিকস এরিয়া, ঢাকা সেনানিবাস ৭ জুন ২০২০ তারিখের ৪০৪১/৭/এ-৩ নং পত্রে ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের প্রদানকৃত মাসিক ৪০,০০০/-টাকা রয়্যালটি এবং ভ্যাট মওকুফ করার জন্য অনুরোধ করেছেন। এমতাবস্থায় রয়্যালটি মওকুফের নিমিত্ত সদর দপ্তর লজিষ্টিক্স এরিয়া, ঢাকা সেনানিবাসের ৭ জুন ২০২০ তারিখের ৪০১৪/৭/এ-৩ নং পত্রের বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত।

সিদ্ধান্ত: বিস্তারিত আলোচনান্তে ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার ০৪ নং রোডে (ক্যান্টঃ জেনাঃ হাসপাতাল পুরাতন ভবনের পিছনে) নির্মিত স্থাপনা এর ভাড়া সদর দপ্তর লজিষ্টিকস্ এরিয়া, ঢাকা সেনানিবাস কর্তৃক ভাড়াটিয়াদের ৫০% হারে মওকুফ করায় ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড কর্তৃক ৫০% হারে মওকুফ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

আলোচ্যবিষয়-১৬: ক্যান্টনমেন্ট জেনারেল হাসপাতালের পুরাতন ভবনের আর পয়েন্ট ক্যাফে এর মার্চ-২০২০ হতে মে ২০২০ মাসের ভাড়া ও ভ্যাট এবং উৎসকর মওকুফ এর বিষয়ে মেজর (অবঃ) কামরান হামিদ, পিএসসি এর ০৩ জুন ২০২০ তারিখের আবেদনের বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত।

আলোচনা: ক্যান্টনমেন্ট জেনারেল হাসপাতালের পুরাতন ভবনের ক্যান্টিনটি মাসিক ৩১,৮৮০/-(একত্রিশ হাজার আটশত আশি) টাকা হারে ১৮ মার্চ ২০১৮ তারিখ হতে ১৭ মার্চ ২০২১ তারিখ পর্যন্ত ৩(তিন) বছরের জন্য মেজর (অবঃ) কামরান হামিদ, পিএসসি এর নামে ইজারার মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছে। করোনা ভাইরাস সংক্রমন প্রতিরোধে সরকার কর্তৃক ''লক ডাউন'' ঘোষনার ফলে ক্যান্টিনের ব্যবসা বন্ধ থাকায় মার্চ ২০২০ তারিখ হতে মে ২০২০ তারিখ পর্যন্ত সময়ের ভাড়া, ভ্যাট ও উৎসকর মওকুফ সহ ক্যান্টিনের মেয়াদ বর্ধিত করার জন্য মেজর (অবঃ) কামরান হামিদ, পিএসসি এর ০৩ জুন ২০২০ তারিখে অত্র দপ্তরে আবেদন করেছেন। এমতাবস্থায় আবেদনপত্রটি সভায় আলোচনা ও সিদ্ধান্তের জন্য উপস্থাপন করা হলো।

সিদ্ধান্ত: বিস্তারিত আলোচনান্তে ক্যান্টনমেন্ট জেনারেল হাসপাতালের পুরাতন ভবনের আর পয়েন্ট ক্যাফে এর ভাড়া বাবদ ক্যান্টনমেন্টে বোর্ডের বকেয়া পরিশোধের পর এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে। আবেদনকারীকে বকেয়া ভাড়া পরিশোধ প্রদানের জন্য তাগিদ প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

আলোচ্যবিষয়-১৭: ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট পোস্ট অফিস এর বর্তমান ভবন ভেঙ্গে নতুন ভবন নির্মাণ করার লক্ষ্যে বর্তমান পোস্ট অফিসের কার্যক্রম চলমান রাখার জন্য আনুমানিক ২০০০ বর্গফুট আয়তনের ফ্লোর ০২(দুই) বছরের জন্য ভাড়ার ভিত্তিতে বরাদ্দ প্রদানের নিমিত্ত ডেপুটি পোস্টমাস্টার জেনারেল এর ১৯ মার্চ ২০২০ তারিখের ডি-/ ঢাকাক্যান্টঃপিও/চ্যা-২ নং পত্রের বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত।

আলোচনা: বাংলাদেশ ডাক বিভাগ কর্তৃক ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট পোষ্ট অফিস এর বর্তমান ভবনটি ভেঙ্গে নতুন ভবন নির্মাণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত ভবন নির্মাণ কালীন সময়ে সরকারী সেবা প্রতিষ্ঠানটি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা এবং জনসাধারণের অধিক সেবাদান সহজ করার লক্ষ্যে আনুমানিক ২০০০ বর্গফুটের কক্ষ বরাদ্দ প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য ডেপুটি পোস্টমাস্টার জেনারেল ১৯ মার্চ ২০২০ তারিখের ডি-/ ঢাকাক্যান্টঃপিও/চ্যা-২ নং পত্রের মাধ্যমে ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডকে অনুরোধ করেছেন। একই সাথে পোস্ট অফিস নির্মাণ এলকায় ঠিকাদার কর্তৃক প্রয়োজনীয় নির্মাণ সামগ্রী নির্বিঘ্নে আনা-নেয়া এবং ঠিকাদারের প্রতিনিধিসহ নির্মাণ নিয়োজিত শ্রমিকগণ যাতে নির্বিঘ্নে আসা যাওয়া করতে পারে এবং সরকারী প্রকল্পের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্নের লক্ষ্যে সদয় সহযোগিতা করার জন্য অনুরোধ করেছেন। এমতাবস্থায় উক্ত পত্রের প্রেক্ষিতে ক্যান্টনমেন্ট জেনারেল হাসপাতালের পুরাতন ভবনের নীচতলায় কমপক্ষে ২০০০ বর্গফুট আয়তনের কক্ষ অস্থায়ী ভিত্তিতে ০২(দুই) বছরের জন্য বরাদ্দের প্রদানের বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত।

সিদ্ধান্ত: বিষয়টির উপর বিস্তারিত আলোচনা করে সরেজমিন পরিদর্শন করে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

আলোচ্যবিষয়-১৮: ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট এর আবাসিক এলাকা এবং ডিওএইচএসসমূহের ২০১৯-২০২০ আর্থিক সালের বার্ষিক গৃহকর জরিমানা ব্যতিত পরিশোধের সময়সীমা ৩০ জুন ২০২০ তারিখের স্থলে ৩১ আগস্ট ২০২০ তারিখ নিধারণ করার বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত।

আলোচনা: ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট এর আবাসিক এলাকা এবং ডিওএইচএস এলাকাসমূহের ২০১৯-২০২০ আর্থিক সালের বার্ষিক গৃহকর সারচার্জ ব্যতিত পরিশোধের সময়সীমা ৩০ জুন ২০২০ তারিখ পর্যন্ত নির্ধারিত। বর্তমান করোনা ভাইরাস সংক্রমন প্রতিরোধে এবং সরকার কর্তৃক ঘোষিত লক ডাউন থাকায় অনেক বাড়ী/ফ্ল্যাটের মালিকগণ নির্ধারিত ৩০ জুন ২০২০ তারিখের মধ্যে ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডে গৃহকর পরিশোধ করতে পারেন নাই। উক্ত অবস্থার প্রেক্ষিতে ২০১৯-২০২০ আর্থিক সালের গৃহকর সারচার্জ/জরিমানা ব্যতীত পরিশোধের সময়সীমা ৩০ জুন ২০২০ তারিখের স্থলে ৩১ আগস্ট ২০২০ তারিখ পর্যন্ত নিধারণ করার বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত।

সিদ্ধান্ত: বিস্তারিত আলোচনান্তে করোনার (কোভিড-১৯) কারণে সারচার্জ ব্যতীত আগামী ৩১ আগস্ট, ২০২০ তারিখ পর্যন্ত গৃহকর পরিশোধের সময়সীমা বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

আলোচ্যবিষয়-১৯: মিরপুর ডিওএইচএস শপিং কমপ্লেক্সের ১ম তলার ৭ নং দোকানের আয়তন পুনঃনির্ধারণ প্রসংগে।

আলোচনা: মিরপুর ডিওএইচএস শপিং কমপ্লেক্সের ১ম তলার ১২১.৩০ বর্গফুট আয়তন বিশিষ্ট ০৭ নং দোকানটি ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে প্রকাশ্য নিলামে জনাব মোঃ মাজেদুর রশিদ, পিতা-মোঃ আব্দুল গফুর কর্তৃক প্রদত্ত প্রতি বর্গফুট ১৭,০৫০/-(সতের হাজার পঞ্চাশ) টাকা হারে মোট ২০,৬৮,১৬৫/-(বিশ লক্ষ আটষট্টি হাজার একশত পঁয়ষট্টি) টাকার দরটি সর্বোচ্চ হয়। পরবর্তীতে উক্ত দোকানটি সরেজমিনে পরিমাপ করা হলে দোকানটির আয়তন ব্রোশিয়রে উল্লেখিত আয়তন হতে বাস্তবে কম হওয়ায় সর্বোচ্চ ডাককারী জনাব মোঃ মাজেদুর রশিদ দোকানের আয়তন পুনঃনির্ধারণ জন্য ১৪/০৬/২০২০ তারিখে অত্র দপ্তরে আবেদন করেন। উক্ত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রকৌশল শাখা কর্তৃক দোকানটি সরেজমিনে পরিমাপ করা হলে ব্রোশিয়রের উল্লেখিত আয়তন ১২১.৩০ বর্গফুটের স্থলে বাস্তবে প্রকৃত আয়তন ১১৫.৯০ বর্গফুট হয়। এমতাবস্থায়, প্রকৌশল শাখার সরেজমিনের পরিমাপ অনুযায়ী দোকানের আয়তন পুনঃনির্ধারণের বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্তের জন্য উপস্থাপন করা হলো।

সিদ্ধান্ত: বিস্তারিত আলোচনান্তে মিরপুর ডিওএইচএস এর ১ম তলার ৭ নং দোকানটি সরেজমিন পরিমাপ অনুযায়ী ১২১.৩০ বর্গফুট এর স্থলে ১১৫.৯০ বর্গফুট হিসেবে পুন:নির্ধারণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

আলোচ্যবিষয়-২০: আসন্ন ঈদ উল আযহা-২০২০ উপলক্ষে রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটের গরু-ছাগলের হাট ইজারা প্রসংগে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত।

আলোচনা: আসন্ন ঈদ উল আযহা-২০২০ উপলক্ষে রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটের গরু-ছাগলের হাট ইজারার নিমিত্ত হাটের সরকারী সর্বনিম্ন দর ১,২৬,০০,০০০/-(এক কোটি ছাব্বিশ লক্ষ) নির্ধারণ করে বহুল প্রচারিত দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে আগামী ২২ জুলাই ২০২০ তারিখ হতে ৩১ জুলাই ২০২০ তারিখ পর্যন্ত হাট ইজারার দরপত্র আহবান করা হয়। প্রথম ধাপে ১৪ জুন ২০২০ হতে ০৫ জুলাই ২০২০ পর্যন্ত মোট ৭৯ টি দরপত্র ফরম বিক্রয় হয়। কিন্তু নির্ধারিত দর দাখিলের তারিখে কোন দরপত্র পাওয়া যায়নি। পরবর্তী ২য় ধাপে ৭ জুলাই ২০২০ হতে ১৩ জুলাই ২০২০ পর্যন্ত কোন দরপত্র ফরম বিক্রয় হয়নি। ৩য় ধাপে ১৫ জুলাই ২০২০ হতে ২০ জুলাই ২০২০ তারিখ পর্যন্ত দরপত্র বিক্রয়ের সময় রয়েছে। উল্লেখ্য, গত বছর উক্ত হাটের সরকারী সর্বনিম্ন দর ছিল ১,২৬,০০,০০০/- (এক কোটি ছাব্বিশ লক্ষ) টাকা। এমতাবস্থায় উক্তগরু-ছাগলের হাট ইজারা প্রদানের বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত।

সিদ্ধান্ত: বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বোচ্চ স্বাস্থ্যবিধি নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটে কোরবানী উপলক্ষে গরু-ছাগলের হাট বসানোর নীতিগত সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। ৩য় ধাপের দর দাখিলের উপর ভিত্তি করে পরবর্তী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।

আলোচ্যবিষয়-২১: রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটের নিরাপত্তা প্রহরীদের জন্য ০৬(ছয়)টি ওয়াকিটকি সেট ক্রয়ের নিমিত্ত ২৭,০০০/-(সাতাশ হাজার) টাকা ব্যয়ের অনুমোদনের বিষয়ে আলোচানা ও সিদ্ধান্ত।

আলোচনা: রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটের নিরাপত্তা জোরদার করার লক্ষ্যে নিয়োজিত নিরাপত্তা প্রহরীদের জন্য ০৬(ছয়)টি ওয়াকিটকি সেট ক্রয় করা প্রয়োজন। উক্ত ০৬(ছয়)টি ওয়াকিটকি সেট ক্রয়ের নিমিত্ত ২৭,০০০/-(সাতাশ হাজার) টাকা ব্যয়ের অনুমোদনের বিষয়ে আলোচানা ও সিদ্ধান্ত।

সিদ্ধান্ত: রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটের নিরাপত্তা জোরদার করার লক্ষ্যে নিয়োজিত নিরাপত্তা প্রহরীদের জন্য ০৬(ছয়)টি ওয়াকিটকি সেট ক্রয়ের নিমিত্ত ২৭,০০০/-(সাতাশ হাজার) টাকা ব্যয়ের অনুমোদনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। উক্ত কাজের যাবতীয় ব্যয় মার্কেটের নৈমিত্তিক খাত হতে সংকুলান করতে হবে।

আলোচ্যবিষয়-২২: আদর্শ বিদ্যানিকেতন মানিকদী স্কুল ক্যান্টিন, সেনাপল্লী উচ্চ বিদ্যালয় ক্যান্টিন, মুসলিম মডার্ন একাডেমী ক্যান্টিন, শহীদ রমিজ উদ্দিন ক্যান্টনমেন্ট স্কুল ক্যান্টিন ও ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড অফিস ক্যান্টিনের মাসিক ভাড়া মওকুফের আবেদনের বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত।

আলোচনা: করোনা ভাইরাস সংক্রমন প্রতিরোধ এবং স্বাস্থ্য বিধি মেনে চলার কারণে বাংলাদেশের স্কুল-কলেজসমূহ বন্ধ রয়েছে। ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড কর্তৃক পরিচালিত আদর্শ বিদ্যানিকেতন মানিকদী স্কুল, সেনাপল্লী উচ্চ বিদ্যালয়, মুসলিম মডার্ণ একাডেমী, শহীদ রমিজ উদ্দিন ক্যান্টনমেন্ট স্কুলসমূহে ক্যান্টিন পরিচালনা করার জন্য মাসিক ভিত্তিতে ২/৩ বছর মেয়াদে ইজারা প্রদান করা হয়েছে। উক্ত বিদ্যালয়সমূহের ক্যান্টিন এবং ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড অফিসের ক্যান্টিন পরিচালনাকারীগণ করোনার সময় ক্যান্টিনের ভাড়া মওকুফ করার জন্য আবেদন করেছেন।

সিদ্ধান্ত: বিস্তারিত আলোচনান্তে করোনার কারণে সারা দেশের ন্যায় ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড পরিচালিত স্কুল-কলেজসমূহ বন্ধ থাকায় সংশ্লিষ্ট ক্যান্টিনগুলোর এপ্রিল, মে ও জুন-২০২০ মাসের ভাড়া মওকুফের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

আলোচ্যবিষয়-২৩: মিরপুর ডিওএইচএস শপিং কমপ্লেক্সের ১০ম তলা(৮৮৭০ বর্গফুট) এবং ১১তম তলা (৬৮০৬ বর্গফুট) সহ মোট ১৫৬৭৬ বর্গফুট স্পেসের সার্ভিস চার্জ পুনঃনির্ধারণ ও জুলাই ২০১৯ হতে ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত সার্ভিস চার্জ মওকুফের বিষয়ে সেনাসদর, কিউএমজি'র শাখা (সমন্বয়), সিএসডি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের কার্যালয়, ঢাকা সেনানিবাসের ১৮ মে ২০২০ তারিখের এ্যাডমিন/৫৪/মিরপুর শপিং কমপ্লেক্স/৪৫ নং পত্রের বিষয়ে আলোচানা ও সিদ্ধান্ত।

আলোচনা: মিরপুর ডিওএইচএস শপিং কমপ্লেক্সের ১০ম তলা (৮৮৭০ বর্গফুট) এবং ১১তম তলা (৬৮০৬ বর্গফুট) সহ মোট ১৫৬৭৬ বর্গফুট স্পেস সিএসডিকে ইজারা প্রদান করা হয়ছে। উক্ত স্পেসের সার্ভিস চার্জ প্রতি বর্গফুট ৫/-(পাঁচ) টাকা হারে মোট ৭,০৫,৪২০/-(সাত লক্ষ পাঁচ হাজার চারশত বিশ) টাকা পরিশোধ করার জন্য পত্র প্রদান করা হলে সেনাসদর, কিউএমজি'র শাখা (সমন্বয়), সিএসডি নিয়ন্ত্রণ কতৃপক্ষের কার্যালয়, ঢাকা সেনানিবাসের ১৮ মে ২০২০ তারিখের এ্যাডমিন/৫৪/মিরপুর শপিং কমপ্লেক্স/৪৫ নং পত্রে উক্ত সার্ভিস চার্জ জুলাই ২০১৯ হতে মার্চ ২০২০ তারিখ পর্যন্ত পুনঃনির্ধারণ এবং জুলাই ২০১৯ হতে ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত সার্ভিস চার্জ মওকুফের বিষয়ে আলোচানা ও সিদ্ধান্ত।

সিদ্ধান্ত: বিস্তারিত আলোচনান্তে মিরপুর ডিওএইচএস শপিং কমপ্লেক্সের সার্ভিস চার্জ মওকুফ না করার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

আলোচ্যবিষয়-২৪: রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটের কারপার্কিং এবং টাওয়ার পার্কিং ইজারার টোল ফি মওকুফের বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত।

আলোচনা: রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটের কারপার্কিং দৈনিক ৬,০৫০/- (ছয় হাজার পঞ্চাশ) টাকা এবং রজনীগন্ধা টাওয়ার পার্কিং দৈনিক ৮,৫৯১/-(আট হাজার পাঁচশত একানব্বই) টাকা হারে জনাব মোঃ বেলাল হোসেন কে ইজারা প্রদান করা হয়। করোনা ভাইরাস সংক্রমন প্রতিরোধে মার্কেটের প্রায় সকল দোকানসমূহ বন্ধ ছিল। ফলে পার্কিং এর টোল আদায় করা হয়নি মর্মে ইজারা গ্রহীতা জনাব মোঃ বেলাল হোসেন উক্ত ০২(দুই)টি পার্কিং এর টোল মার্চ ২০২০ তারিখ হতে জুলাই ২০২০ তারিখ পর্যন্ত মওকুফ করার জন্য ২৫ জুন ২০২০ তারিখে অত্র দপ্তরে আবেদন করেছেন।

সিদ্ধান্ত: বিস্তারিত আলোচনান্তে রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটের কারপার্কিং এবং টাওয়ার পার্কিং ইজারার টোল ফি এপ্রিল, মে ও জুন-২০২০ পর্যন্ত ৫০% মওকুফ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

আলোচ্যবিষয়-২৫: রাজনীগন্ধা সুপার মার্কেটের গ্রুপ টয়লেট ইজারা প্রসংগে।

আলোচনা: রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটের গ্রুপ টয়লেটটি জুলাই ২০১৯ হতে জুন ২০২০ তারিখ পর্যন্ত ০১ (এক) বছরের জন্য সর্বোচ্চ ৮,২০,১০০/-(আট লক্ষ বিশ হাজার একশত) টাকায় জনাব মোঃ কামাল হোসেন, প্রোঃ মেসার্স তাওশিন এন্টারপ্রাইজ কে ইজারা প্রদান করা হয়। ইজারা গ্রহীতা উক্ত টাকার মধ্যে ৫,২০,১০০/-(পাঁচ লক্ষ বিশ হাজার একশত) টাকা পরিশোধ করেছেন। অবশিষ্ট ৩,০০,০০০/-(তিন লক্ষ) টাকা বকেয়া রয়েছে। উক্ত টাকা পরিশোধ করার জন্য পত্র প্রদান করা হলে উক্ত টয়লেটটি মেরামত কাজের জন্য নভেম্বর ও ডিসেম্বর ২০১৯ মাস টয়লেট বন্ধ ছিল এবং করোনার সময়ে মার্চ ২০২০ তারিখ হতে জুন ২০২০ তারিখ পর্যন্ত কোন টাকা আদায় করা সম্ভব হয়নি মোট ০৬(ছয়) মাসের টাকা মওকুফ করার জন্য ইজারা গ্রহীতা ০২ জুলাই ২০২০ তারিখে অত্র দপ্তরে আবেদন করেছেন। উল্লেখ্য উক্ত দরের ভ্যাট এবং উৎসকর পরিশোধ করা আছে।

সিদ্ধান্ত: বিস্তারিত আলোচনান্তে রাজনীগন্ধা সুপার মার্কেটের গ্রুপ টয়লেট মেরামতের সময় বন্ধ থাকায় ১(এক) মাসের ইজারা এবং করোনার কারণে এপ্রিল, মে ও জুন-২০২০ মাসের ইজারার ৫০% মওকুফের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

আলোচ্যবিষয়-২৬: ঢাকা সেনানিবাসস্থ ডিওএইচএস বনানী, মহাখালী, বারিধারা, মিরপুর ও সেনানিবাস বর্ধিত এলাকায় বাড়ী নির্মাণের নিমিত্ত নিম্নোক্ত নকশাসমূহ অনুমোদনের বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত:-

ক্র/নং	প্লট মালিকের নাম	প্লট নম্বর	ঠিকানা	এমইও/ রাজস্ব শাখার ছাড়পত্রের তারিখ	মন্তব্য
১।	লেঃ কর্নেল (অবঃ) মোঃ শাহজাহান	১০১	মিরপুর ডিওএইচএস	১৫/৭/২০২০	সংশোধিত ০৮(আট) তলা (৭ম তলার উপর ৮ম তল-আট তলা ফাউন্ডেশন আছে)
২।	এয়ার কমডোর (অবঃ) সৈয়দ আনোয়ার শামীম	৩৬৮	মিরপুর ডিওএইচএস	০৮/৭/২০২০	সংশোধিত ০৮(আট) তলা (৬ষ্ঠ তলার উপর ৭ম ও ৮ম তলা)
৩।	জনাব জোবায়ের আহমেদ চৌধুরী	৪২১	মিরপুর ডিওএইচএস	০৯/৩/২০২০	সংশোধিত ০৭(সাত) তলা (আভ্যন্তরীন পরিবর্তন-২য় তলায় এক ইউনিটের পরিবর্তে দুই ইউনিট)
৪।	লেঃ কর্নেল (অবঃ) মোঃ আমজাদ হোসেন	৫২৪	মিরপুর ডিওএইচএস	২৪/৩/২০২০	সংশোধিত ০৬(ছয়) তলা (আভ্যন্তরীন পরিবর্তন-২য় তলায় দুই ইউনিটের পরিবর্তে এক ইউনিট এবং ৬ষ্ঠ তলায় এক ইউনিটের পরিবর্তে দুই ইউনিট)
৫।	ব্রিগেঃ জেনারেল (অবঃ) এ কে এম মাহফুজুল হক	৬৫৭	মিরপুর ডিওএইচএস	১৫/৭/২০২০	সংশোধিত ০৮(আট) তলা (৭ম তলার উপর ৮ম তলা)
৬।	উইং কমান্ডার (অবঃ) মোঃ মাহফুজুর রহমান	৭৯১	মিরপুর ডিওএইচএস	০২/৩/২০২০	সংশোধিত ০৮(আট) তলা (৭ম তলার উপর ৮ম তলা-আট তলা ফাউন্ডেশন আছে)
৭।	কমান্ডার (অবঃ) এম বশির আহমেদ	৯০২	মিরপুর ডিওএইচএস	০৫/৭/২০২০	সংশোধিত ০৮(আট) তলা (৭ম তলার উপর ৮ম তলা-আট তলা ফাউন্ডেশন আছে)

৮।	মেজর (অবঃ) হামীম আলী চৌধুরী	৯২৩	মিরপুর ডিওএইচএস	১৫/৭/ ২০২০	সংশোধিত ০৮(আট) তলা (৭ম তলার উপর ৮ম তলা-আট তলার ফাউন্ডেশন আছে)
৯।	জনাব মোঃ আব্দুল জলিল	৯৬০	মিরপুর ডিওএইচএস	১৫/৭/ ২০২০	সংশোধিত ০৮(আট) তলা (৭ম তলার উপর ৮ম তলা-আট তলার ফাউন্ডেশন আছে)
১০।	মেজর জেনারেল এ কে এম আব্দুল্লাহিল বাকী	৯৯০	মিরপুর ডিওএইচএস	২৪/৬/২০২০	সংশোধিত ০৮(আট) তলা (৭ম তলার উপর ৮ম তলা-আট তলা ফাউন্ডেশন আছে)
১১।	লেঃ জেনারেল শেখ মামুন খালেদ, এসইউপি, আরসিডিএস, পিএসসি, পিএইচডি	১০৭৯	মিরপুর ডিওএইচএস	১৭/৬/২০২০	সংশোধিত ০৮(আট) তলা (৭ম তলার উপর ৮ম তলা-আট তলা ফাউন্ডেশন আছে)
১২।	উইং কমান্ডার (অবঃ) সাইফুল হাকিম	১২১৫	মিরপুর ডিওএইচএস	০৫/৭/২০২০	সংশোধিত ০৮(আট) তলা (৭ম তলার উপর ৮ম তলা)
১৩।	মেজর জেনারেল সাজ্জাদুল হক	১২৮৩	মিরপুর ডিওএইচএস	১১/৬/২০২০	সংশোধিত ০৮(আট) তলা (৭ম তলার উপর ৮ম তলা-আট তলা ফাউন্ডেশন আছে)
১৪।	উইং কমান্ডার (অবঃ) এ এন এম নাজিরুল আহসান	১৩১৪	মিরপুর ডিওএইচএস	০৫/৭/২০২০	সংশোধিত ০৭(সাত) তলা (আভ্যন্তরীন পরিবর্তন-৩য়, ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ তলায় দুই ইউনিটের পরিবর্তে এক ইউনিট)
১৫।	কমডোর (অবঃ) শাহ্ আসলাম পারভেজ, বিএন	১৩২৭	মিরপুর ডিওএইচএস	০৫/৭/২০২০	সংশোধিত ০৮(আট) তলা (৭ম তলার উপর ৮ম তলা-আট তলা ফাউন্ডেশন আছে)
১৬।	কমডোর মোঃ জিয়াউদ্দিন আলমগীর	১৩৩৩	মিরপুর ডিওএইচএস	০৮/৭/২০২০	সংশোধিত ০৮(আট) তলা (৭ম তলার উপর ৮ম তলা)
১৭।	মিসেস তাহমিনা জামান	২৮১/ সি	মহাখালী ডিএইচএস	১৩/০২/২০২০	সংশোধিত ০৮(আট) তলা (৭ম তলার উপর ৮ম তলা-০৮ তলা ফাউন্ডেশন দেয়া আছে)
১৮।	জরনিগার চৌধুরী স্বামী-লেঃ জেনারেল (অবঃ) হাসান মশহুদ চৌধুরী	৩২০	মহাখালী ডিএইচএস	০৮/৭/২০২০	সংশোধিত ০৮(আট) তলা (৭ম তলার উপর ৮ম তলা-০৮ তলা ফাউন্ডেশন দেয়া আছে)
১৯।	লেঃ কর্ণেল (অবঃ) নাসির উদ্দিন আহমেদ	৩৬৬/ ৮	বারিধারা ডিওএইচএস	১৫/৭/ ২০২০	সংশোধিত ০৮(আট) তলা (৭ম তলার উপর ৮ম তলা)
২০।	মিসেস গুলশান আরা চৌধুরী	৩৯	বনানী ডিওএইচএস	১৫/৭/ ২০২০	সংশোধিত ০৮(আট) তলা (৭ম তলার উপর ৮ম তলা)
২১।	সৈয়দা আবেদা খানম গং	৯১	বনানী ডিএইচএস	১০/০৬/২০২০	সংশোধিত ০৮(আট) তলা (৭ম তলার উপর ৮ম তলা-০৮ তলা ফাউন্ডেশন দেয়া আছে)

সিদ্ধান্ত:

২৬.১। Land point of view-তে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে এমইও, কেন্দ্রীয় সার্কেল, ঢাকা সেনানিবাস এবং ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের রাজস্ব শাখার ছাড়পত্র সাপেক্ষে নিম্নোক্ত শর্তাধীনে ভবন নির্মাণের নকশা অনুমোদনের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হলোঃ-

(ক) প্রযোজ্য সকল ক্ষেত্রে যথারীতি রাস্তার ক্ষতিপূরণ পরিশোধ করতে হবে এবং নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান/ডেভলপার কর্তৃক বাড়ী নির্মিত হলে সংশ্লিষ্ট ডেভলপারকে ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের তালিকাভুক্তিসহ জামানতের টাকা পরিশোধ করতে হবে।

(খ) প্লট মালিক নিজে বাড়ী নির্মাণ করলে তিনি এ মর্মে অঙ্গীকারনামা দিবেন যে, তাঁর প্লটে কোন নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান/ডেভলপার চুক্তিবদ্ধ হয়ে কাজ করছেন মর্মে প্রমাণিত হলে সকল প্রকার ক্ষতিপূরণ তিনি দিতে বাধ্য থাকবেন এবং ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড প্রয়োজনীয় ক্ষতিপূরণ না পেলে অনুমোদিত নকশা স্থগিতসহ প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করলে তিনি তা মেনে নিতে বাধ্য থাকবেন।

২৬.২। ক্রমিক নং-১, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১৩, ১৫, ১৭, ১৮ ও ২১ এ উল্লেখিত ১২(বার)টি প্লটে ৭ম তলার উপর ৮ম তলা (৭ম তলার উপর ৮ম তলার ফাউন্ডেশন দেয়া আছে) নির্মাণের সংশোধিত নকশা অনুমোদন করা হলো।

২৬.৩। ক্রমিক নং- ২, ৫, ১২, ১৬, ১৯ ও ২০ এ উল্লেখিত ৬(ছয়)টি প্লটে ৭ম তলার উপর ৮ম তলার নকশা (ভার্টিক্যাল এক্সটেনশন) এমআইএসটি (MIST) কর্তৃক কারিগরী ভেটিং সাপেক্ষে অনুমোদনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। এমআইএসটি (MIST) কর্তৃক কারিগরী ভেটিং এর যাবতীয় ব্যয় প্লট মালিককে বহন করতে হবে।

২৬.৩। ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের কমিটি কর্তৃক সরেজমিন পরিদর্শন সাপেক্ষে ক্রমিক নং-৩, ৪ ও ১৪ এ বর্ণিত ৩(তিন)টি প্লটে আভ্যন্তরীন পরিবর্তনের সংশোধিত নকশা অনুমোদনের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। উল্লেখ্য প্রতিটি প্লটের সরেজমিন পরিদর্শন ও প্রতিবেদন প্রস্তুত ফি বাবদ ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডে জমা করতে হবে।

আলোচ্যবিষয়-২৭: বারিধারা ডিওএইচএস এর ৪৫০ নং প্লটে ০৫(পাঁচ) তলা বাড়ি নির্মাণ কাজের সময়সীমা জুন ২০২১ পর্যন্ত বৃদ্ধি করার জন্য মেজর (অব:) শামীম মঞ্জুর গং এর ১১ জুন ২০২০ তারিখের আবেদনপত্র প্রসংগে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত।

আলোচনা: অত্র দপ্তরের ০৮ সেপ্টেম্বর ১৯৯৭ তারিখের ঢাক্যাবো/জেনারেল/প্লট নং-৪৫০/জোয়ারসাহারা ডিওএইচএস/৭ নং পত্রের মাধ্যমে বারিধারা ডিওএইচএস এর ৪৫০ নং প্লটে ০৫(পাঁচ) তলা বাড়ির নকশা অনুমোদন করা হয়। প্লট মালিক মেজর (অব:) শামীম মঞ্জুর গং ১১ জুন ২০২০ তারিখের আবেদনপত্রে জানিয়েছেন যে, উক্ত প্লটে ০৬ তলা ফাউন্ডেশনের উপর ০৪ তলা আবাসিক ভবন আছে। আর্থিক সমস্যার কারণে ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত নকশা মোতাবেক ৫ম তলা পর্যন্ত বাড়ি নির্মাণ সম্পন্ন করতে পারেনি। বর্তমানে সকল উত্তরাধিকারীগণ একত্রে ৫ম তলা নির্মাণে ইচ্ছুক। উল্লেখ্য, নির্মাণ কাজের সময়সীমা ইতোমধ্যে শেষ হয়েছে। এমতাবস্থায়, ৫ম তলা নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করার লক্ষ্যে নির্মাণ কাজের সময়সীমা জুন ২০২১ পর্যন্ত বৃদ্ধি করার জন্য আবেদন করেছেন।

সিদ্ধান্ত: বিস্তারিত আলোচনান্তে বারিধারা ডিওএইচএস এর ৪৫০ নং প্লটে ০৫(পাঁচ) তলা বাড়ি নির্মাণ কাজের সময়সীমা জুন ২০২১ পর্যন্ত বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

আলোচ্যবিষয়-২৮: ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার ৪৩/ডি নং প্লটে নতুন ০৭(সাত) তলা বাড়ি নির্মাণ কাজের সময়সীমা ৩১ মার্চ ২০২২ পর্যন্ত বৃদ্ধি করার জন্য মাহমুদ হাসান, চেয়ারম্যান এন্ড সিইও, সানবীম বিল্ডার্স এন্ড ডেভলোপার্স লিঃ এর ০৯ জুন ২০২০ তারিখের আবেদনপত্র প্রসংগে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত

আলোচনা: অত্র দপ্তরের ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ তারিখের ঢাক্যাবো/প্লট নং-৪৩/ডি/ক্যাঃবাঃএঃ/ ১৮৩ নং পত্রের মাধ্যমে ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার ৪৩/ডি নং প্লটে নতুন ০৭(সাত) তলা বাড়ির নকশা অনুমোদন করা হয়। জনাব মাহমুদ হাসান, চেয়ারম্যান এন্ড সিইও, সানবীম বিল্ডার্স এন্ড ডেভলোপার্স লিঃ এর ০৯ জুন ২০২০ তারিখের আবেদনপত্রে জানিয়েছেন যে, বাড়ি নির্মাণ কাজের সময়সীমা ইতোমধ্যে শেষ হয়েছে। বর্তমানে প্লাষ্টার, ইলেকট্রিক্যাল ও অন্যান্য কাজ চলছে। কন্ট্রাক্ট এর পর্যাপ্ত জনবল না পাওয়ায়, করোনা ভাইরাস এর লকডাউনে নির্মাণ কাজ বন্ধ থাকায় ও অন্যান্য পারিপার্শ্বিক সমস্যার কারণে নির্মাণ কাজ নির্ধারিত তারিখে শেষ করা সম্ভব হয়নি। উল্লেখ্য, করোনা ভাইরাসের কারণে নির্মাণ কাজের সময়সীমা বৃদ্ধি করার জন্য নির্ধারিত তারিখে আবেদন করতে পারেননি। এমতাবস্থায়, কাজ সম্পন্ন করার লক্ষ্যে নির্মাণ কাজের সময়সীমা ৩১ মার্চ ২০২২ পর্যন্ত বৃদ্ধি করার জন্য আবেদন করেছেন।

সিদ্ধান্ত: বিস্তারিত আলোচনান্তে ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার ৪৩/ডি নং প্লটে নতুন ০৭(সাত) তলা বাড়ি নির্মাণ কাজের সময়সীমা ৩১ মার্চ ২০২২ পর্যন্ত বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

আলোচ্যবিষয়-২৯: কচুক্ষেত পুরান বাজার এলাকার সিবি-১৪৪ নং প্লটের পুরাতন ০৭(সাত) তলার নকশা বাতিল করে নতুন ০৮(আট) তলার নকশা অনুমোদন প্রসংগে সংশ্লিষ্ট প্লট মালিক মোঃ বিল্লাল হোসেন এর ০১ মার্চ ২০২০ তারিখের আবেদন প্রসংগে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত।

আলোচনা: কচুক্ষেত পুরান বাজার এলাকার সিবি-১৪৪ নং প্লট মালিক মোঃ বিল্লাল হোসেন উক্ত প্লটে ০৭(সাত) তলার নকশা অনুমোদনের জন্য অত্র দপ্তরে দাখিল করেছেন। প্লট মালিক পুনরায় ০১ মার্চ ২০২০ তারিখের আবেদনের মাধ্যমে সিবি-১৪৪ নং প্লটে ০৮(আট) তলার নকশা অনুমোদনের জন্য অত্র দপ্তরে দাখিল করেছেন। ইতোপূর্বে দাখিলকৃত ০৭ তলার নকশা বাতিল করে ০৮(আট) তলার নকশা অনুমোদনের জন্য প্লট মালিক অনুরোধ জানিয়েছেন। আলোচনা ও সিদ্ধান্তের জন্য উপস্থাপন করা হলো।

সিদ্ধান্ত: কচুক্ষেত পুরান বাজার এলাকার সিবি-১৪৪ নং প্লট সরেজমিন পরিদর্শন করে সন্তোষজনক পাওয়া গেলে সেনাসদরের অনাপত্তি সাপেক্ষে নকশা অনুমোদনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

আলোচ্যবিষয়-৩০: ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের নিম্নলিখিত কাজের মূল্যানুমান অনুমোদন প্রসংগেঃ-

ক্রমিক নং	কাজের নাম	মূল্যানুমান এমইএস সিডিউল অব রেইটস্, ২০১৬ অনুযায়ী (টাকা)	ব্যয়ের খাত	মন্তব্য
১.	ঢাকা সেনানিবাসের আওতাধীন প্রধান সড়কে নিরাপত্তা বাতি সচল রাখার লক্ষ্যে জরুরি ভিত্তিতে এলইডি লাইট সরবরাহকরণ।	২,৯৫,২০০/-	বিদ্যুৎ শাখার মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খাত (ঙ-২-খ)	০৭/৬/২০২০ তারিখের কার্যবৃত্তপত্রের মাধ্যমে অনুমোদিত।
২.	ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকায় জরুরি পানি সরবরাহের লক্ষ্যে ৮৫ হর্স পাওয়ারের সাবমারসিবল পাম্প মটর মেরামত, রিওয়্যান্ডিং ও পুনঃস্থাপন কাজ।	১,৪৩,৫০০/-	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	২১/৬/২০২০ তারিখের কার্যবৃত্তপত্রের মাধ্যমে অনুমোদিত।

৩.	পুরাতন এয়ার হেড কোয়ার্টার সংলগ্ন চৌরাস্তায় ফ্লাইওভারের নিচে স্থাপিত ট্রাফিক সিগন্যালের কন্ট্রোলার নষ্ট হওয়ায় নতুন কন্ট্রোলার স্থাপন কাজ।	১,৯৮,০০০/-	বিদ্যুৎ শাখার মেরামত খাত	১৫/৬/২০২০ তারিখের কার্যবৃত্তপত্রের মাধ্যমে অনুমোদিত।
৪.	ঢাকা সেনানিবাসের ডিজিএফআই সদর দপ্তরের প্রশাসনিক গেইট হতে পূর্ব দিকে শহিদ সরনির সংযোগ পর্যন্ত রাস্তার দক্ষিণ পার্শ্বের ড্রেন সংস্কার ও মেরামত কাজ।	৭৮,৩২১/-	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ (নির্দমা)	০৮/৬/২০২০ তারিখের কার্যবৃত্তপত্রের মাধ্যমে অনুমোদিত।
৫.	ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের আওতাধীন রাস্তায় ট্রাফিক নিয়ন্ত্রন এর লক্ষ্যে স্টীকার দ্বারা লিখা সাইনবোর্ড ০৫টি এবং ক্ষতিগ্রস্ত ১২টি সাইনবোর্ড মেরামত কাজ।	৭১,৬৩৫/-	বোর্ড তহবিল	৩০/৬/২০২০ তারিখের কার্যবৃত্তপত্রের মাধ্যমে অনুমোদিত।
৬.	শহিদ বদিউজ্জামান রোডস্থ ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড ডরমেটরীর দক্ষিণ পার্শ্বে নিরাপত্তা দেয়াল নির্মাণ কাজ।	২,৭২,৪৯৪/-	বোর্ড তহবিল	০৭/৭/২০২০ তারিখের কার্যবৃত্তপত্রের মাধ্যমে অনুমোদিত।
৭.	রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটস্থ মুরগী বাজারের পূর্ব ও উত্তর পার্শ্বে ড্রেন উঁচুকরণসহ মেরামত ও সংস্কার কাজ।	১,৬৪,২৩০/-	বাজারের মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খাত	০৭/৭/২০২০ তারিখের কার্যবৃত্তপত্রের মাধ্যমে অনুমোদিত।
৮.	রজনীগন্ধা স্টাফ কোয়ার্টার নং-৭ মেরামত ও রংকরণ কাজ।	৪২,৭৪৫/-	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	ড্রাইভার মোঃ কামাল হোসেন এর আবেদনপত্র।
৯.	নাখালপাড়া বায়তুল আতিক জামে মসজিদ ও মাদ্রাসার নিচতলা ও দোতলায় ফ্লোর এবং ওয়াল টাইলস্ স্থাপনসহ রংকরণ কাজ।	২০,০১,৯১৩/-	অনুদান	
১০.	ঢাকা সেনানিবাসের আওতাধীন প্রধান সড়কে নিরাপত্তাসহ সুষ্ঠুভাবে যানবাহন চলাচলের সুবিধার্থে ও মামলা নিষ্পত্তি কাজের জন্য বিভিন্ন মালামাল ও দ্রব্য সামগ্রী সরবরাহ।	১৪,৬৫,৮৪৫/-	বোর্ড তহবিল	০৯/৭/২০২০ তারিখের কার্যবৃত্তপত্রের মাধ্যমে অনুমোদিত।
১১.	ঢাকা সেনানিবাসের আওতাধীন ঢাকা ও মিরপুর সেনানিবাসের অভ্যন্তরে সড়কের সৌন্দর্য বর্ধন ও সুষ্ঠুভাবে যানবাহন চলাচলের সুবিধার্থে বিভিন্ন সরঞ্জামাদি সরবরাহ।	১৮,৪০,৯৬০/-	বোর্ড তহবিল	০৯/৭/২০২০ তারিখের কার্যবৃত্তপত্রের মাধ্যমে অনুমোদিত।
১২.	ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজ মিরপুর সেনানিবাসের সম্মুখে রাস্তার বাতি পরিবর্তন/মেরামত কাজ।	১,২৮,০০০/-	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ (বিদ্যুৎ)	০৭/৭/২০২০ তারিখের কার্যবৃত্তপত্রের মাধ্যমে অনুমোদিত।
১৩.	কচুক্ষেত পুরান বাজার এলাকার শহীদ বদিউজ্জামান রোড হতে পশ্চিম দিকে সিবি-১০৮/১ এর প্রবেশ রাস্তা পাকাকরণসহ ড্রেন পরিষ্কারকরণ কাজ।	৩,৯০,৪৮৪/-	বোর্ড তহবিল	
১৪.	শহীদ বদিউজ্জামান রোডে ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড ডরমিটরীর দক্ষিণ পার্শ্বে সিবি-২৭৫ হতে সিবি-২৭৩/২ পর্যন্ত রাস্তা পাকাকরণ কাজ।	১১,৪৮,৯১১/-	বোর্ড তহবিল	
১৫.	ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার ৭ নং রোডের স্টাফ কোয়ার্টার নং-৬৫/এ এর ২য় তলা মেরামত ও রংকরণ কাজ।	৩,৫২,৭২৫/-	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ (ঘর-বাড়ী)	

আলোচনা: ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের আওতাধীন এলাকায় বসবাসকারী নাগরিক এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের জন্য অত্যাবশ্যকীয় সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে উপরোল্লিখিত প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নের জন্য বিদ্যমান নিয়ম অনুসরণ করে মূল্যানুমান প্রস্তুত করা হয়েছে।

সিদ্ধান্ত: আলোচ্যবষিয়-৩০ এ উল্লেখিত ১৫টি প্রকল্প নিম্নবর্ণিতভাবে অনুমোদনের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হলোঃ-

৩০.১: মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খাত হতে ব্যয় নির্বাহ সাপেক্ষে ক্রমিক নং-১, ২, ৩, ৪, ৭ ও ১২ এ উল্লেখিত ৬(ছয়)টি প্রকল্প প্রেসিডেন্ট, ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড কর্তৃক মিনিটশীটের মাধ্যেমে অনুমোদন করায় ঘটনোত্তর অনুমোদনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। ক্রমিক নং-৮ ও ১৫ এ উল্লেখিত ২(দুই)টি প্রকল্পের মূল্যানুমান অনুমোদন করা হলো। দরপত্র আহ্বান করে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

৩০.২: ক্রমিক নং-৫, ৬, ১০ ও ১১ এ উল্লেখিত ৪(চার)টি প্রকল্প প্রেসিডেন্ট, ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড কর্তৃক মিনিটশীটের মাধ্যেমে অনুমোদন করায় ঘটনোত্তর অনুমোদনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। ক্রমিক নং-৯, ১৩ ও ১৪ এ উল্লেখিত ৩(তিন)টি প্রকল্পের মূল্যানুমান অনুমোদন করা হলো। উল্লেখিত প্রকল্পসমূহের মূল্যানুমান চূড়ান্ত অনুমোদনসহ প্রয়োজনীয় অনুদান বরাদ্দের জন্য সামরিক ভূমি ও ক্যান্টনমেন্ট অধিদপ্তরে প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে।

আলোচ্যবিষয়-৩১: ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের নিম্নলিখিত কাজের Responsive Tender অনুমোদন প্রসংগেঃ-

ক্রঃ নং	কাজের বিবরণ	অনুমোদিত মূল্যানুমান এমইএস সিডিউল অব রেইটস ২০১৬ মোতাবেক (টাকা)	Responsive Tenderer	উদ্ধৃত দর (টাকা)	ব্যয়ের খাত	মন্তব্য
১.	ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড জামে মসজিদে (আল্লাহ্ মসজিদ) এর পুরাতন এক তলা ভবন, ইমাম কোয়ার্টার ও পানির ওভারহেড ট্যাংক নিলামে বিক্রি।	৩,০২,২৭৬/-	মেসার্স জহির এন্টারপ্রাইজ	৩,১০,০০০/-	-	সর্বোচ্চ দর অনুমোদন।
২.	বারিধারা ডিওএইচএস এর সংযোগ সড়কের ৭৫টি নিরাপত্তা বাতির সেড নিচুকরণ কাজ।	১,৬৮,৫১০/-	মেসার্স হাবিব ট্রেডার্স	১,৬৮,৩৪১/-	সংশ্লিষ্ট ডিওএইচএস উন্নয়ন/বিবিধ/ বোর্ড তহবিল	
৩.	ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার ০১নং রোডের ০৪ নং গভীর নলকূপ বিকল হওয়ায় জরুরি পানি সরবরাহের লক্ষ্যে ৮৫ হর্স পাওয়ার সাবমারসিবল পাম্পমটর মেরামত, রিওয়্যান্ডিং ও পুনঃস্থাপন।	১,৫৫,০০০/-	বিল্লাল বোরিং এন্ড ইঞ্জিঃ ওয়ার্কস	১,৫৪,৫০০/-	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষন	
৪.	শহীদ সরনিস্থ সংবাদপত্র বিক্রয় কেন্দ্র হতে চৌরাস্তার উত্তর পার্শ্বে শহীদ আনোয়ার কোয়ার্টার পর্যন্ত কার্ভস্টোন দ্বারা আইল্যান্ড নির্মাণ (দৈর্ঘ্য-২৮১৯ ফুট)।	৩০,৬৪,২৫৩/-	এ জে এ ইন্টারন্যাশনাল	৩০,৬৩,২৪৯/-	বোর্ড তহবিল	ঘটনোত্তর অনুমোদন
৫.	শহীদ বীর বিক্রম রমিজ উদ্দিন ক্যান্টনমেন্ট কলেজের বাৎসরিক মেরামত ও সংস্কার কাজ।	৪,৯৮,১০৫/-	মেসার্স এমএন্ডএম এন্টারপ্রাইজ	৪,৯৭,৬০৬/-	কলেজের বাৎসরিক ও রক্ষণাবেক্ষণ খাত	
৬.	শহীদ বদিউজ্জামান রোডের ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড স্টাফ কোয়ার্টার নং ০১/সি (নিচতলা দক্ষিণ পার্শ্ব) বাসা মেরামত ও রংকরণ।	১,৮৯,৭৭৮/-	মেসার্স সেঞ্চুরী ইন্টারন্যাশনাল	১,৮৯,৩৯৮/-	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খাত (ঘর বাড়ী)	
৭.	ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার ১০ নং রোডের ৪৮/এ ভবন-১ (২য়তলা উত্তর পার্শ্ব) বাসা মেরামত ও রংকরণ।	৮৪,১৭৭/-	মেসার্স সেঞ্চুরী ইন্টারন্যাশনাল	৮৩,৯২৪/-	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খাত (ঘর বাড়ী)	
৮.	ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার ০৭ নং রোডের ৬৪/বি (নিচতলা পশ্চিম পার্শ্ব) বাসা মেরামত ও রংকরণ।	৬৫,৫৩৯/-	মেসার্স এম এইচ এন্টারপ্রাইজ	৬৫,৫৩৯/-	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খাত (ঘর বাড়ী)	
৯.	ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড অফিসের প্রকৌশল শাখার টয়লেটের পূর্ব পার্শ্বের রুমের পার্টিশন ওয়াল, ফ্লোর উঁচুকরণসহ আনুষংগিক কাজ।	৪,৮৫,০২২/-	মেসার্স সিফাত এন্টারপ্রাইজ	৪,৮৫,০২২/-	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খাত (ঘর বাড়ী)	
১০.	ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড অফিসের গ্যারেজের উত্তর পূর্ব কর্ণারে থাই এ্যালুমিনিয়ামের পার্টিশন দিয়ে ইলেকট্রিশিয়ান রুমের নির্মাণ কাজ।	১,৪৫,৫৪৭/৩১	মেসার্স সিফাত এন্টারপ্রাইজ	১,৪৫,৫৪৭/-	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খাত (ঘর বাড়ী)	
১১.	শহীদ সরনিস্থ স্টাফ রোডের দক্ষিণ পার্শ্বে ফুটপাত রক্ষার জন্য দেয়াল নির্মাণ কাজ।	২,৭৮,৮৭৬/-	মেসার্স তাহের এন্টারপ্রাইজ	২,৮৭,২৪২/-	বোর্ড তহবিল	
১২.	ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার ৬/এ নং রোড এর ৬৩নং বাড়ীর সম্মুখ হতে ৬৬/সি নং বাড়ীর সম্মুখ পর্যন্ত ড্রেন পরিস্কার, ড্রেন উচকরণ, স্লাব নির্মাণ ও ড্রেন সংলগ্ন রাস্তার কাঁচা অংশ পাকাকরণ কাজ।	৩,১৭,৯৩৭/-	মেসার্স হাবিব এন্ড সন্স কোং	৩,২৪,২৯৫/-	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষন (নর্দমা)	
১৩.	ঢাকা সেনানিবাসস্থ স্টাফ রোড এলাকার বিকাশন ডেকেয়ার সেন্টারের পার্কের জন্য আউটডোর টয়লেট এবং গেইমস্ ইকুইপমেন্ট সরবরাহ ও স্থাপন কাজ।	১০,৩১,০০০/-	বিগিনার্স এন্টারপ্রাইজ	১০,৩১,০০০/-	বোর্ড তহবিল	
১৪.	ঢাকা সেনানিবাসের আওতাধীন প্রধান সড়কে নিরাপত্তাসহ সুষ্ঠভাবে যানবাহন চলাচলের সুবিধার্থে ও মামলা নিষ্পত্তি কাজের জন্য বিভিন্ন ষ্টেশনারী দব্য সামগ্রী সরবরাহকরণ কাজ।	৫,১৮,৪১৫/-	মেসার্স এমএইচ এন্টারপ্রাইজ	৫,১৭,১১৫/-	বোর্ড তহবিল	

১৫.	ঢাকা সেনানিবাসস্থ লগ এরিয়া এফ আই ইউনিট সংলগ্ন এলাকায় পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার জন্য রাস্তাসহ একটি ডাষ্টবিন নির্মান কাজ।	২,৬৫,২৭০/-	মেসার্স আমিন ব্রাদার্স	২,৬৫,১৩৭/-	সাধারণ কন্জারভেন্সী খাত	
১৬.	বনানী সামরিক কবরস্থানের বাউন্ডারী ওয়াল ওয়েদারকোটকরণ, জানাজার নামায পড়ার স্থানে টাইলস্ স্থাপন, নতুন ফুটপাত নির্মাণ, হার্ডস্ট্যান্ড মেরামত, পুরাতন ফুটপাতে সিনথেটিক এনামেল পেইন্ট, টয়লেট সংস্কার ও ৬টি প্লাষ্টিকের চেয়ার ক্রয় করণ।	৩,০১,৭৪৭/-	মেসার্স আমিন ব্রাদার্স	৩,০১,৬৫৬/-	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	
১৭.	মিরপুর ডিওএইচএস এর স্যুয়ারেজ লাইন পরিষ্কার ও পিটের উপর ভাঙ্গা ঢাকনাগুলো মেরমত/প্রতিস্থাপন (রোড নং-১২/এ এবং ১২ আংশিক) কাজ।	৬৭,৩২৬/-	মেসার্স নয়ন এন্টারপ্রাইজ	৬৭,১৯১/-	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	
১৮.	শহীদ সরণিস্থ সেনাভবনের সম্মুখে আইল্যান্ড বিহীন অংশ মার্কিং মুছে পুনরায় সঠিকভাবে রোড মার্কিং পেইন্ট দ্বারা মার্কিং করণ কাজ।	৪৮,৪৮০/-	মেসার্স অর্পিতা ট্রেডার্স	৪৮,৩৮২/-	রাস্তাঘাট মেরামত খাত	
১৯.	ঢাকা সেনানিবাসের আওতাধীন প্রধান সড়কের নিরাপত্তা বাতি সচল রাখার লক্ষ্যে জরুরি ভিত্তিতে এলইডি লাইট সরবরাহকরণ কাজ।	২,৯৫,২০০/-	মেসার্স সেঞ্চুরী ইন্টারন্যাশনাল	২,৯৫,০০০/-	বিদ্যুৎ শাখার মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খাত (ঙ-২-খ)	
২০.	ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার ৭ নং রোডের পরিত্যক্ত সম্পত্তির বাসা নং-৬০ (নিচতলা) সংস্কার ও রংকরণ কাজ।	৩,৭৯,৮২৩/-	মেসার্স এমএইচ এন্টারপ্রাইজ	৩,৭৯,৮২৩/-	পরিত্যক্ত সম্পত্তির খাত	
২১.	শহিদ বদিউজ্জামান রোডের ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড স্টাফ কোয়ার্টার নং-১/সি (২য় তলা পশ্চিম পার্শ্ব) মেরামত ও রংকরণ কাজ।	১,০২,১৯২/-	মেসার্স মিলন এন্টারপ্রাইজ	১,০২,১৯২/-	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ (ঘর বাড়ী)	

আলোচনা: আলোচ্য বিষয়-৩১ এ বর্ণিত ছকে প্রকল্পগুলোর মূল্যানুমান বোর্ডসভা এবং সামরিক ভূমি ও ক্যান্টনমেন্ট অধিদপ্তরের অনুমোদনক্রমে বাস্তবায়নের জন্য দরপত্র আহবান করা হয়। গ্যারিসন ডিউটি অফিসার (জিডিও)'র উপস্থিতিতে টেন্ডার ওপেনিং কমিটির সম্মুখে দরপত্র বাক্স খোলা হয় এবং টেন্ডার ইভ্যালুয়েশন কমিটি (টিইসি) কর্তৃক পর্যালোচনা করে সুনির্দিষ্ট মতামত প্রদান করা হয়েছে।

সিদ্ধান্ত:

৩১.১: আলোচ্যবিষয়-৩১ এর ক্রমিক নং-৩, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১২, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯ ও ২১ এ বর্ণিত ১৪(চৌদ্দ)টি প্রকল্পের দর অনুমোদনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। কার্যাদেশ প্রদান করে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

৩১.২: আলোচ্যবিষয়-৩১ এর ক্রমিক নং-২, ৪, ১১, ১৩ ও ১৪ এ বর্ণিত ৫(পাঁচ)টি প্রকল্পের দর অনুমোদনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য সামরিক ভূমি ও ক্যান্টনমেন্ট অধিদপ্তরে প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে।

৩১.৩: আলোচ্যবিষয়-৩১ এর ক্রমিক নং-২০ এ বর্ণিত প্রকল্পটির দর অনুমোদন করা হলো এবং পরিত্যক্ত সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা বোর্ডের অনুমোদনক্রমে বাস্তবায়ন করতে হবে।

৩১.৪: আলোচ্যবিষয়-৩১ এর ক্রমিক নং-১ এ উল্লেখিত নিলামের সর্বোচ্চ দরটি অনুমোদন করা হলো।

আলোচ্যবিষয়-৩২: ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের আওতাধীন ০৭টি যানবাহন সংকেত বাতি বাৎসরিক মেরামত কাজে নিয়োজিত আরএফ ইঞ্জিনিয়ারিং এর চুক্তির মেয়াদ ৩০ জুন ২০২০ তারিখে শেষ হবে। ২০২০-২০২১ আর্থিক সালে সেনানিবাসের ট্রাফিক সিগন্যাল বাতি সচল রাখার লক্ষ্যে চুক্তি মেয়াদ বর্ধিতকরণের বিষয়ে উক্ত প্রতিষ্ঠানের ১৭ জুন ২০২০ তারিখের আবেদনপত্র প্রসংগে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত।

আলোচনা: ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের আওতাধীন ০৭টি যানবাহন সংকেত বাতি যথাক্রমে-(১) হাজী মহসিন ক্রসিং (২) শহীদ আনোয়ার ক্রসিং (৩) স্টাফ রোড ক্রসিং (৪) রজনীগন্ধা সুপার মার্কেট ক্রসিং (৫) জিয়া কলোনী ক্রসিং (৬) মাটি কাটা ক্রসিং (৭) ফ্লাইওভার নিচ ক্রসিং বাতি মেরামত কাজে নিয়োজিত আরএফ ইঞ্জিনিয়ারিং এর চুক্তির মেয়াদ ৩০ জুন ২০২০ তারিখে উত্তীর্ণ হবে। বোর্ডসভার অনুমোদনক্রমে বর্তমানে ০৭টি যানবাহন সংকেত বাতি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রতি মাসে ১৭,৫০০/- টাকা দেয়া হচ্ছে। বর্তমান বাজারে সকল জিনিসপত্রের দাম বৃদ্ধি হওয়ার কারণে এ টাকায় একজন টেকনিশিয়ান, হেলপার ও ভ্যান চালকসহ সম্মিলিতভাবে মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ টিম

চালানো দুষ্কর হয়ে পড়েছে মর্মে আবেদনে জানানো হয়েছে। এমতাবস্থায়, এ জনবল নিয়ে যথাযথভাবে মেরামত চালাতে প্রতি মাসে ১৭,৫০০/- টাকার পরিবর্তে ২৫,০০০/- (পঁচিশ হাজার) টাকা নির্ধারণ করার জন্য মেরামতকারী প্রতিষ্ঠান আরএফ ইঞ্জিনিয়ারিং কর্তৃক ১৭ জুন ২০২০ তারিখে আবেদন করা হয়েছে (কপি সংযুক্ত)। উল্লেখ্য, আরএফ ইঞ্জিনিয়ারিং কর্তৃক ট্রাফিক সিগন্যাল বাতি রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে সেনানিবাসের নিরাপত্তা বাতি সচল রাখা হচ্ছে। মেরামত কাজের পরবর্তী চুক্তির মেয়াদ ০১ জুলাই ২০২০ হতে ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত একবছর বৃদ্ধিসহ মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ ফি প্রতি মাসে ২৫,০০০/- (পঁচিশ হাজার) টাকা নির্ধারণ করার জন্য উক্ত প্রতিষ্ঠান আবেদন করেছেন। আলোচনা ও সিদ্ধান্তের জন্য উপস্থাপন করা হলো।

সিদ্ধান্ত: প্রস্তাবনাটির উপর বিস্তারিত আলোচনান্তে ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের আওতাধীন ০৭টি যানবাহন সংকেত বাতি বাৎসরিক মেরামত কাজের জন্য বহুল প্রচারিত দৈনিক পত্রিকার মাধ্যমে দরপত্র আহ্বান করে মেরামতকারী প্রতিষ্ঠান নিয়োগের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

আলোচ্যবিষয়-৩৩: গত ১৯ মে ২০২০ তারিখের বোর্ডসভার আলোচ্য বিষয়-১০ এর সিদ্ধান্তের অনুবৃত্তিক্রমে ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের আওতাধীন মার্কেটসমূহে ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড কর্তৃক সরবরাহকৃত বিদ্যুৎ বিলের হার বৃদ্ধিকরণ প্রসংগে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত।

আলোচনা: ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের আওতাধীন মার্কেটসমূহে ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড কর্তৃক সরবরাহকৃত বিদ্যুৎ বিলের হার বৃদ্ধির বিষয়ে গত ১৯ মে ২০২০ তারিখের বোর্ডসভার আলোচ্য বিষয়-১০ এর মাধ্যমে নীতিগত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং সরেজমিনে যাচাই করে বর্ধিত বিদ্যুৎ বিলের হার প্রস্তাব করার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কমিটি কর্তৃক সরেজমিনে পরিদর্শন করে বিভিন্ন মার্কেটের বিদ্যুৎ বিল সংক্রান্ত বিষয়ে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়। নিম্নে সংগ্রহকৃত তথ্য উপাত্ত ছক আকারে বিস্তারিত উল্লেখ করা হলো :

ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড আওতাধীন মার্কেট সমূহের বর্তমান দর (প্রতি ইউনিট)	মনি-মুক্তা প্লাজা সেকশন-১০, মিরপুর বিদ্যুৎ এর দর (প্রতি ইউনিট)	হযরত শাহ আলী প্লাজা সেকশন-১০, মিরপুর বিদ্যুৎ এর দর (প্রতি ইউনিট)	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন মার্কেট, গুলশান-২, ঢাকা বিদ্যুৎ এর দর (প্রতি ইউনিট)
১১.০০ টাকা	১২.০০ টাকা	১৩.০০ টাকা	১৫.৩৬ টাকা

উল্লেখিত মার্কেটসমূহে গত ৩ বছর এ হারে প্রতি ইউনিট বিদ্যুৎ বিল আদায় করা হচ্ছে। সম্প্রতি এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন কর্তৃক বিদ্যুৎ বিল বৃদ্ধি করায় ভবিষ্যতে বিদ্যুৎ বিলের ইউনিট রেইট বৃদ্ধি করার পরিকল্পনা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের রয়েছে। উল্লেখ্য, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন মার্কেটসমূহের প্রতি ইউনিট বিদ্যুৎ বিলের নির্ধারিত রেটের অফিস আদেশ স্মারক নং- ৪৬.১০.০০০০.০০৬.৯৯. ১৮৪.১৫-১২৬, তারিখ ১৫/০২/২০১৮ ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন হতে সংগ্রহ করা হয়েছে, যা ১১/১২/২০১৭ হতে কার্যকরী। ক্যান্টনমেন্ট এলাকার রক্ষণাবেক্ষণ সিটি কর্পোরেশনের ন্যায় ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড কর্তৃক সম্পাদন করা হয়। ডিএনসিসি মার্কেটের বিদ্যুৎ বিলের ইউনিট প্রতি দর ১৫.৩৬ টাকার সাথে সামঞ্জস্য রেখে ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের আওতাধীন মার্কেটসমূহে (রজনীগন্ধা সুপার মার্কেট, রজনীগন্ধা টাওয়ার, ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড মার্কেট এবং মিরপুর ডিওএইচএস শপিং কমপ্লেক্স) বিদ্যুৎ বিলের ইউনিট প্রতি দর বৃদ্ধি করে ১৫.৫০ (পনের টাকা পঞ্চাশ পয়সা) টাকা নির্ধারণ করার বিষয়ে কমিটি সুপারিশ করেছে। এছাড়া অন্যান্য চার্জ ও শর্তাবলী অপরিবর্তিত থাকবে। যা ০১ জুন ২০২০ হতে কার্য্যকর করা যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত: বিস্তারিত আলোচনান্তে ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের আওতাধীন মার্কেটসমূহে ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড কর্তৃক সরবরাহকৃত বিদ্যুৎ বিল প্রতি ইউনিট ১৫/৫০ (পঁনের টাকা পঞ্চাশ পয়সা) হারে ধার্য করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো যা ০১ জুলাই, ২০২০ তারিখ হতে কার্যকর হবে।

আলোচ্যবিষয়-৩৪: ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট (ইমারত নির্মাণ) উপ-আইন, ২০২০ এর ১৯ নং অনুচ্ছেদ পূরণকল্পে কারিগরী ব্যক্তিকে বোর্ডের তালিকাভূক্ত করণ প্রসংগে।

আলোচনা: ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট (ইমারত নির্মাণ) উপ-আইন, ২০২০ গত ২৮ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে বাংলাদেশে গেজেটে প্রকাশিত হয়েছে। উক্ত উপ-আইন এর ১৯ নং অনুচ্ছেদ পূরণকল্পে কারিগরী ব্যক্তিকে বোর্ডের তালিকাভূক্ত করার লক্ষ্যে নির্ধারিত ফরমে আবেদনপত্র আহবান করা হলে প্রকৌশলী হিসেবে তালিকাভূক্ত হওয়ার জন্য ৫৪ জন এবং স্থপতি হিসেবে তালিকাভূক্ত হওয়ার জন্য ৪৯ জনসহ সর্বমোট ১০৩(একশত তিন) জন আবেদনপত্র ও সংশ্লিষ্ট কাগজাদি ০৫ জুলাই ২০২০ তারিখ পর্যন্ত জমা করেন। যা সিএমইএস (আর্মি), ঢাকা সেনানিবাসকে আহ্বায়ক করে গঠিত কমিটি কর্তৃক যাচাই বাছাই করা হয়েছে। যাচাই বাছাইয়ন্তে ২৬ জন প্রকৌশলী ও ২২ জন স্থপতির আবেদনপত্র ও সংশ্লিষ্ট কাগজাদি সম্পূর্ণ ও সঠিক পাওয়া গেছে। প্রকৌশলী/স্থপতি এর নিবন্ধন ফি এককালীন ০৫(পাঁচ) বছরের জন্য ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা ও

০৫(পাঁচ) বছর পর পরবর্তী প্রতি বছরের জন্য নবায়ন ফি ১,০০০/- (এক হাজার) টাকা গ্রহণ সাপেক্ষে নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিবর্গকে নিবন্ধন করা যেতে পারেঃ

(ক) প্রকৌশলী

ক্র/নং	প্রকৌশলী	পেশাজীবি প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধন নম্বর
১.	মোঃ মঈনুল হোসাইন	FIEB-10955
২.	শাহ মাসুদুল হক	FIEB-12297
৩.	মোঃ ময়নুল ইসলাম আনসারী	FIEB-8103
৪.	মোঃ মিনহাজ উদ্দিন বায়েজিদ	MIEB-22349
৫.	অসীম কুমার মন্ডল	MIEB-35509
৬.	এ. কে. এম. সাইফুল বারি	FIEB-8374
৭.	বেনজীর আহমেদ	FIEB-7072
৮.	কাজী মোস্তাবেউর রায়হান	FIEB-9802
৯.	মোঃ আমিমুল এহসান	MIEB-28900
১০.	মুহাম্মদ শাফায়েত হোসেন	MIEB-26195
১১.	মোঃ আদিলুর রহমান	MIEB-25043
১২.	আব্দুর রহমান	MIEB-23489
১৩.	আল মামুন	MIEB-26476
১৪.	মুহাম্মদ আরমান	MIEB-22108
১৫.	মোঃ আব্দুল কুদ্দুস	MIEB-21384
১৬.	মোহাম্মদ রকীবুর রহমান	MIEB-26221
১৭.	খন্দকার নুরুজ্জামান	MIEB-21932
১৮.	মো: বাবুল আক্তার	MIEB-19413
১৯.	মো: ফিরোজ আলম	FIEB-12796
২০.	মোহাম্মদ মাহবুবুল আলম	MIEB-19328
২১.	আব্দুল্লাহ আল মামুন	MIEB-21936
২২.	নাছিমা সুলতানা	MIEB-20197
২৩.	এম শামিমুজ্জামান বসুনিয়া	FIEB-1317
২৪.	মোঃ আবু সেলীম মোল্লা	FIEB-7701
২৫.	মোঃ নূরুল মোমেন খান	FIEB-7611
২৬.	মোঃ আব্দুস সামাদ	MIEB-15249

(খ) স্থপতি :

ক্র/ কং	স্থপতি	পেশাজীবি প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধন নম্বর
১.	মোঃ আশরাফুল কাউসার	K-১৩৫
২.	রাইয়ান ইবনে এমদাদ	E-০১৩
৩.	মোঃ মোমিনুল ইসলাম	I-০৪৮
৪.	এ বি এম মাহবুবুল মালিক	M-০১৯
৫.	মোহাম্মদ মশিউল আলম	U-১১১
৬.	মোঃ শাহাবুদ্দিন মাহমুদ	AM-২০৭
৭.	মৃন্ময় অধিকারী	A-১২১
৮.	আলবাব আহমেদ	A-০৬৮
৯.	বদরুল খালেক শামায়েল ইনান	I-০১৫
১০.	সৌমেন হাজরা	H-১০৯
১১.	খন্দকার আশিফুজ্জামান	A-১৯৪
১২.	আবু ইসমাইল মোঃ মারুফ-উল-আহসান	A-১৮৭
১৩.	মোঃ মামুনুর রশীদ	R-০৮৯
১৪.	মোহাম্মদ আরিফুল ইসলাম	AI-২০৬
১৫.	মোঃ হাফিজুর রহমান	CR-১৮৯
১৬.	আবু আনাছ ফয়সাল	F-০১২
১৭.	আলমগীর মাহমুদ	M-০৬৩
১৮.	মো: তারিফুর রহমান সিদ্দিকী	S-০৮৬
১৯.	মোহাম্মদ ফয়েজ উল্লাহ	U-০০৮
২০.	ফরহাদ-আল-মামুন	M-০৪৪

২১.	সৈয়দ মোঃ শাহরিয়ার সিদ্দিকী	S-০৫৬
২২.	সেঁজুতি শারমীন	AS-২৯২

সিদ্ধান্ত: বিস্তারিত আলোচনান্তে উল্লেখিত তালিকা মোতাবেক ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডে প্রকৌশলী হিসেবে ২৬(ছাব্বিশ) জন এবং স্থপতি হিসেবে ২২(বাইশ) জনকে ৫(পাঁচ) বছরের জন্য নিবন্ধন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। পাঁচ বছরের জন্য নিবন্ধন ফি ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা এককালীন পরিশোধ করতে হবে। মেয়াদ উত্তীর্ণের পর প্রতি বছরের জন্য নবায়ন ফি ১,০০০/- (এক হাজার) টাকা ধার্য করা হলো।

আলোচ্যবিষয়-৩৫: ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড জামে মসজিদ (আল্লাহ মসজিদ) এর পুরাতন ভবন হতে অপসারণকৃত ০৬(ছয়)টি পুরাতন জেনারেল এসির প্রকৃত বাজারমূল্য ঘটনোত্তর অনুমোদন প্রসংগে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত।

আলোচনা: ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড জামে মসজিদ (আল্লাহ মসজিদ) এর পুরাতন ভবন হতে অপসারণকৃত ০৬(ছয়)টি জেনারেল এসির প্রকৃত বাজার মূল্য নির্ধারণ এবং নিলাম ডাকের মাধ্যমে বিক্রির জন্য ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের ৩০ জুন, ২০২০ তারিখের ২৩.২২.৭০০১.০১১.৩৮.০১৪.১৯.৮১-৮৩০ নং পত্রের মাধ্যমে একটি কমিটি গঠন করা হয়। অপাসারণকৃত ০৬(ছয়)টি পুরাতন জেনারেল এসি কমিটির সভাপতিসহ সকল সদস্য কর্তৃক সরেজমিন পরিদর্শন করে ৩,০০,০০০/- (তিন লক্ষ) টাকার এমআরপি নির্ধারণ করা হয়। বিষয়টি মিনিটশীটের মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট, ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড কর্তৃক গত ০৭ জুলাই, ২০২০ তারিখে অনুমোদন করা হয়। ঘটনোত্তর অনুমোদনের বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত।

সিদ্ধান্ত: ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড জামে মসজিদ (আল্লাহ মসজিদ) এর পুরাতন ভবন হতে অপসারণকৃত ০৬(ছয়)টি পুরাতন জেনারেল এসির কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত বাজারমূল্য ৩,০০,০০০/- (তিন লক্ষ) টাকা ঘটনোত্তর অনুমোদনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

আলোচ্যবিষয়-৩৬: ট্রেন্সিং গ্রাউন্ডে ময়লা-আবর্জনা সরানো ও লেভেলিং করণের জন্য ২০০ জন দৈনিক শ্রমিক নিয়োগের নিমত্ত জনপ্রতি দৈনিক ৫০০/- (পাঁচশত) টাকা হিসেবে ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা ব্যয়ের ঘটনোত্তর অনুমোদনের বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত।

আলোচনা: ট্রেন্সিং গ্রাউন্ডে ময়লা-আবর্জনা সরানো ও লেভেলিং করনের জন্য ২০০ জন দৈনিক শ্রমিক নিয়োগের জন্য প্রতিদিন ৪০ জন করে ০৫ দিনে মোট ২০০ জন দৈনিক শ্রমিক নিয়োগ বাবদ প্রতিজন শ্রমিকের মজুরী ৫০০/-(পাঁচশত) টাকা হিসেবে মোট ১,০০,০০০/-(এক লক্ষ) টাকা ব্যয়ের বিষয়ে ২০ মে ২০২০ তারিখে কার্যবৃত্তপত্রের মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট, ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড কর্তৃক অনুমোদন নেয়া হয়। উক্ত ব্যয় সাধারণ কঞ্জারভেন্সী খাত হতে নির্বাহ করা হবে। ঘটনোত্তর অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হলো।

সিদ্ধান্ত: বিস্তারিত আলোচনান্তে ট্রেন্সিং গ্রাউন্ডে ময়লা-আবর্জনা সরানো ও লেভেলিং করণের জন্য ২০০ জন দৈনিক শ্রমিক নিয়োগের নিমিত্ত জনপ্রতি দৈনিক ৫০০/- (পাঁচশত) টাকা হিসেবে ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা ব্যয়ের ঘটনোত্তর অনুমোদনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। উক্ত কাজের যাবতীয় ব্যয় সাধারণ কঞ্জারভেন্সী খাত হতে সংকুলান করতে হবে।

আলোচ্যবিষয়-৩৭: করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) প্রতিরোধের লক্ষ্যে ঢাকা সেনানিবাস এলাকা জীবাণুমুক্ত করণের জন্য ২০(বিশ) ড্রাম ব্লিচিং ক্রয়ের জন্য (৪,৭০০/- × ২০) = ৯৪,০০০/- (চুরানব্বই হাজার) টাকা ব্যয়ের ঘটনোত্তর অনুমোদন প্রসংগে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত।

আলোচনা: করোনা ভাইরাস (কোভিট-১৯) এর ছুটিকালীন সময়ে ঢাকা সেনানিবাস এলাকা জীবাণুমুক্ত করনের লক্ষ্যে প্রধান রাস্তা ও ক্যান্টনন্টে বোর্ড আবাসিক এলাকায় পানির সাথে ব্লিচিং পাউডারের দ্রবণ ছিটানোর লক্ষ্যে প্রথম পর্যায়ে ২০(বিশ) ড্রাম প্রতি ড্রামে ৫০(পঞ্চাশ) কেজির ক্রয়ের জন্য প্রতি ড্রাম ৪৭০০/- (চার হাজার সাতশত) টাকা হিসেবে ৯৪,০০০/- (চুরানববই হাজার) টাকা ব্যয়ের বিষয়ে ১৫ জুন ২০২০ তারিখে কার্যবৃত্তপত্রের মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট, ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড কর্তৃক অনুমোদন নেয়া হয়। উক্ত ব্যয় সাধারণ কঞ্জারভেন্সী খাত হতে নির্বাহ করা হবে। ঘটনোত্তর অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হলো।

সিদ্ধান্ত: করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) প্রতিরোধের লক্ষ্যে ঢাকা সেনানিবাস এলাকা জীবাণুমুক্ত করণের জন্য ২০(বিশ) ড্রাম ব্লিচিং ক্রয়ের জন্য (৪,৭০০/- × ২০) = ৯৪,০০০/- (চুরানব্বই হাজার) টাকা ব্যয়ের ঘটনোত্তর অনুমোদনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। উক্ত কাজের যাবতীয় ব্যয় সাধারণ কঞ্জারভেন্সী খাত হতে নির্বাহ করতে হবে।

আলোচ্যবিষয়-৩৮: ঢাকা সেনানিবাসস্থ সদর দপ্তর লগ এরিয়া এফআই ইউনিট সংলগ্ন এলাকায় পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার জন্য রাস্তাসহ একটি ডাস্টবিন নির্মাণ কাজের জন্য ২,৬৫,২৭০/- (দুই লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার দুইশত সত্তর) টাকা ব্যয়ের ঘটনোত্তর অনুমোদনসহ উক্ত কাজের জন্য মেসার্স আমিন ব্রাদার্স কর্তৃক দাখিলকৃত ২,৬৫,১৩৭/- (দুই লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার একশত সাইত্রিশ) টাকার সর্বনিম্ন দর ঘটনোত্তর অনুমোদনের বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত।

আলোচনা: ঢাকা সেনানিবাসস্থ লগ এরিয়া এফআই ইউনিট সংলগ্ন এলাকায় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার জন্য চাহিদা অনুযায়ী রাস্তাসহ ০১(একটি) ডাষ্টবিন নির্মাণ কাজের প্রয়োজন হওয়ায় এমইএস সিডিউল অব রেইটস ২০১৬ অনুযায়ী ২,৬৫,২৭০/- (দুই লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার দুইশত সত্তর) টাকা ব্যয়ের বিষয়ে ১১ মার্চ ২০২০ তারিখে কার্যবৃত্তপত্রের মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট, ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড কর্তৃক অনুমোদন নেয়া হয়। উক্ত ব্যয় সাধারণ কঞ্জারভেন্সী খাত হতে নির্বাহ করা হবে। ঘটনোত্তর অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হলো।

ক্র/নং	বিবরণ	পরিমান	মোট টাকা
১.	৮´×৬´ সাইজের ডাষ্টবিন নির্মাণ করন বাবদ	০১টি	৭৫,৮৫৯.০৭
২.	ডাষ্টবিনের কাছে ট্রাক গমনের জন্য ১৬০´ দৈর্ঘ্যের রাস্তা নির্মাণ করন বাবদ।	০১টি	১,৮৯,৪১১.০০
		সর্বমোট=	২,৬৫,২৭০.০৭
		ধরি=	২,৬৫,২৭০.০০

সিদ্ধান্ত: আলোচনান্তে ঢাকা সেনানিবাসস্থ সদর দপ্তর লগ এরিয়া এফআই ইউনিট সংলগ্ন এলাকায় পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার জন্য রাস্তাসহ একটি ডাস্টবিন নির্মাণ কাজের জন্য ২,৬৫,২৭০/- (দুই লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার দুইশত সত্তর) টাকা ব্যয়ের ঘটনোত্তর অনুমোদনসহ উক্ত কাজের জন্য মেসার্স আমিন ব্রাদার্স কর্তৃক দাখিলকৃত ২,৬৫,১৩৭/- (দুই লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার একশত সাইত্রিশ) টাকার সর্বনিম্ন দর ঘটনোত্তর অনুমোদনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। উক্ত কাজের যাবতীয় ব্যয় সাধারণ কঞ্জারভেন্সী খাত হতে সংকুলান করতে হবে।

আলোচ্যবিষয়-৩৯: বানৌজা হাজী মহসিন, ঢাকা সেনানিবাসে কর্মরত ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের পরিচ্ছন্নতা কর্মী ও ড্রাইভারদের পোষাক প্রদানের নিমিত্ত ৩,৯৮,০০০/- (তিন লক্ষ আটানব্বই হাজার) টাকা ব্যয়ের ঘটনোত্তর অনুমোদনের বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত।

আলোচনা: বানৌজা হাজী মহসিন, ঢাকা সেনানিবাসে ১৯-০৫-২০২০ তারিখের ২৩.০২.২৬০৮.২১১.৫১.৮০০. ২০.৪৩৫৩ নং পত্রের আলোকে ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের কর্মরত ড্রাইভার ও পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের নিম্নবর্ণিত পোষাক প্রদানের নিমিত্ত ৩,৯৮,০০০/- (তিন লক্ষ আটানব্বই হাজার) টাকা ব্যয়ের বিষয়ে ৩১ মে ২০২০ তারিখে কার্যবৃত্তপত্রের মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট, ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড কর্তৃক অনুমোদন নেয়া হয়। উক্ত ব্যয় বানৌজা হাজী মহসিন (চ-৯-আ) খাত হতে নির্বাহ করা হবে। ঘটনোত্তর অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হলো:-

ক্র/নং	বিবরণ	পরিমান	দর	মোট টাকা
১.	পরিচ্ছন্নতাকর্মী- ৪০ জনের ০২ সেট করে পোষাক	৮০ সেট	২৫০০.০০	২০০০০০.০০
২.	ড্রাইভার-০১ জনের পোষাক	০২ সেট	৩৫০০.০০	৭০০০.০০
৩.	পরিচ্ছন্নতাকর্মী- ০৬ জনের ০২ সেট করে পোষাক	১২ সেট	২৫০০.০০	৩০০০০.০০
৪.	পরিচ্ছন্নতাকর্মী- ৪৬ জনের ০১ সেট করে গামবুট	৪৬ সেট	১৫০০.০০	৬৯০০০.০০
৫.	পরিচ্ছন্নতাকর্মী- ৪৬ জনের ০১ সেট করে রেইনকোট	৪৬ সেট	২০০০.০০	৯২০০০.০০
			মোট	৩,৯৮,০০০.০০

সিদ্ধান্ত: বানৌজা হাজী মহসিন, ঢাকা সেনানিবাসে কর্মরত ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের পরিচ্ছন্নতা কর্মী ও ড্রাইভারদের পোষাক প্রদানের নিমিত্ত ৩,৯৮,০০০/- (তিন লক্ষ আটানব্বই হাজার) টাকা ব্যয়ের ঘটনোত্তর অনুমোদনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। উক্ত কাজের যাবতীয় ব্যয় নৌ বাহিনী কঞ্জারভেন্সী (চ-৯-অ) খাত হতে সংকুলান করতে হবে।

আলোচ্যবিষয়-৪০: স্টাফ রোড এবং শহীদ মঈনুল রোড এলাকার বাগানের কাজের জন্য বিভিন্ন মালামাল ক্রয়ের নিমিত্ত ৬২,৯৫০/- (বাষট্টি হাজার নয়শত পঞ্চাশ) টাকা ব্যয়ের ঘটনোত্তর অনুমোদন প্রসংগে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত।

আলোচনা: স্টাফরোড এবং শহীদ মঈনুলরোড এলাকার বাগানের কাজের জন্য মালামাল ক্রয়ের জন্য ৬২,৯৫০/- (বাষট্টি হাজার নয়শত পঞ্চাশ) টাকা টাকা ব্যয়ের বিষয়ে ৩১ মে ২০২০ তারিখে কার্যবৃত্তপত্রের মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট, ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড কর্তৃক অনুমোদন নেয়া হয়। উক্ত ব্যয় উদ্যান খাত হতে নির্বাহ করা হবে। ঘটনোত্তর অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হলো।

ক্র/নং	বিবরণ	পরিমান	দর	মোট টাকা
১.	বিদেশী আপেল গাছ ড্রামে (ফলসহ)	০১টি	১৪৫০০.০০	১৪৫০০.০০
২.	বিদেশী মালবেরী গাছ ড্রামে (ফলসহ)	০১টি	৫৭০০.০০	৫৭০০.০০
৩.	বিদেশী স্ট্রবেরী ফলসহ গাছ	০১টি	৭১৫০.০০	৭১৫০.০০
৪.	বিদেশী লাল জাতের কাঠাল গাছ কলমের ফলসহ গাছ	০১টি	১৪০০.০০	১৪০০.০০
৫.	বিদেশী সরিফা গাছ ফলসহ	০১টি	২৫০০.০০	২৫০০.০০
৬.	ব্লিচিং পাউডার	০২ ড্রাম	৪৭০০.০০	৯৪০০.০০
৭.	বিদেশী মাল্টা গাছ ফলসহ ড্রামে	০১টি	২৮০০.০০	২৮০০.০০
৮.	বিদেশী বাগান বিলাস গাছ ফুলসহ ড্রামে	১০টি	১৯৫০.০০	১৯৫০০.০০
			মোট	৬২,৯৫০.০০

সিদ্ধান্ত: স্টাফ রোড এবং শহীদ মঈনুল রোড এলাকার বাগানের কাজের জন্য বিভিন্ন মালামাল ক্রয়ের নিমিত্ত ৬২,৯৫০/- (বাষট্টি হাজার নয়শত পঞ্চাশ) টাকা ব্যয়ের ঘটনোত্তর অনুমোদনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। উক্ত কাজের যাবতীয় ব্যয় উদ্যান খাত হতে সংকুলান করতে হবে।

আলোচ্যবিষয়-৪১: বানৌজা শেখ মুজিব, খিলক্ষেত, নামাপাড়া, ঢাকার কঞ্জারভেন্সী কাজের জন্য বিভিন্ন মালামাল ক্রয়ের নিমিত্ত ১,৪৫,১৬০/- (এক লক্ষ পঁয়তাল্লিশ হাজার একশত ষাট) টাকা ব্যয়ের ঘটনোত্তর অনুমোদন প্রসংগে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত।

আলোচনা: বানৌজা শেখ মুজির, খিলক্ষেত, নামাপাড়া, ঢাকার কঞ্জারভেন্সী কাজের জন্য নিম্নবর্ণিত মালামাল ক্রয়ের জন্য ১,৪৫,১৬০/- (এক লক্ষ পঁয়তাল্লিশ হাজার একশত ষাট) টাকা ব্যয়ের বিষয়ে ১৩ মে ২০২০ তারিখে কার্যবৃত্তপত্রের মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট, ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড কর্তৃক অনুমোদন নেয়া হয়। উক্ত ব্যয় বানৌজা শেখ মুজির, খিলক্ষেত, নামাপাড়া, ঢাকার কঞ্জারভেন্সী খাত হতে নির্বাহ করা হবে। ঘটনোত্তর অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হলো।

ক্র/নং	বিবরণ	পরিমান	দর	মোট টাকা
১.	প্লাস্টিক পাইপ ডায়া-১ ইঞ্চি	৮০০ মি:	৩৫.০০	২৮০০০.০০
২.	ফ্লোর মুভার	০৭টি	৩৯০০.০০	২৭৩০০.০০
৩.	ফ্লোর ড্রাই মুভার	১৫টি	৫১০.০০	৭৬৫০.০০
৪.	ফ্লোর ও বাথরুম পরিস্কারের সুতি মুভার	২০টি	৩৮০.০০	৭৬০০.০০
৫.	লাক্স হ্যান্ডওয়াস রিফিল	৪৪টি	৬৫.০০	২৮৬০.০০
৬.	হাতওয়ালা প্লাস্টিক ব্রাস (আরএফএল)	১০টি	৩৬৫.০০	৩৬৫০.০০
৭.	গার্বেজ ব্যাগ	৩০০টি	৮০.০০	২৪০০০.০০
৮.	মশার কয়েল	৪০০ প্যা:	৭০.০০	২৮০০০.০০
৯.	গোবর সার	৩৫০ ব:ফু:	৪৬.০০	১৬১০০.০০
				১,৪৫,১৬০.০০

সিদ্ধান্ত: বানৌজা শেখ মুজির, খিলক্ষেত, নামাপাড়া, ঢাকার কঞ্জারভেন্সী কাজের জন্য বিভিন্ন মালামাল ক্রয়ের নিমিত্ত ১,৪৫,১৬০/- (এক লক্ষ পঁয়তাল্লিশ হাজার একশত ষাট) টাকা ব্যয়ের ঘটনোত্তর অনুমোদনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। উক্ত কাজের যাবতীয় ব্যয় বানৌজা শেখ মুজিব, খিলক্ষেত, নামাপাড়া, ঢাকার কঞ্জারভেন্সী খাত হতে নির্বাহ করতে হবে।

আলোচ্যবিষয়-৪২: শহীদ সরনিস্থ সেনাভবন সংলগ্ন বাগানের জন্য বিভিন্ন মালামাল ক্রয়ের নিমিত্ত ১,৯৯,৬০০/- (এক লক্ষ নিরানব্বই হাজার ছয়শত) টাকা ব্যয়ের ঘটনোত্তর অনুমোদন প্রসংগে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত।

আলোচনা: শহীদ শরনিস্থ সেনাভবনের সামনের বাগানের কাজের নিম্নবর্ণিত মালামাল ক্রয়ের জন্য ১,৯৯,৬০০/- (এক লক্ষ নিরানব্বই হাজার ছয়শত) টাকা ব্যয়ের বিষয়ে ১৭ মে ২০২০ তারিখে কার্যবৃত্তপত্রের মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট, ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড কর্তৃক অনুমোদন নেয়া হয়। উক্ত ব্যয় উদ্যান খাত হতে নির্বাহ করা হবে।

আলোচ্যবিষয়-৪০: স্টাফ রোড এবং শহীদ মঈনুল রোড এলাকার বাগানের কাজের জন্য বিভিন্ন মালামাল ক্রয়ের নিমিত্ত ৬২,৯৫০/- (বাষট্টি হাজার নয়শত পঞ্চাশ) টাকা ব্যয়ের ঘটনোত্তর অনুমোদন প্রসংগে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত।

আলোচনা: স্টাফরোড এবং শহীদ মঈনুলরোড এলাকার বাগানের কাজের জন্য মালামাল ক্রয়ের জন্য ৬২,৯৫০/- (বাষট্টি হাজার নয়শত পঞ্চাশ) টাকা টাকা ব্যয়ের বিষয়ে ৩১ মে ২০২০ তারিখে কার্যবৃত্তপত্রের মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট, ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড কর্তৃক অনুমোদন নেয়া হয়। উক্ত ব্যয় উদ্যান খাত হতে নির্বাহ করা হবে। ঘটনোত্তর অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হলো।

ক্র/নং	বিবরণ	পরিমান	দর	মোট টাকা
১.	বিদেশী আপেল গাছ ড্রামে (ফলসহ)	০১টি	১৪৫০০.০০	১৪৫০০.০০
২.	বিদেশী মালবেরী গাছ ড্রামে (ফলসহ)	০১টি	৫৭০০.০০	৫৭০০.০০
৩.	বিদেশী স্ট্রবেরী ফলসহ গাছ	০১টি	৭১৫০.০০	৭১৫০.০০
৪.	বিদেশী লাল জাতের কাঠাল গাছ কলমের ফলসহ গাছ	০১টি	১৪০০.০০	১৪০০.০০
৫.	বিদেশী সরিফা গাছ ফলসহ	০১টি	২৫০০.০০	২৫০০.০০
৬.	ব্লিচিং পাউডার	০২ ড্রাম	৪৭০০.০০	৯৪০০.০০
৭.	বিদেশী মাল্টা গাছ ফলসহ ড্রামে	০১টি	২৮০০.০০	২৮০০.০০
৮.	বিদেশী বাগান বিলাস গাছ ফুলসহ ড্রামে	১০টি	১৯৫০.০০	১৯৫০০.০০
			মোট	৬২,৯৫০.০০

সিদ্ধান্ত: স্টাফ রোড এবং শহীদ মঈনুল রোড এলাকার বাগানের কাজের জন্য বিভিন্ন মালামাল ক্রয়ের নিমিত্ত ৬২,৯৫০/- (বাষট্টি হাজার নয়শত পঞ্চাশ) টাকা ব্যয়ের ঘটনোত্তর অনুমোদনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। উক্ত কাজের যাবতীয় ব্যয় উদ্যান খাত হতে সংকুলান করতে হবে।

আলোচ্যবিষয়-৪১: বানৌজা শেখ মুজিব, খিলক্ষেত, নামাপাড়া, ঢাকার কঞ্জারভেন্সী কাজের জন্য বিভিন্ন মালামাল ক্রয়ের নিমিত্ত ১,৪৫,১৬০/- (এক লক্ষ পঁয়তাল্লিশ হাজার একশত ষাট) টাকা ব্যয়ের ঘটনোত্তর অনুমোদন প্রসংগে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত।

আলোচনা: বানৌজা শেখ মুজির, খিলক্ষেত, নামাপাড়া, ঢাকার কঞ্জারভেন্সী কাজের জন্য নিম্নবর্ণিত মালামাল ক্রয়ের জন্য ১,৪৫,১৬০/- (এক লক্ষ পঁয়তাল্লিশ হাজার একশত ষাট) টাকা ব্যয়ের বিষয়ে ১৩ মে ২০২০ তারিখে কার্যবৃত্তপত্রের মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট, ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড কর্তৃক অনুমোদন নেয়া হয়। উক্ত ব্যয় বানৌজা শেখ মুজির, খিলক্ষেত, নামাপাড়া, ঢাকার কঞ্জারভেন্সী খাত হতে নির্বাহ করা হবে। ঘটনোত্তর অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হলো।

ক্র/নং	বিবরণ	পরিমান	দর	মোট টাকা
১.	প্লাস্টিক পাইপ ডায়া-১ ইঞ্চি	৮০০ মি:	৩৫.০০	২৮০০০.০০
২.	ফ্লোর মুভার	০৭টি	৩৯০০.০০	২৭৩০০.০০
৩.	ফ্লোর ড্রাই মুভার	১৫টি	৫১০.০০	৭৬৫০.০০
৪.	ফ্লোর ও বাথরুম পরিষ্কারের সুতি মুভার	২০টি	৩৮০.০০	৭৬০০.০০
৫.	লাক্স হ্যান্ডওয়াস রিফিল	৪৪টি	৬৫.০০	২৮৬০.০০
৬.	হাতওয়ালা প্লাস্টিক ব্রাস (আরএফএল)	১০টি	৩৬৫.০০	৩৬৫০.০০
৭.	গার্বেজ ব্যাগ	৩০০টি	৮০.০০	২৪০০০.০০
৮.	মশার কয়েল	৪০০ প্যা:	৭০.০০	২৮০০০.০০
৯.	গোবর সার	৩৫০ ব:ফু:	৪৬.০০	১৬১০০.০০
				১,৪৫,১৬০.০০

সিদ্ধান্ত: বানৌজা শেখ মুজির, খিলক্ষেত, নামাপাড়া, ঢাকার কঞ্জারভেন্সী কাজের জন্য বিভিন্ন মালামাল ক্রয়ের নিমিত্ত ১,৪৫,১৬০/- (এক লক্ষ পঁয়তাল্লিশ হাজার একশত ষাট) টাকা ব্যয়ের ঘটনোত্তর অনুমোদনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। উক্ত কাজের যাবতীয় ব্যয় বানৌজা শেখ মুজিব, খিলক্ষেত, নামাপাড়া, ঢাকার কঞ্জারভেন্সী খাত হতে নির্বাহ করতে হবে।

আলোচ্যবিষয়-৪২: শহীদ সরণিস্থ সেনাভবন সংলগ্ন বাগানের জন্য বিভিন্ন মালামাল ক্রয়ের নিমিত্ত ১,৯৯,৬০০/- (এক লক্ষ নিরানব্বই হাজার ছয়শত) টাকা ব্যয়ের ঘটনোত্তর অনুমোদন প্রসংগে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত।

আলোচনা: শহীদ শরণিস্থ সেনাভবনের সামনের বাগানের কাজের নিম্নবর্ণিত মালামাল ক্রয়ের জন্য ১,৯৯,৬০০/- (এক লক্ষ নিরানব্বই হাজার ছয়শত) টাকা ব্যয়ের বিষয়ে ১৭ মে ২০২০ তারিখে কার্যবৃত্তপত্রের মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট, ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড কর্তৃক অনুমোদন নেয়া হয়। উক্ত ব্যয় উদ্যান খাত হতে নির্বাহ করা হবে।

ঘটনোত্তর অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হলো।

ক্র/নং	বিবরণ	পরিমান	দর	মোট টাকা
১.	পিটুনিয়া হাইব্রীড ফুলের চারা	১৭০০টি	৪০.০০	৬৮০০০.০০
২.	ভিটিমাটি	০৩ ট্রাক	৭২০০.০০	২১৬০০.০০
৩.	গোবর	০২ ট্রাক	৫০০০.০০	১০০০০.০০
৪.	বোতাম ফুলের চারা হাইব্রীড	১৫০০টি	৪০.০০	৬০০০০.০০
৫.	সেলোশিয়া হাইব্রীড	১০০০টি	৪০.০০	৪০০০০.০০
			মোট	১,৯৯,৬০০.০০

সিদ্ধান্ত: শহীদ সরণিস্থ সেনাভবন সংলগ্ন বাগানের জন্য বিভিন্ন মালামাল ক্রয়ের নিমিত্ত ১,৯৯,৬০০/- (এক লক্ষ নিরানব্বই হাজার ছয়শত) টাকা ব্যয়ের ঘটনোত্তর অনুমোদনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। উক্ত কাজের যাবতীয় ব্যয় উদ্যান খাত হতে সংকুলান করতে হবে।

আলোচ্যবিষয়-৪৩: বানৌজা শেখ মুজিব, খিলক্ষেত, নামাপাড়া, ঢাকার কঞ্জারভেন্সী কাজের জন্য বিভিন্ন মালামাল ক্রয়ের নিমিত্ত ১,৪১,৬১০/- (এক লক্ষ একচল্লিশ হাজার ছয়শত দশ) টাকা ব্যয়ের ঘটনোত্তর অনুমোদন প্রসংগে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত।

আলোচনা: বানৌজা শেখ মুজির, খিলক্ষেত, নামাপাড়া, ঢাকার কঞ্জারভেন্সী কাজের নিম্নবর্ণিত মালামাল ক্রয়ের জন্য ১,৪১,৬১০/-(এক লক্ষ একচল্লিশ হাজার ছয়শত দশ) টাকা ব্যয়ের বিষয়ে ১৭ মে ২০২০ তারিখে কার্যবৃত্তপত্রের মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট, ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড কর্তৃক অনুমোদন নেয়া হয়। উক্ত ব্যয় উদ্যান খাত হতে নির্বাহ করা হবে। ঘটনোত্তর অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হলো।

ক্র/নং	বিবরণ	পরিমান	দর	মোট টাকা
১.	এসিআই এ্যারোসল স্প্রে	৪০টি	৪২৩.০০	১৬৯২০.০০
২.	সিজনাল ফুলগাছ	১৮০০টি	৫০.০০	৯০০০০.০০
৩.	মাটির ফুলের টব	১৮০টি	৭৮.০০	১৪০৪০.০০
৪.	লোমি সোয়েল	৩৫০ ব:ফু:	৫৯.০০	২০৬৫০.০০
				১,৪১,৬১০.০০

সিদ্ধান্ত: বানৌজা শেখ মুজিব, খিলক্ষেত, নামাপাড়া, ঢাকার কঞ্জারভেন্সী কাজের জন্য বিভিন্ন মালামাল ক্রয়ের নিমিত্ত ১,৪১,৬১০/- (এক লক্ষ একচল্লিশ হাজার ছয়শত দশ) টাকা ব্যয়ের ঘটনোত্তর অনুমোদনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। উক্ত কাজের যাবতীয় ব্যয় বানৌজা শেখ মুজিব, খিলক্ষেত, নামাপাড়া, ঢাকার কঞ্জারভেন্সী খাত হতে নির্বাহ করতে হবে।

আলোচ্যবিষয়-৪৪: শহীদ মান্নাল লাইন মসজিদের পার্শ্ব হতে জিয়া কলোনী পেট্রল পাম্প পর্যন্ত কাঁচা ড্রেন ও জঞ্জাল (পুরাতন রেল লাইনের পার্শ্বে) পরিষ্কারকরণ কাজের জন্য ০৭ (সাত) দিনের জন্য দৈনিক ২০ (বিশ) জন করে মোট ১৪০ জন দৈনিক শ্রমিক নিয়োগের জন্য জনপ্রতি দৈনিক ৫০০/- (পাঁচশত) টাকা হারে ৭০,০০০/- (সত্তর হাজার)টাকা ব্যয়ের ঘটনোত্তর অনুমোদন প্রসংগে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত।

আলোচনা: শহীদ মান্নান লাইন মসজিদের পার্শ্ব হতে জিয়া কলোনী পেট্রোল পাম্প পর্যন্ত কাঁচা ড্রেন ও জঞ্জাল (পুরাতন রেল লাইনের পার্শ্বে) পরিস্কার করণ কাজের জন্য ১৪০ জন দৈনিক শ্রমিক প্রতিজন শ্রমিকের মজুরী প্রতিদিন ৫০০/-(পাঁচশত) টাকা হিসেবে সর্বমোট ৭০,০০০/-(সত্তর হাজার) টাকা ব্যয়ের বিষয়ে ২২ জুন ২০২০ তারিখে কার্যবৃত্তপত্রের মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট, ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড কর্তৃক অনুমোদন নেয়া হয়। উক্ত ব্যয় সাধারণ কঞ্জারভেন্সী খাত হতে নির্বাহ করা হবে। ঘটনোত্তর অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হলো।

সিদ্ধান্ত: শহীদ মান্নাল লাইন মসজিদের পার্শ্ব হতে জিয়া কলোনী পেট্রল পাম্প পর্যন্ত কাঁচা ড্রেন ও জঞ্জাল (পুরাতন রেল লাইনের পার্শ্বে) পরিষ্কারকরণ কাজের জন্য ০৭ (সাত) দিনের জন্য দৈনিক ২০ (বিশ) জন করে মোট ১৪০ জন দৈনিক শ্রমিক নিয়োগের জন্য জনপ্রতি দৈনিক ৫০০/- (পাঁচশত) টাকা হারে ৭০,০০০/- (সত্তর হাজার)টাকা ব্যয়ের ঘটনোত্তর অনুমোদনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। উক্ত কাজের যাবতীয় ব্যয় সাধারণ কঞ্জারভেন্সী খাত হতে নির্বাহ করতে হবে।

আলোচ্যবিষয়-৪৫: করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) এর ছুটিকালীন সময়ে ঢাকা সেনানিবাস এলাকায় ময়লা-আবর্জনা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও মশক নিধন কাজের জন্য ৩১/৫/২০২০ তারিখ হতে ৩০/৬/২০২০ তারিখ পর্যন্ত দৈনিক ৫০০/- (পাঁচশত) টাকা মজুরীতে ৩১ দিনের জন্য প্রতিদিন ২১ জন শ্রমিক নিয়োগের নিমিত্ত (৩১×২১×৫০০) = ৩,২৫,০০০/- (তিন লক্ষ পঁচিশ হাজার) টাকা ব্যয়ের ঘটনোত্তর অনুমোদন প্রসংগে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত।

আলোচনা: করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) এর বিস্তার রোধকল্পে সরকার নির্ধারিত লকডাউন চলাকালীন ২৬/০৩/২০২০ হতে ৩০/০৫/২০২০ খ্রিঃ সময় পর্যন্ত আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে দৈনিক শ্রমিক নিয়োগ করে ঢাকা সেনানিবাস এলাকায় ময়লা-আবর্জনা পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা ও মশক নিধন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয় এবং উক্ত কার্যক্রমের বিপরীতে শ্রমিকের মজুরী পরিশোধ করা হয়েছে। পরবর্তীতে ৩১/০৫/২০২০ হতে ৩০/০৬/২০২০ পর্যন্ত মোট ৩১ দিনের জন্য প্রতিদিন ২১ (একুশ) জন শ্রমিকের ৫০০/- (পাঁচশত) টাকা হিসেবে ৩১×২১×৫০০.০০ = ৩,২৫,৫০০/- (তিন লক্ষ পঁচিশ হাজার পাঁচশত) টাকা ব্যয়ের বিষয়ে ৩১ মে ২০২০ তারিখে কার্যবৃত্তপত্রের মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট, ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড কর্তৃক অনুমোদন নেয়া হয়। উক্ত ব্যয় সাধারণ কঞ্জাররভেন্সী খাত হতে নির্বাহ করা হবে। ঘটনোত্তর অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হলো।

সিদ্ধান্ত: করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) এর ছুটিকালীন সময়ে ঢাকা সেনানিবাস এলাকায় ময়লা-আবর্জনা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও মশক নিধন কাজের জন্য ৩১/৫/২০২০ তারিখ হতে ৩০/৬/২০২০ তারিখ পর্যন্ত দৈনিক ৫০০/- (পাঁচশত) টাকা মজুরীতে ৩১ দিনের জন্য প্রতিদিন ২১ জন শ্রমিক নিয়োগের নিমিত্ত (৩১×২১×৫০০) = ৩,২৫,০০০/- (তিন লক্ষ পঁচিশ হাজার) টাকা ব্যয়ের ঘটনোত্তর অনুমোদনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। উক্ত কাজের যাবতীয় ব্যয় সাধারণ কঞ্জারভেন্সী খাত হতে নির্বাহ করতে হবে।

আলোচ্যবিষয়-৪৬: বানৌজা শেখ মুজিব ঘাঁটির কঞ্জারভেন্সী কাজের জন্য বিভিন্ন মালামাল ক্রয়ের নিমিত্ত ৮,৯৫,৫০০/- (আট লক্ষ পঁচানব্বই হাজার পাঁচশত) টাকা ব্যয়ের ঘটনোত্তর অনুমোদন প্রসংগে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত।

আলোচনা: বানৌজা শেখ মুজিব ঘাঁটির ১০/০৬/২০২০ তারিখের চাহিদার প্রেক্ষিতে কঞ্জারভেন্সী কাজের নিম্নবর্ণিত মালামাল ক্রয়ের জন্য ৮,৯৫,৫০০/- (আট লক্ষ পঁচানব্বই হাজার পাঁচশত) টাকা ব্যয়ের বিষয়ে ১৫ জুন ২০২০ তারিখে কার্যবৃত্তপত্রের মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট, ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড কর্তৃক অনুমোদন নেয়া হয়। উক্ত ব্যয় নৌবাহিনী কঞ্জারভেন্সী খাত হতে নির্বাহ করা হবে। ঘটনোত্তর অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হলো।

ক্র/নং	বিবরন	পরিমান	দর	মোট টাকা
১.	ভিটিবালু	৫০ ট্রাক	৭১০০.০০	৩৫০০০০.০০
২.	দৈনিক শ্রমিক	৩৯০ জন	৫০০.০০হিঃ	১৯৫০০০.০০
৩.	ব্যাকপ্যাক ঘাসকাটা মেশিন	০২টি	৪২৫০০.০০	৮৫০০০.০০
৪.	লনমোয়ার মেশিন	০১টি	৮৫০০০.০০	৮৫০০০.০০
৫.	পাম গাছ বাড় সাইজের	৫০টি	২৫০০.০০	১২৫০০০.০০
৬.	কার্পেট দুবলা	৪০০০ প্যাকেট	৭.০০	২৮০০০.০০
৭.	ভিটিমাটি	০৩ ট্রাক	৭৫০০.০০	২২৫০০.০০
৮.	গোবর সার	০১ ট্রাক	৫০০০.০০	৫০০০.০০
			মোট =	৮,৯৫,৫০০.০০

সিদ্ধান্ত: বানৌজা শেখ মুজিব ঘাঁটির কঞ্জারভেন্সী কাজের জন্য বিভিন্ন মালামাল ক্রয়ের নিমিত্ত ৮,৯৫,৫০০/- (আট লক্ষ পঁচানব্বই হাজার পাঁচশত) টাকা ব্যয়ের ঘটনোত্তর অনুমোদনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। উক্ত কাজের যাবতীয় ব্যয় বানৌজা শেখ মুজিব ঘাঁটির কঞ্জারভেন্সী খাত হতে সংকুলান করতে হবে।

আলোচ্যবিষয়-৪৭: সিরাজ খালেদা মেমোরিয়াল ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড জেনারেল হাসপাতালে শূন্য পদের বিপরীতে সম্পূর্ণ অস্থায়ী ভিত্তিতে (মাস্টার রোল) ০৫টি পদে নিয়োগের ঘটনোত্তর অনুমোদন প্রদান প্রসংগে।

আলোচনা: সিরাজ খালেদা মেমোরিয়াল ক্যানটনমেন্ট বোর্ড জেনারেল হাসপাতালের পরিচালক (প্রশাসন) এর সুপারিশের প্রেক্ষিতে উক্ত হাসপাতালে স্থায়ীভাবে লোক নিয়োগ না হওয়া সময় পর্যন্ত নিম্নোক্ত প্রার্থীদেরকে তাঁদের নামের পার্শ্বে উল্লেখিত পদ, মাসিক নির্ধারিত বেতন ও তারিখ হতে সম্পূর্ণ অস্থায়ী ভিত্তিতে প্রেসিডেন্ট, ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড, ঢাকা তাঁর ২১/০৪/২০২০, ২৩/০৪/২০২০ ও ০৫/০৭/২০২০ খ্রিঃ তারিখের কার্যবৃত্তপত্রের মাধ্যমে নিয়োগের অনুমোদন প্রদান করেনঃ-

ক্র/নং	প্রার্থীর নাম, পিতার নাম ও ঠিকানা	পদের নাম	সর্বসাকুল্যে মাসিক বেতন	নিয়োগের তারিখ
	জনাব মোঃ মোশাররফ হোসেন পিতা-মোঃ হাজী আব্দুল কুদ্দুস হাওলাদার মাতা-মিসেস ফাতেমা বেগম গ্রাম-দক্ষিন চেচরী, পোস্ট-লেবুবুনিয়া থানা-কাঠালিয়া, জেলা-ঝালকাঠি।	ওটি টেকনিশিয়ান	৩০,০০০/-	০১/১২/২০১৯
	জনাব সালমা আক্তার পিতা-মোঃ শামসুল হক, মাতা-লাইলী বেগম গ্রাম-রাজাবাড়ি, পোস্ট-এলেঙ্গা, থানা-কালিহাতী, জেলা-টাঙ্গাইল।	সিনিয়র স্টাফ নার্স	১৫,০০০/-	২৩/০৩/২০২০
৩.	জনাব পারভীন আক্তার পিতা-মৃত কাজেম আলী হাওলাদার, মাতা-আসমা ঠিকানা-ডিএমসি-৩৭, সৃজণী সড়ক, ডাকঘর-ক্যান্টনমেন্ট, কাফরুল, ঢাকা।	মশালচী	১২,০০০/-	২২/০৩/২০২০
৪.	জনাব ফেরদৌসি পিতা-শহিদুল ইসলাম, মাতা-রেহেনা বেগম ঠিকানা-২৭ নং লালাসরাই, ধামালকোট, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট, ভাষানটেক, ঢাকা।	আয়া	১২,০০০/-	২২/০৩/২০২০
৫.	জনাব মুশফিকুর রহমান পিতা-আজগর আলী গ্রাম-ধুলঘাগড়াখালী, পোঃ কল্যাণপুর-৬৭৪০ থানা-বেলকুচী, জেলা-সিরাজগঞ্জ।	আইসিএ	১৭,০০০/-	০১/০৭/২০২০

উক্ত প্রার্থীগণকে বর্ণিত তারিখ অনুযায়ী নিয়োগপত্র ইস্যু করা হয়েছে। উল্লেখিত ০৫টি পদে নিয়োগের ঘটনোত্তর অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হলো।

সিদ্ধান্ত: বিস্তারিত আলোচনান্তে সিরাজ খালেদা মেমোরিয়াল ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড জেনারেল হাসপাতালে শূন্য পদের বিপরীতে সম্পূর্ণ অস্থায়ী ভিত্তিতে (মাস্টার রোল) ০৫টি পদে নিয়োগের ঘটনোত্তর অনুমোদনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। তবে ওটি টেকনিশিয়ান এর বেতন ১৫,০০০/- (পনের হাজার) টাকা নির্ধারণ করতে হবে। প্রয়োজনে উক্ত পদে টেকনিক্যাল এ্যালাউন্স প্রদান করা যেতে পারে।

আলোচ্যবিষয়-৪৮: করোনা পরিস্থিতিতে সিরাজ খালেদা মেমোরিয়াল ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড জেনারেল হাসপাতাল পরিচালনার নীতিমালা অনুমোদন প্রসংগে।

আলোচনা: প্রেসিডেন্ট, ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট এর ০৩/০৬/২০২০ খ্রিঃ তারিখের অনুমোদিত কার্যবৃত্তপত্রের আলোকে সামরিক ভূমি ও ক্যান্টনমেন্ট অধিদপ্তরের ০৯/০৬/২০২০ খ্রিঃ তারিখের ২৩.২২.০০০০.০১১.৩৩. ০৪১. ১৭-৩২৮ নং মাধ্যমে করোনা কালীন **জরুরী** সেবা কার্যক্রম নিরাপদে ও নিশ্চিৎকরণে সাময়িক ব্যবস্থাপনাগত বিষয়ে সরকারের সময় সময় জারীকৃত নির্দেশনার সাথে সামঞ্জস্য রেখে এবং ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের জন্য প্রযোজ্য আর্থিক বিধি-বিধান অনুসরণপূর্বক দৈনন্দিন ব্যবস্থাপনাগত কার্যক্রম অব্যাহত রাখা/প্রয়োজনীয়তার নিরিখে করোনা পরিস্থিতিতে সাময়িকভাবে হাসপাতাল পরিচালনার জন্য প্রেরিত নীতিমালাটি অনুমোদন হয়। উক্ত নীতিমালাটি ভূতাপেক্ষ অনুমোদনের জন্য সভায় উপস্থাপন করা হলো।

সিদ্ধান্ত: করোনা পরিস্থিতিতে সিরাজ খালেদা মেমোরিয়াল ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড জেনারেল হাসপাতাল পরিচালনার নীতিমালা ঘটনোত্তর অনুমোদনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য সামরিক ভূমি ও ক্যান্টনমেন্ট অধিদপ্তরে প্রেরণ করতে হবে।

আলোচ্যবিষয়-৪৯: সিরাজ খালেদা মেমোরিয়াল ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড জেনারেল হাসপাতালের এ্যাম্বুলেন্স ও মাইক্রোবাস মেরামতের নিমিত্ত ২,৮৪,৫৫৯/- (দুই লক্ষ চুরাশি হাজার পাঁচশত উনষাট) টাকা ব্যয়ের অনুমোদন প্রসংগে হাসপাতালের পরিচালক (প্রশাসন) এর ১২/০৯/২০১৯ খ্রিঃ তারিখের এসকেএমসিবিজিএইচ/২১৬ নং পত্রের বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত।

আলোচনা: সিরাজ খালেদা মেমোরিয়াল ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড জেনারেল হাসপাতালের এ্যাম্বুলেন্স ও মাইক্রোবাস মেরামত করতে আনুমানিক ২,৮৪,৫৫৯/- টাকা ব্যয় হবে।

ক্র/নং	বিবরন	পরিমান	একক মূল্য	মোট মূল্য
এ্যাম্বুলেন্স নং-৭১-১৪২৪ এর মেরামতের আনুমানিক খরচের হিসাব				
১.	বল জয়েন্ট	২ পিস	৩০৩৮.০০	৬০৭৬.০০
২.	রেক এন্ড জয়েন্ট	২ পিস	২৩৬৩.০০	৪৭২৬.০০
৩.	টাইরড	২ পিস	১৬৮৮.০০	৩৩৭৬.০০
৪.	টানারড বুস	৪ পিস	৯৪৫.০০	৩,৭৮০.০০
৫.	গ্রীজ	১ পট	৬০৮.০০	৬০৮.০০
৬.	হেঞ্জার রিকন্ডিশন	২ পিস	৪,৭২৫.০০	৯,৪৫০.০০
৭.	রেডিওয়াটার	১ পিস	৮,৭৭৫.০০	৮,৭৭৫.০০
৮.	ইন্জিন ফ্যান মটর সিলিকন	১ পিস	৩,৩৭৫.০০	৩,৩৭৫.০০
৯.	পম্নাগ	৪ পিস	৫৪০.০০	২,১৬০.০০
১০.	ব্রেক লাইট মেরামত	২ পিস	২৭০.০০	৫৪০.০০
১১.	এসির তেল পরিবর্তন	১ টি	৩৩৮.০০	৩৩৮.০০
১২.	এসির জয়েন্ট সিল	১ টি	৮১০.০০	৮১০.০০
১৩.	এসির গ্যাস চার্জ	১ টি	২,৯৭০.০০	২,৯৭০.০০
১৪.	এয়ার ফিল্টার	১টি	১,০১৩.০০	১০১৩.০০
১৫.	মবিল ফিল্টার	১টি	৬০৮.০০	৬০৮.০০
১৬.	ওয়েফার পরিবর্তন	২পিস	২৭০.০০	৫৪০.০০
১৭.	রুম্ম লাইট মেরামত	১টি	১,৬২০.০০	১,৬২০.০০
১৮.	এ্যাম্বুলেন্সের ইমারজেন্সী লাইট সেট	১টি	৩,৩৭৫.০০	৩,৩৭৫.০০
১৯.	সিট কভার এর নীচে বডি জালাই করা	১টি	৬৭৫.০০	৬৭৫.০০
২০.	সিট কভার লাগানো	১সেট	৩,৩৭৫.০০	৩,৩৭৫.০০
২১.	সাসপেনশন, সার্ভিসিং, রিপেয়ারিং ও ওভারহলিং চার্জ	১টি	১৬,৮৭৫.০০	১৬,৮৭৫.০০
২২.	ব্যাটারী	১ টি	১৪,৩১০.০০	১৪,৩১০.০০
			মোট টাকা =	৮৯,৩৭৫.০০
মাইক্রোবাস নং-৫১-৭০০৩ এর মেরামতের আনুমানিক খরচের হিসাব				
১।	সামনের গ্লাস পরিবর্তন	১ টি	৭,৬৯৫.০০	৭,৬৯৫.০০
২।	সামনের চাকার ব্রেক প্যাড পরিবর্তন	১ টি	৪,৭২৫.০০	৪,৭২৫.০০
৩।	এয়ার ফিল্টার পরিবর্তন	১ টি	৭৪৩.০০	৭৪৩.০০
৪।	সীট মেরামত এবং সীট কভার পরিবর্তন	১ সেট	২০,৯২৫.০০	২০,৯২৫.০০
৫।	গাড়ী ডেন্টিং করন	১ টি	২২,৯৫০.০০	২২,৯৫০.০০
৬।	গাড়ী পেন্টিং করন	১ টি	৪০,৫০০.০০	৪০,৫০০.০০
৭।	সার্ভিসিং, রিপেয়ারিং ও ওভারহলিং চার্জ	১ টি	৮,১০০.০০	৮,১০০.০০
৮।	রেটর	১ টি	১০,১২৫.০০	১০,১২৫.০০
৯।	ওয়াটার পাম্প	১ টি	৭,০২০.০০	৭,০২০.০০
১০।	পুলি	১ টি	১,১৪৮.০০	১,১৪৮.০০
১১।	মবিল ফিল্টার	১ টি	৯৪৫.০০	৯৪৫.০০
১২।	ব্যাটারী	১ টি	১৪৩১০.০০	১৪৩১০.০০
১৩।	গাড়ীর চাকা	২ টি	১৪৮৫০.০০	২৯৭০০.০০
১৪।	জেনারেটরের জন্য ব্যাটারী	২ টি	১৩,১৪৯.০০	২৬,২৯৮.০০
			মোট টাকা	১৯৫,১৮৪.০০

সিদ্ধান্ত: সিরাজ খালেদা মেমোরিয়াল ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড জেনারেল হাসপাতালের এ্যাম্বুলেন্স ও মাইক্রোবাস মেরামতের নিমিত্ত ২,৮৪,৫৫৯/- (দুই লক্ষ চুরাশি হাজার পাঁচশত উনষাট) টাকা ব্যয়ের অনুমোদন প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। উক্ত কাজের যাবতীয় ব্যয় হাসপাতালের নৈমিত্তিক খাত হতে সংকুলান করতে হবে।

আলোচ্যবিষয়-৫০: বাতিলকৃত ঠিকাদারী তালিকাভূক্তি লাইসেন্স মেসার্স জুবেদা এন্টারপ্রাইজ, প্রোঃ শাকিল আহমেদ এর জমাকৃত নিরাপত্তা জামানত ফেরত প্রদানের বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত।

আলোচনা: বাতিলকৃত ঠিকাদারী তালিকাভূক্তি লাইসেন্স মেসার্স জুবেদা এন্টারপ্রাইজ এর স্বত্বাধিকারী জনাব শাকিল আহম্মেদ উক্ত প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে নিরাপত্তা জামানত বাবদ জমাকৃত ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা ফেরত চেয়ে গত ০২/১০/২০১৯ খ্রিঃ তারিখে অত্র দপ্তরে আবেদন করেছেন। উক্ত প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে কোন দেনা-পাওনা ও অডিট আপত্তি নাই মর্মে অত্র দপ্তরের হিসাব রক্ষণ শাখা হতে মতামত প্রদান করা হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, সদর দপ্তর লজিষ্টিকস এরিয়া এমপি ইউনিট, ঢাকা সেনানিবাসের ০৭/১২/২০১৭ খ্রিঃ তারিখের ঘটনা প্রতিবেদনে জানা যায় জনাব শাকিল আহম্মেদ এবং এমইএস এর ঠিকাদার জনাব সৈয়দ সাইফুল ইসলাম চৌধুরী-এর মধ্যে সেনানিবাসের অভ্যন্তরে মারামারি সংঘঠিত হয়। এ বিষয়টি ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডে গত ২৮/০২/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ড সভার আলোচ্যবিষয়-১৫ এর মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ-

"বিস্তারিত আলোচনান্তে ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের তালিকাভূক্ত ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান মেসার্স জোবেদা এন্টারপ্রাইজ, প্রোপ্রাইটর-জনাব মোঃ শাকিল আহমেদ এবং মেসার্স সেভেন স্টার ইলেকট্রনিক্স, প্রোপ্রাইটর-জনাব মোঃ ইসকান্দার এর তালিকাভূক্তি বাতিল করার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। এমইএস এর তালিকাভূক্ত ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান সৈয়দ রোমায়েল হোসেন (রাফি) এন্টারপ্রাইজ, প্রোপ্রাইটর-সৈয়দ সাইফুল ইসলাম চৌধুরী এর বিষয়ে এমইএস কর্তৃক যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সুপারিশ করতে হবে। ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের আওতাধীন তাদের চলমান কাজ পরিমাপ করে ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী আগামী সভায় প্রতিবেদন উপস্থাপন করবেন।"

সিদ্ধান্ত: বিস্তারিত আলোচনান্তে মেসার্স জুবেদা এন্টারপ্রাইজ, স্বত্বাধিকারী- জনাব শাকিল আহম্মেদ এর তালিকাভুক্তি ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডে বাতিল করায় উক্ত প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে নিরাপত্তা জামানত হিসেবে জমাকৃত ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা ফেরত প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

আলোচ্যবিষয়-৫১: ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডে (১) মেসার্স খাঁন কনস্ট্রাকশন, প্রোঃ মোঃ মিলন খাঁন এবং (২) নেক্সাস বিল্ডার্স, প্রোঃ মোঃ ইবনে হাসান এবং (৩) মেসার্স এসএএস ইন্ডাস্ট্রিয়াল এন্ড অটোমেশন, প্রো:- মোঃ জেহাদ উল্লাহ খান-কে প্রথম শ্রেণীর ঠিকাদার হিসেবে তালিকাভূক্তকরণ প্রসংগে।

আলোচনা: অত্র দপ্তরে প্রথম শ্রেণীর ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে তালিকাভূক্তির জন্য নিম্নবর্নিত ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারী আবেদন করেছেন। আবেদনের সাথে ভ্যাট সনদ, ট্রেড লাইসেন্স, আয়কর সনদ, ব্যাংক সলভেন্সি সার্টিফিকেট ও অঙ্গীকারনামাসহ অন্যান্য কাগজপত্রাদি জমা করেছেন। প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তররের নিরাপত্তা ছাড়পত্র প্রাপ্তি সাপেক্ষে প্রথম শ্রেণীর ঠিকাদার হিসেবে তালিকাভূক্ত করা যেতে পারে :-

ক্র/নং	প্রতিষ্ঠান ও স্বত্বাধিকারীর নাম	ঠিকানা
১।	মেসার্স খাঁন কনস্ট্রাকশন, প্রোঃ মোঃ মিলন খাঁন	১২/ডি, রোড#২৫/বি, প্লট# এস/১০, মিরপুর, ঢাকা।
২।	নেক্সাস বিল্ডার্স, প্রোঃ মোঃ ইবনে হাসান	ফ্ল্যাট#বি-১, বাড়ী#১৫, রোড#০৭, ব্লক#এফ, বনশ্রী, রামপুরা, ঢাকা।
৩।	মেসার্স এসএএস ইন্ডাস্ট্রিয়াল এন্ড অটোমেশন প্রো:- মোঃ জেহাদ উল্লাহ খান	**১৬/৩, চৌধুরী পাড়া, ঢাকা।**

সিদ্ধান্ত: প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তরের নিরাপত্তা ছাড়পত্র সাপেক্ষে (১) মেসার্স খাঁন কনস্ট্রাকশন, প্রোঃ মোঃ মিলন খাঁন এবং (২) নেক্সাস বিল্ডার্স, প্রোঃ মোঃ ইবনে হাসান এবং (৩) মেসার্স এসএএস ইন্ডাস্ট্রিয়াল এন্ড অটোমেশন, প্রো:- মোঃ জেহাদ উল্লাহ খান-কে ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডে প্রথম শ্রেণীর ঠিকাদার হিসেবে তালিকাভুক্তির সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

আলোচ্যবিষয়-৫২: ০৪টি ডিওএইচএস এলাকা, অফিস ও আবাসিক এলাকায় ছিটানোর জন্য ৩০ড্রাম এবং এডহক স্টেশন সদর দপ্তর, মিরপুর এর জন্য ৩৫ ড্রাম (প্রতিটি ৫০ কেজি) ব্লিচিং পাউডার ক্রয়ের জন্য প্রতি ড্রাম ৪,৭০০/- (চার হাজার সাতশত) টাকা হিসেবে ৩,০৫,৫০০/- (তিন লক্ষ পাঁচ হাজার পাঁচশত) টাকা ব্যয়ের অনুমোদন প্রসংগে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত।

আলোচনা:

ক্রমিক নং	বিবরণ	পরিমাণ	দর	মোট মূল্য
১.	০৪টি ডিওএইচএস এলাকা, অফিস ও আবাসিক এলাকায় ছিটানোর জন্য ব্লিচিং পাউডার	৩০ ড্রাম (প্রতিটি ৫০ কেজি)	৪,৭০০/-	১,৪১,০০০/-
২.	এডহক স্টেশন সদর দপ্তর, মিরপুর	৩৫ ড্রাম (প্রতিটি ৫০ কেজি)	৪,৭০০/-	১,৬৪,৫০০/-
			মোট =	৩,০৫,৫০০/-

সিদ্ধান্ত: ০৪টি ডিওএইচএস এলাকা, অফিস ও আবাসিক এলাকায় ছিটানোর জন্য ৩০ড্রাম এবং এডহক স্টেশন সদর দপ্তর, মিরপুর এর জন্য ৩৫ ড্রাম (প্রতিটি ৫০ কেজি) ব্লিচিং পাউডার ক্রয়ের জন্য প্রতি ড্রাম ৪,৭০০/- (চার হাজার সাতশত) টাকা হিসেবে ৩,০৫,৫০০/- (তিন লক্ষ পাঁচ হাজার পাঁচশত) টাকা ব্যয়ের অনুমোদনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। উক্ত কাজের যাবতীয় ব্যয় সাধারণ কঞ্জারভেন্সী খাত হতে সংকুলান করতে হবে।

আলোচ্যবিষয়-৫৩: সশস্ত্র বাহিনী দিবস-২০২০ উপলক্ষে টবে ফুলের চারা রোপণের জন্য ২০ ট্রাক গোবর সার ক্রয়ের জন্য প্রতি ট্রাক ৪,৫০০/- (চার হাজার পাঁচশত) টাকা হিসেবে ৯০,০০০/- (নব্বই হাজার) টাকা ব্যয়ের অনুমোদন প্রসংগে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত।

আলোচনা: আগামী ২১ নভেম্বর ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিতব্য সশস্ত্র বাহিনী দিবস-২০২০ উপলক্ষে ঢাকা সেনানিবাসে ফুলের চারা রোপণের জন্য ২০ ট্রাক গোবর সার প্রয়োজন হবে। প্রতি ট্রাক ৪,৫০০/- টাকা হিসেবে এ কাজের জন্য ৯০,০০০/- (নব্বই হাজার) টাকা ব্যয় হবে।

সিদ্ধান্ত: সশস্ত্র বাহিনী দিবস-২০২০ উপলক্ষে টবে ফুলের চারা রোপণের জন্য ২০ ট্রাক গোবর সার ক্রয়ের জন্য প্রতি ট্রাক ৪,৫০০/- (চার হাজার পাঁচশত) টাকা হিসেবে ৯০,০০০/- (নব্বই হাজার) টাকা ব্যয়ের অনুমোদনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। উক্ত কাজের যাবতীয় ব্যয় উদ্যান খাত হতে সংকুলান করতে হবে।

আলোচ্যবিষয়-৫৪: ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের অনুমোদিত বিদ্যমান জনবল কাঠামোর অর্গানোগ্রাম অনুমোদন প্রসংগে।

আলোচনা: ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের বর্তমান অনুমোদিত পদ ৮৪২ (আটশত বিয়াল্লিশ) টি। শাখা/বোর্ড পরিচালিত প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক অনুমোদিত পদের বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হলোঃ-

ক্র/নং	শাখা/প্রতিষ্ঠানের নাম	অনুমোদিত পদ সংখ্যা
১.	প্রশাসনিক শাখা (ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসহ)	৪০
২.	হিসাব রক্ষণ শাখা	০৭
৩.	রাজস্ব শাখা	২০
৪.	প্রকৌশল শাখা	২৬
৫.	পানি ও বিদ্যুৎ শাখা	৩০
৬.	কঞ্জারভেন্সী শাখা (উদ্যান, বাজার ও কবরস্থানসহ)	১৭১
৭.	সিরাজ খালেদা মেমোরিয়াল ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড জেনারেল হাসপাতাল	১৬৬
৮.	শহীদ বীর বিক্রম রমিজ উদ্দিন ক্যান্টনমেন্ট কলেজ	৫৫
৯.	শহীদ বীর বিক্রম রমিজ উদ্দিন ক্যান্টনমেন্ট স্কুল	৭৯
১০.	মুসলিম মডার্ণ একাডেমী	৮৪
১১.	ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড আদর্শ বিদ্যানিকেতন, মানিকদী	৬১
১২.	সেনাপল্লী হাই স্কুল	৬২
১৩.	ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড উচ্চ বিদ্যালয়, মিরপুর	১৭
১৪.	রিভারভিউ ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড স্কুল, পোস্তগোলা	২৪
	মোট =	৮৪২

সরকার কর্তৃক ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের অনুমোদিত জনবল কাঠামোর বিদ্যমান অর্গানোগ্রাম অনুমোদনের জন্য সামরিক ভূমি ও ক্যান্টনমেন্ট অধিদপ্তর, ঢাকা সেনানিবাসের প্রস্তাব প্রেরণ করা প্রয়োজন।

সিদ্ধান্ত: বিস্তারিত আলোচনান্তে ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের অনুমোদিত ৮৪২ টি পদের জনবল কাঠামোর বিদ্যমান অর্গানোগ্রাম অনুমোদন করা হলো। সরকার কর্তৃক চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য সামরিক ভূমি ও ক্যান্টনমেন্ট অধিদপ্তরে প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে।

আর কোনো আলোচ্য বিষয় না থাকায় সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

সংযুক্তঃ পরিশিষ্ট-'ক'

(মোহাম্মদ গোলাম কিবরিয়া)
সেক্রেটারি, ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড
ও
ক্যান্টনমেন্ট এক্সিকিউটিভ অফিসার
ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট
ফোনঃ ৯৮৩৫৫৬৫, ই-মেইল : ceocbd@gmail.com

(ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ সেলিম মাহমুদ, এনডিসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি)
প্রেসিডেন্ট, ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড
ও
স্টেশন কমান্ডার, ঢাকা সেনানিবাস।

পরিশিষ্ট-'ক'

সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দ

(১) ক্যাপ্টেন এম রাশেদ সাত্তার, (এন), এনইউপি, পিএসসি, বিএন — উপস্থিত
অধিনায়ক, বানৌজা হাজী মহসীন, ঢাকা সেনানিবাস
ও
সম্মানিত সদস্য, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড।

(২) গ্রুপ ক্যাপ্টেন মাহমুদ মেহেদী হুসেইন, পিএসসি, জিডি(পি) — উপস্থিত
অধিনায়ক, বিমানবাহিনী ঘাঁটি বাশার, ঢাকা সেনানিবাস
ও
সম্মানিত সদস্য, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড।

(৩) লেঃ কর্ণেল মোঃ আমিরুল ইসলাম — উপস্থিত
ডিসিএমইএস (আর্মি)
প্রতিনিধি, সিএমইএস (আর্মি), ঢাকা সেনানিবাস
ও
সম্মানিত সদস্য, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড।

(৪) লেঃ কর্ণেল মুহাম্মদ মোসতাক আহমদ, বিএসপি, পিএসসি — উপস্থিত
এএএন্ডকিউএমজি, সদর দপ্তর লজিস্টিকস্ এরিয়া, ঢাকা সেনানিবাস
ও
সম্মানিত সদস্য, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড।

(৫) লেঃ কর্ণেল মোঃ মেজবাহ উদ্দিন খান — উপস্থিত
এএএন্ডকিউএমজি, সিএমএইচ, ঢাকা
প্রতিনিধি, কমান্ড্যান্ট, সম্মিলিত সামরিক হাসপাতাল, ঢাকা সেনানিবাস
ও
প্রতিনিধি, সম্মানিত সদস্য, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড।

(৬) মেজর রাশেদ মাহমুদ, আর্টিলারী — উপস্থিত
এডহক স্টেশন সদর দপ্তর, মিরপুর, ঢাকা
ও
সম্মানিত সদস্য, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড।

(৭) মেজর ফাহিম সাত্তার — উপস্থিত
প্রতিনিধি, লজিস্টিকস্ এরিয়া এমপি ইউনিট, ঢাকা সেনানিবাস
ও
প্রতিনিধি, সম্মানিত সদস্য, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড।

(৮) কর্ণেল (অবঃ) মোঃ শহীদুল হক — অনুপস্থিত
বাসা#৪৪৯/২, রোড#৮ (পশ্চিম), ডিওএইচএস বারিধারা, ঢাকা সেনানিবাস
ও
সম্মানিত সদস্য, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড।

(৯) জনাব হেলাল উদ্দিন আহমেদ — অনুপস্থিত
বাড়ী#১৯, রোড#৩, ক্যান্টনমেন্ট আবাসিক এলাকা, ঢাকা সেনানিবাস
ও
সম্মানিত সদস্য, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড।

(১০) জনাব মোঃ আজিজুর রহমান — অনুপস্থিত
সহকারী কমিশনার, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়
জেলা প্রশাসক, ঢাকা এর প্রতিনিধি
ও
সম্মানিত সদস্য, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড।